উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

সেনসেক্স : ৮২,৭৫৫.৫১ (+৭০০.৪০)

নিফটি : ২৫,২৪৪.৭৫ (+২০০.৪০)

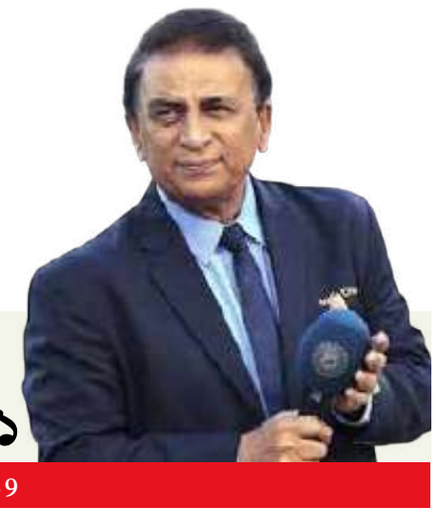

পরমাণু কর্মসূচি টিকেই!
ইজরায়েলের হামলা এবং মার্কিন সেনার বাংকার বাস্টার বোমার আঘাত সহ্য করেও টিকে গিয়েছে ইরানের পরমাণু কর্মসূচি। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টে এমনটাই জানানো হয়েছে। » ৭

৫০-এ আটকানোর হুংকার
আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির আসন ৫০-এর নীচে নামিয়ে আনার হুঁশিয়ারি দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩৪°	২৫°	৩৩°	২৬°	৩৪°	২৬°	৩৪°	২৬°

'টেস্টের অনুপযুক্ত ফিল্ডিং' » ১১

১১ আষাঢ় ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 26 June 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 39

অবশেষে ইতিহাস!

'যুদ্ধ' শেষ। এবার চলো যাই... স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে ইজরায়েলের বেন গুরিয়ন বিমানবন্দর। বুধবার।

মহাকাশে ভারতের শুভাংশু

ফ্লোরিডা, ২৫ জুন : হঠাৎ ভীষণ ভালো লাগছে!

আকাশে ডানা মেলার আগে লতা মঙ্গেশকরের গানের কলি তাঁর মনে পড়েছিল কি না, কে জানে। তবে ৪১ বছর পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসাবে মহাকাশ ছুঁয়ে সেই গানের কথাই যেন শোনা গেল অ্যাক্সিয়ম-৪ মিশনের পাইলট শুভাংশু শুক্লার গলায়। রাকেশ শর্মার পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসাবে পৃথিবীর কক্ষপথে ঢুকে গর্বিত গলায় তিনি বলে উঠলেন, 'দারুণ লাগছে! আমরা এখন পৃথিবীর কক্ষপথে ঘুরছি। এটা ভারতের মানব মহাকাশ অভিযানের শুভসূচনা। জয় হিন্দ, জয় ভারত!'

টানা সাতবার অভিযান থমকে যাওয়ার পর বুধবার স্পেসএক্সের ড্রাগন মহাকাশে উড়ে গেল শুভাংশু সহ চার অভিযাত্রীকে নিয়ে। অভিযানে শুভাংশুর সঙ্গী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেগি হুইটসন, পোল্যান্ডের স্লাভোস উজনানস্কি এবং হাঙ্গেরির টিবর কাপু। ভারতীয় সময় বুধবার বেলা ১২টা ১ মিনিটে আমেরিকায় ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে ফ্যালকন ৯ রকেটের সফল উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে শুরু হল শুভাংশুদের অভিযান।

১৪ দিনের এই অভিযানে মোট ৬০টি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করার কথা। এর মধ্যে ৭টি পরীক্ষা হবে ইসরোর গগনযান মিশনের লক্ষ্যে। সব ঠিকঠাক চললে এই মহাকাশচারীরা প্রায় ২৮ ঘণ্টা কক্ষপথ যাত্রার পর বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৪টা নাগাদ আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে পৌঁছোবেন। এই অভিযান সরাসরি দেখানো হচ্ছিল টিভির পর্দায়। চোখে জল আর ঠোঁটে প্রার্থনা নিয়ে হাতজোড় করে টিভিতে তাকিয়ে বসেছিলেন শুভাংশুর মা আশা শুক্লা।

স্পেসএক্সের ফ্যালকন ৯ রকেটে অ্যাক্সিয়ম-৪ মিশনের ড্রাগন স্পেসক্রাফট মহাকাশে পাড়ি দিতেই চোখেমুখে স্বস্তির ছাপ ফুটে উঠল তাঁর। আশাবাদী আশা বললেন, 'ও যেন সফল হয়ে নিরাপদে ফিরে আসে।' যাত্রার ঘণ্টাখানেক আগে পরিবারের উদ্দেশে এক বার্তায় শুভাংশু লেখেন, 'আমার জন্য অপেক্ষা করো, আমি আসছি।' স্ত্রী কামনার উদ্দেশে তাঁর আবেগতাড়িত বার্তা ছিল, 'তোমাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ কামনা। তুমি না থাকলে এদিনটা দেখা হত না।'

সমাজমাধ্যম পোস্টে একটি ছবিতে দেখা যায়, কাচের দেওয়ালের দু'পাশে দাঁড়িয়ে পরস্পরকে বিদায় জানাচ্ছেন দুজনে। পরে কামনা বলেন, 'ছোটবেলা থেকে আমরা হরিহরাত্মা। ভীষণ লাজুক ছেলে। অথচ তার জন্য আজ গোটা দেশ গর্বিত।' অ্যাক্সিয়ম-৪ মিশনের যাত্রীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সহ অনেকে।

মুর্মু অভিনন্দনবার্তায় লেখেন, 'গোটা দেশ উত্তেজিত। নতুন ইতিহাস গড়লেন শুভাংশু। এক যাত্রায় জুড়ে দিলেন বিশ্বকে।'

এরপর দশের পাতায়

মিশন অ্যাক্সিয়ম-৪

যাত্রারম্ভ
২৫ জুন ২০২৫

লঞ্চ সাইট
লঞ্চ কমপ্লেক্স-৩৯এ, কেনেডি স্পেস সেন্টার, ফ্লোরিডা

রকেট
স্পেসএক্স ফ্যালকন-৯

স্পেসক্রাফট
ক্রু ড্রাগন সি২১৩

ডকিং টাইম
উড়ান শুরুর ২৮ ঘণ্টা পর (ভারতীয় সময় বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টা নাগাদ)

ফেরা
১৪ দিন পরে

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা
৩১টি দেশের হয়ে ৬০টি পরীক্ষা যার মধ্যে ভারতের ৭টি। শুভাংশু অতিরিক্ত ৫টি পরীক্ষা করবেন নাসার সহায়তায়

কে এই শুভাংশু
- জন্ম ১৯৮৫ সালের ১০ অক্টোবর উত্তরপ্রদেশের লখনউতে
- ২০০৬ সালে ভারতীয় বায়ুসেনায় যোগ দেন
- সু-৩০ এমকেআই, মিগ-২১ ও জাগুয়ারের মতো যুদ্ধবিমান উড়ানের দক্ষতা অর্জন। মোট উড়ানের সময় ২,০০০ ঘণ্টার বেশি
- ২০১৯ সালে মহাকাশ অভিযানের জন্য নির্বাচিত। রাশিয়ার ইউরি গ্যাগারিন মহাকাশ প্রশিক্ষণকেন্দ্রে কঠোর প্রশিক্ষণ

মিশনের তাৎপর্য
- দ্বিতীয় ভারতীয় কোনও নভশ্চর পা রাখবেন মহাকাশে
- বহু যুগ পরে মহাকাশে ফিরল পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরি
- বেসরকারি মহাকাশকেন্দ্র গঠনের মহড়া হবে এই অভিযানে
- ভবিষ্যতে জাতীয় স্তরে মহাকাশ অভিযানের রাস্তা খোলা

নভশ্চরদের কার কী ভূমিকা
- মিশনের নেতৃত্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেগি হুইটসন
- মিশনের পাইলট ভারতের শুভাংশু শুক্লা
- মিশন বিশেষজ্ঞ পোল্যান্ডের স্লাভোস উজনানস্কি
- দ্বিতীয় মিশন বিশেষজ্ঞ হাঙ্গেরির টিবর কাপু

একনজরে
- ড্রাগন স্পেসক্রাফট ফ্লোরিডায় নাসার কেনেডি স্পেস সেন্টারের ৩৯এ লঞ্চ কমপ্লেক্স থেকে মহাকাশে পাড়ি দেয় বুধবার ভারতীয় সময় বেলা ১২টা ১ মিনিটে
- মহাকাশযান প্রায় ২০০ কিলোমিটার দূরে প্রতি সেকেন্ডে ৭.৫ কিলোমিটার বেগে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে
- বুধবারও উৎক্ষেপণের আগে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিয়েছিল, যা দ্রুত মেরামত করেন বিজ্ঞানীরা

হেনস্তা, তবু রাজস্থানে ইটাহারের শ্রমিকরা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায় ও রণবীর দেব অধিকারী

কলকাতা ও ইটাহার, ২৫ জুন : চরম হেনস্তা সত্ত্বেও রাজস্থান থেকে ঘরে ফেরার কথা আপাতত ভাবছেন না ইটাহারের বাসিন্দা পরিযায়ী শ্রমিকরা। রুটিরুজির জন্যই সেখানে পড়ে থাকতে চান তাঁরা। এদিকে, বিজেপি শাসিত রাজস্থানে বাঙালি শ্রমিকদের এই হেনস্তা নিয়ে এখন বঙ্গ রাজনীতি সরগরম। বাংলাভাষী শ্রমিকদের এই হেনস্তাকে ভালো চোখে দেখছে না বাংলায় বসবাসকারী মাড়োয়ারি সমাজ।

মঙ্গলবার ইটাহারের নারী-পুরুষ মিলিয়ে প্রায় ২৫০ শ্রমিককে রাজস্থানে আটকে রাখার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই রাজ্যের সরকারের সঙ্গে কথা বলতে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে নির্দেশ দিয়েছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। তারপর ছেড়ে দেওয়া হয় ওই বাঙালিদের। রাজস্থান পুলিশ বুধবার সকালে সে খবর নবান্নে জানিয়েও দেয়। ওই শ্রমিকদের পরিচয়পত্রে কিছু গরমিল থাকায় ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল বলে নবান্নকে জানায় রাজস্থান সরকার।

মঙ্গলবার খবর পেয়ে দিনভর উদ্বেগে কাটিয়েছে ইটাহারের খিসাহার গ্রাম। ওই গ্রামের বাসিন্দারাই রাজস্থান পুলিশের হাতে আটকে ছিলেন। পরে সবাই মুক্তি পাওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেও গ্রামে তাঁদের পরিজন এখনও চিন্তিত। সবার মনে এখনও কী হয়, কী হয় ভাব! কিন্তু রুটিরুজির কথা ভেবেই কাউকে ঘরে ফেরার কথা বলতে পারছে না পরিজন।

খিসাহারের সলিমুদ্দিন শেখের ছেলে ও বৌমা থাকেন রাজস্থানে। সলিমুদ্দিন বলেন, 'ওরা ছাড়া পেলেও খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছে। কিন্তু কী করব? ওদের ওখানেই থাকতে হবে। ওখানে কাজ করে দুটো পয়সা উপার্জন করছে। নাতি-নাতনিটা স্কুলে পড়ছে।' রাজস্থান থেকে ফোনে সলিমুদ্দিনের ছেলে সায়েদ আলি বুধবার বলেন, 'দশ বছর ধরে রাজস্থানে কাজ করছি। কোনওদিন এরকম ঘটেনি। কালকের পর থেকে ভয় হচ্ছে। কিন্তু গ্রামে ফেরার কথা ভাবছি না।'

কেন? সায়েদের জবাব, 'এখানে অটো চালিয়ে যা উপার্জন হয়, সেটা গ্রামে থেকে পাব না। ছেলে ও মেয়ে এখানে স্কুলে পড়ে। ওদের স্কুলেই মাসে ৭ হাজার টাকা দিই।

এরপর দশের পাতায়

মিথ্যে মামলায় বিরক্ত পুলিশ

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ২৫ জুন : পুলিশের কাছে মিথ্যা অভিযোগ। পারিবারিক ঝামেলায় মারধর, খুনের চেষ্টা, এমনকি ধর্ষণের মামলা সাজিয়ে অভিযোগ দায়ের করা হচ্ছে। তদন্তে নেমে দেখা যাচ্ছে পুরোটাই মিথ্যে। এক মাসে ধূপগুড়িতে কমপক্ষে ৫-৬টি এমন মিথ্যা মামলা দায়ের হয়েছে। যা নিয়ে বিরক্ত পুলিশ। সম্প্রতি মাগুরমারি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের এক তরুণী ধূপগুড়ি থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন, যেখানে বিবাহিত তরুণী উল্লেখ করেছেন, তাঁর অশ্লীল ছবি দেখিয়ে প্রতিবেশী তরুণ লাগাতার তাঁকে ধর্ষণ করেছে এবং ওই ছবি স্বামীকে দেখিয়ে সংসারে অশান্তি লাগিয়ে দেবে বলে জোর করে ঘুরতেও নিয়ে গিয়েছিল। বিষয়টি জানাজানি হতেই তরুণের বিরুদ্ধে তরুণী ধর্ষণের মামলা রুজু করেছেন। বাস্তবে পুলিশি তদন্তে উঠে এসেছে, তরুণীর সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক রয়েছে তরুণের। তাঁদের দুজনের মধ্যে দেওর-বৌদির সম্পর্ক। পরিবার সম্পর্কের ঘটনাটি জেনে যেতেই তরুণী এখন মিথ্যা মামলা সাজিয়ে অভিযোগ দায়ের করতে এসেছেন।

জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'কিছু ক্ষেত্রে মামলা শক্ত করার জন্যে মিথ্যে অভিযোগ দায়ের হচ্ছে। তবে তদন্তের ভিত্তিতে সবটাই খতিয়ে দেখা হয় এবং সত্যি ঘটনা নিয়েই পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।'

একই ঘটনা বারোঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতেও ঘটেছে। এখানে আবার নিজের ভাশুরের বিরুদ্ধে ধর্ষণের চেষ্টা এবং খুনের অভিযোগ করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে লিখিত অভিযোগ পেয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করে। তাতে দেখা গিয়েছে, অভিযোগে উল্লেখ করা তথ্যের সম্পূর্ণটাই ভুল। এক্ষেত্রেও মহিলার অন্যের সঙ্গে সম্পর্কের কথা জানতে পেরে মিথ্যা মামলা সাজিয়ে তোলা হয়েছে। চলতি মাসে এমনই ৫-৬টি মিথ্যে অভিযোগ দায়ের করতে থানায় এসেছিলেন কয়েকজন। মূলত পারিবারিক, জমি বিবাদ ঘিরে বচসা এবং হাতাহাতি হয়েছে, কিন্তু এখানে পারিবারিক ঘটনার রেশ মেটাতে বাড়ির মহিলারা ধর্ষণ এমনকি বাড়ি অপ্রাপ্তবয়স্কদের

তদন্তে সমস্যা
- পারিবারিক ঝামেলায় মারধর, খুনের চেষ্টা, এমনকি ধর্ষণের মামলা সাজিয়ে অভিযোগ দায়ের করা হচ্ছে
- এক মাসে ধূপগুড়িতে কমপক্ষে ৫-৬টি এমন মিথ্যা মামলা দায়ের হয়েছে
- মিথ্যা মামলার জেরে অনেক ক্ষেত্রে সত্যি ঘটনার তদন্ত শুরু করতেই পুলিশ অফিসারের দেরি হয়ে যাচ্ছে
- এতে নতুন করে সমস্যাও তৈরি হচ্ছে

এগিয়ে এনে পকসো মামলা দায়ের করছেন। পুলিশও পকসো ধারায় মামলা হতেই অভিযুক্তকে প্রথমেই গ্রেপ্তার করছে। আবার নির্যাতিতাকে মেডিকেল পরীক্ষা করানোর পর ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৮৩ ধারা অনুযায়ী নির্যাতিতার জবানবন্দির সময় সে কথা বদলে দিচ্ছে। বয়ান বদলে যাওয়ায় তদন্তকারী অফিসারকেই বিপাকে পড়তে হচ্ছে।

এরপর দশের পাতায়

সম্পত্তি অ্যাটাচের খবরে উদ্বেগ শ্রমিকদের

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৫ জুন : ইডি-র তরফ থেকে সম্পত্তি অ্যাটাচের খবর চাউর হতেই বামনডাঙ্গা, সামসিং ও ইয়ংটং- এই তিন চা বাগানের শ্রমিক মহলে জল্পনা ছড়িয়েছে। স্কুল সার্ভিস কমিশনের গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি কর্মী নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ওই তিন বাগান যিনি চালাতেন সেই প্রসন্ন রায় মিডলম্যান হিসেবে গ্রেপ্তার হয়েছেন। গত ৩০ মে ইডি-র আধিকারিকদের ৩টি দল একযোগে তিন চা বাগান পরিদর্শনও করে যায়। মঙ্গলবার থেকে বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সম্পত্তি 'অ্যাটাচের' খবরটি ছড়িয়ে পড়ে। এরপরই ওই তিন বাগানের শ্রমিকদের একাংশ বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। যদিও সবক'টি বাগানেই স্বাভাবিক কাজকর্ম হচ্ছে।

এর আগে ২০২৩ সালে পুজোর আগে বকেয়া ইস্যুতে বামনডাঙ্গা ও সামসিং বন্ধ হয়ে যায়। সেসময় প্রসন্নই বাগান চালাতেন। কিন্তু প্রসন্ন গ্রেপ্তারের পর শ্রমিক ভবনে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে ওই দুই বাগানের পরিচালনভার নেন বর্তমান মালিক ঋত্বিক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, 'ইডি-র এই সম্পত্তি অ্যাটাচমেন্টের বিষয়টি নিয়ে আমি কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে মামলা দায়ের করেছি। দ্রুত শুনানি হবে।' ইয়ংটং বাগানটি প্রসন্নর কোম্পানির মাধ্যমেই চলছে। সেখানকার এক পরিচালক জানিয়েছেন, বাগান যেমন চলছে তেমনই চলবে।

বামনডাঙ্গার তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা কৈলাস গোপ বলেন, 'প্রসন্ন রায় কী করেছেন তা শ্রমিকদের জানা নেই। জানার কথাও নয়। আমাদের একটাই বক্তব্য, বাগানের কাজের ওপর এসবের যাতে কোনও প্রভাব না পড়ে।' শ্রমিকদের একাংশ এদিন সম্পত্তি অ্যাটাচের বিষয়টি নিয়ে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেছেন। বিজেপি প্রভাবিত ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

'ঘরবন্দি' মা-ছেলে যেন মৃত্যুপথযাত্রী

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৫ জুন : সুচিত্রা সেন অভিনীত কালজয়ী বাংলা সিনেমা 'দীপ জ্বেলে যাই' দেখেননি, এমন বাঙালি দর্শক পাওয়া দুষ্কর। সেখানে মানসিক হাসপাতালের নার্স রাধা তাঁর রোগীদের সঙ্গে এতটাই একাত্ম হয়ে পড়েছিলেন যে, শেষে নিজেই মনোরোগী হয়ে যান। কাহিনীতে সামান্য কিছু বদল থাকলেও নাগরাকাটার ভগৎপুর চা বাগানের অবসরপ্রাপ্ত নার্স শুক্লা চক্রবর্তীর জীবনে যেন তারই প্রতিচ্ছবি। মানসিক ভারসাম্যহীন একমাত্র ছেলেকে নিয়ে তিনি শুধু কোনওরকমে বেঁচে আছেন। সেটাও পাড়াপড়শির দয়াদাক্ষিণ্যে। এক বেলা খেলে বাকি দু'বেলা কী জুটবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই।

বাগানের যে কোয়ার্টারের একচিলতে ঘরে মা-ছেলে থাকেন সেটার পরিস্থিতি কার্যত নরককুণ্ড। আলো নেই। পাখা নেই। পানীয় জলটুকুও কেউ দিয়ে গেলে জোটে। ঝোপজঙ্গলে ঘেরা বাড়িতে ঘরের মেঝেতেই শুয়ে থাকেন দুজন। মৃত্যুপথযাত্রী কঙ্কালসার ওই নার্স ও তাঁর ছেলেকে কীভাবে বাঁচাবেন তা ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছেন না স্থানীয়রা। তাঁরা প্রশাসনিক সহযোগিতার আর্জি জানাচ্ছেন।

ভগৎপুর চা বাগানের সেন্ট্রাল হাসপাতালের ফার্মাসিস্ট সনাতন ঘোষের কথায়, 'দুজনেরই অর্ধাহার-অনাহারে দিন কাটছে। কোনও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বা প্রশাসন যদি নিয়ে যেত তবে ওরা বেঁচে যেত বলে মনে করি।'

বিষয়টি নাগরাকাটার ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ মোল্লা ইরফান হোসেনের নজরে আনা হলে তিনি বলছেন, 'দ্রুত ওই বাড়িটিতে যাব। সবকিছু খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

ডুয়ার্সের নিরিখে এককালের সেরা ভগৎপুর চা বাগানের ওই সেন্ট্রাল হাসপাতালে টানা ত্রিশ বছর নার্স ছিলেন শুক্লা। বছর তিনেক আগে অবসর নেন। তাঁর দুই সন্তান। মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ছেলে বিক্রমকে নিয়েই সংসার। সেই ছেলে ধীরে ধীরে মনোরোগীতে পরিণত হন। নিজের উদ্যোগে চিকিৎসা চালালেও একটা সময় শুক্লাদেবী অসুস্থ হয়ে পড়েন। তারপর থেকেই তাঁদের জীবনে নেমে আসে বিপর্যয়। একদিকে নিজের অসুস্থতা ও অন্যদিকে ছেলের জটিল সমস্যা। দুজনেই ঘরবন্দি হয়ে পড়েন। টাকার অভাবে দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে রয়েছে বিক্রমের চিকিৎসা।

এরপরের কাহিনী শুধু করুণই নয়। মর্মান্তিকও বটে।

শুক্লা ও তাঁর ছেলের পরিস্থিতি দেখে স্থানীয়রা নিজেদের সাধ্যমতো

এরপর দশের পাতায়

এভাবেই দিন কাটছে শুক্লা ও তাঁর ছেলের। ভগৎপুর চা বাগানে।

বর্জ্যের পাহাড়ে বিপ্লব ভুট্টার ব্যাগে

তমালিকা দে

দার্জিলিং, ২৫ জুন : 'এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাবো আমি, নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার...', লিখেছিলেন সুকান্ত ভট্টাচার্য। ওঁরা সুকান্ত পড়েননি। কিন্তু পাহাড়ের মাটিকে বাসযোগ্য করে তোলার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।

কেউ ১০-এর ঘরে আটকে গিয়েছেন। কেউ আবার দ্বাদশ শ্রেণির গণ্ডি টপকাতে পারেননি। বর্তমান সময়ে শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে যা কোনও মাপকাঠি নয়। কিন্তু ওই যে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'শিক্ষা কেবল পুঁথিগত জ্ঞান অর্জন নয়। বরং এটি মানুষের অন্তর্গত সত্তার জাগরণ...।' নিজস্ব সত্তার জাগরণ থেকেই ওঁরা নেমে পড়েছেন পরিবেশ বাঁচাতে।

ওঁরা দার্জিলিংয়ের ঘুমের বাসিন্দা পালডন শেরপা, লাকড়া শেরপা, প্রমোদ তামাং, সমীর খাতি এবং দোরজে শেরপা। প্রত্যেকের বয়স ৪০-এর ঘরে। এই পাঁচ তরুণের নয়া জোটই নতুন ভোরের স্বপ্ন দেখাচ্ছে পাহাড়কে। পাহাড়ের পরিবেশ রক্ষায় ভুট্টার দানা থেকে তৈরি করছেন পচনশীল ক্যারিব্যাগ।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

জঞ্জালের স্তূপ দার্জিলিংয়ে। আশা জাগাচ্ছে ভুট্টা থেকে তৈরি নয়া ব্যাগ।

তাঁদের এমন উদ্যোগ সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা পেলে দূষণের মাত্রা কমবে, মনে করছে প্রশাসনও। তবে কয়েক মাসের মধ্যে যেভাবে ওঁদের তৈরি ক্যারিব্যাগের চাহিদা বাড়ছে, তাতে দিনবদলের ইঙ্গিত মিলছে।

কিন্তু এত কাজ থাকতে কেন ভুট্টার দানা দিয়ে ক্যারিব্যাগ তৈরির সিদ্ধান্ত? উত্তরে সামনে আসে পাহাড়েও আবর্জনার স্তূপের ছবিটা। অসচেতন পর্যটকদের ভিড়ে দার্জিলিংয়ের বায়ু এখন দূষিত। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে পাহাড়িয়াদের।

বায়ুতে দূষণের মাত্রা ক্রমশ বাড়তে থাকায় মানসিকভাবে কষ্ট পাচ্ছিলেন ওঁরাও। তাই একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত প্রমোদরা যেখানে আবর্জনা দেখেন, দ্রুততার সঙ্গে তা পরিষ্কার করছিলেন দীর্ঘদিন ধরেই। দার্জিলিংয়ের বিভিন্ন এলাকা থেকে বস্তা বস্তা পলিব্যাগ সংগ্রহ করার মধ্যে দিয়ে ওঁরা ধরতে পারেন গোড়ায় গলদ। পলিব্যাগ ব্যবহার বন্ধ করতে না পারলে যে পরিবেশ রক্ষা সম্ভব নয়, সেই সচেতনতা থেকেই ওঁরা বেছে নেন ভুট্টার দানা। সমীর বলছিলেন, 'পলিব্যাগের ফলে মাটি দূষণ, ঝোরা, নিকাশির মুখ বুজে যাওয়া, এমনকি ফেলে দেওয়া পলিব্যাগ খেয়ে গবাদিপশু অসুস্থ হওয়ার মতো ঘটনা ঘটতে দেখেছি। কীভাবে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব, সেই ভাবনা থেকেই পলিব্যাগের বিকল্প হিসেবে আমাদের এই উদ্যোগ। স্কুল, কলেজ, বিশেষ করে বাজারগুলোতে গিয়ে আমরা এই

এরপর দশের পাতায়

ডুয়ার্সে ফিল্ম সিটি নিয়ে আগ্রহী কাঞ্চন

মালে মন্ত্রী বুলুর সঙ্গে আলাপচারিতা

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ২৫ জুন : কালিম্পং জেলার লাভায় ছবির শুটিং সেরে ট্রেনে কলকাতা ফেরার আগে বুধবার বিকেলে খানিকটা সময় মাল শহরে এসে কাটালেন অভিনেতা তথা বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিক। শহরের সরকারি ট্যুরিস্ট লজে তিনি সাক্ষাৎ করেন স্থানীয় বিধায়ক তথা অনগ্রসর শ্রেণি ও আদিবাসী কল্যাণমন্ত্রী বুলু চিকবড়াইকের সঙ্গে। মন্ত্রী পুষ্পস্তবক দিয়ে অভ্যর্থনা জানান কাঞ্চনকে। দলীয় নেতা-কর্মীদের সেলফির আবদার রক্ষা করতেও দেখা যায় কাঞ্চনকে। এদিন কাঞ্চনের কাছে সাংবাদিকরা ডুয়ার্সে ফিল্ম সিটির প্রসঙ্গ তুললে কাঞ্চনকে এব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী দেখায়। এ ব্যাপারে তিনি নিজের মতামতও জানান।

আসছে শীতে বড় পর্দায় মুক্তি পাবে অরিত্র মুখোপাধ্যায় পরিচালিত বাংলা চলচ্চিত্র ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল। ছবির উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলিতে অভিনয় করছেন কাঞ্চন মল্লিক, মিমি চক্রবর্তী, স্বস্তিকা দত্ত, মানসী সিনহা, বনি সেনগুপ্ত প্রমুখ। গত কয়েকদিন ছবির একটি অংশের শুটিং হয়েছে লাভায়। মাল শহরে এসে মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার পাশাপাশি এদিন কাঞ্চন মাল শহরের শিবোহম বালাজি মন্দির দর্শন করতে যান। তারপর সন্ধ্যায় নিউ মাল জংশন স্টেশনে কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসে চেপে কলকাতা রওনা হন।

ডুয়ার্সে শুটিংয়ে এসে কাঞ্চন বলেন, 'প্রচুর পরিবর্তন হয়েছে উত্তরবঙ্গ তথা ডুয়ার্সের পর্যটন মানচিত্রে। পর্যটনের পাশাপাশি চলচ্চিত্র নির্মাণেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে ডুয়ার্স।' তবে বিভিন্ন সময়ে ডুয়ার্সে ফিল্ম সিটি তৈরির দাবি উঠেছে। সে বিষয়ে কাঞ্চনকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'উত্তরবঙ্গের, বিশেষ করে ডুয়ার্সের প্রকৃতিকে বাঁচিয়ে একটি ফিল্ম সিটি হলে চলচ্চিত্র শিল্পের যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটবে। পাশাপাশি প্রচুর কর্মসংস্থান হবে।' ডুয়ার্সে ফিল্ম সিটি তৈরির প্রসঙ্গ বিধানসভায় তুলবেন বলে জানান কাঞ্চন। তাঁর সংযোজন, চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়নের জন্য ডুয়ার্সে ফিল্ম সিটি তৈরির দাবি যদি মুখ্যমন্ত্রীর কানে একবার তোলা যায়, তাহলে সেই কাজ নিশ্চিত হবেই। দক্ষিণবঙ্গে বারুইপুরে তৈরি হচ্ছে ফিল্ম সিটি। সেটির অনুকরণে ডুয়ার্সে তৈরি হলে সেটা করতে হবে সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবিটি পৌঁছে দেওয়ার জন্য মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইককে তিনি অনুরোধ করেন। প্রসঙ্গত, কাঞ্চন স্পষ্ট করে জানান, পরিচালক রাজ চক্রবর্তী থেকে শুরু করে জুন মালিয়া সকলেই ডুয়ার্সে ফিল্ম সিটি তৈরির পক্ষে।

সরকারি ট্যুরিস্ট লজে কাঞ্চন মল্লিকের সঙ্গে মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক।

গরুমারার নিরাপত্তায় নতুন ৪টি ড্রোন

লাটাগুড়ি ও মেটেলি, ২৫ জুন : গরুমারার বনে নিরাপত্তা বাড়াতে এবার বেশি সংখ্যায় ড্রোন ব্যবহার করতে চলেছে বন দপ্তর। সেই লক্ষ্যে বুধবার গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের অন্তত ৫০ জন বনকর্মীকে ড্রোন ওড়ানোর বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয় মূর্তিতে। বর্তমানে গরুমারার নিরাপত্তায় একটি মাত্র ড্রোন রয়েছে। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই আরও চারটি ড্রোন আনা হবে। সেগুলি পরিচালনার জন্যই এই প্রশিক্ষণ শিবির।

গরুমারায় একশৃঙ্গী গন্ডার পর্যটকদের যেমন আকর্ষণ করে, তেমনি এই গন্ডার চোরাশিকারিদের অন্যতম টার্গেট। তাই এই গন্ডারদের নিরাপত্তার জন্য বন দপ্তর দিনরাত এক করে কাজ করে চলেছে। হেঁটে, কুনকি হাতিদের সাহায্যে গন্ডারদের পাশাপাশি অন্যান্য বন্যপ্রাণীর নিরাপত্তার জন্য নজরদারি চালান বনকর্মীরা। তবে ইদানীং এই নজরদারির জন্য ড্রোন ক্যামেরারও বিশেষ ব্যবহার করছে বন দপ্তর।

এই মুহূর্তে গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের অধীনে একটি ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারি চালানো হয় গোটা জঙ্গলে। কিন্তু তা গরুমারার জঙ্গল ও আয়তন অনুসারে পর্যাপ্ত নয় বলেই মনে করে বন দপ্তর। তাই ড্রোনের সংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা।

সেই লক্ষ্যেই এদিন গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের বিভিন্ন রেঞ্জের ৫০ জন বনকর্মীকে ড্রোন পরিচালনার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের অধীনে মূর্তি টেন্টে শিবিরটি হয়েছে। গরুমারার এডিএফও রাজীব দে বলেন, 'ড্রোনের মাধ্যমে জঙ্গলে ভালো নজরদারি চালানো যায়। সিদ্ধান্ত হয়েছে, চারটি নতুন ড্রোন গরুমারার জঙ্গলে নজরদারির জন্য কেনা হবে। আগামীতে গরুমারার আটটি রেঞ্জে আলাদা করে ড্রোনও দেওয়া হবে।'

অ্যাফিডেভিট

Siliguri E.M. Court এর Affidavit বলে DL ভুল থাকায় Prabin Paul বদলে Prabir Paul হইলাম। (C/117210)

আমার টাইটেল ডিড নং 6920 & I - 5522 নাম ভুল থাকায় গত 25-06-2025, J.M. 1st Court, সদর, কোচবিহার, অ্যাফিডেভিট বলে আমি Sujit Dey এবং Tapas Chandra Dey এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। হোগলাবাড়ি, পুন্ডিবাড়ি, কোচবিহার। (C/115986)

আমি Subroto Das, পিতা সুবোধ চন্দ্র দাস, দক্ষিণ ভারতনগর, ২৪ নং ওয়ার্ড, শিলিগুড়ি। আমার কার্ডে আমার নামের বানান ভুল থাকায় JM 1st Class 4th Court-এ অ্যাফিডেভিট দ্বারা "Subrato Das" ও "Subrata Das" এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। (C/113528)

কর্মখালি

শিলিগুড়ি, ঘোষপুকুর শপিংমলে ও ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ির জন্য গার্ড চাই। থাকা ফ্রি, খাওয়া মেসে, বেতন - 12,000/- (PF, ESI) - 9933119446. (C/117207)

Teachers required for RSM Public school, Gahmar Ghazipur,(U.P.) English Medium for class 10th(Science Math & Music). Good salary+fooding & lodging free. 86044-60736, 96963-01588. (C/116847)

কিডনি চাই

মুমূর্ষু রোগীর জন্য B+ কিডনিদাতা প্রয়োজন, সহৃদয় ব্যক্তি যোগাযোগ করুন। ফোন - 9800729389. (B/S)

মুমূর্ষু রোগীর জন্য O+ কিডনি দাতা প্রয়োজন। যোগাযোগ নম্বর : 8972377039.

বিক্রয়

শিলিগুড়িতে নিরঞ্জননগর আম্বেদকর ক্লাবের নিকট 2.6 কাঠা জমি বিক্রয়। দালাল নিষ্প্রয়োজন। (M) 91633-58753. (C/116846)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৯৪০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৯৮৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৫০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৬০৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৬১৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

Innovation and Entrepreneurship Federation of CCS NIAM (IEF of CCS NIAM)
Regd. Office: C/O CCS NIAM, Kota Road, Bambala, Jaipur, Rajasthan
(Agri Business Incubator under RKVY Innovation and Agri-entrepreneurship Programme, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India)

Call for Applications from Indian Agri Startups & Agri Innovators for Cohort-13 under RKVY–RAFTAAR

IEF of CCS NIAM invites application from Indian Agri startups, Agri innovators and Students having unique agri-business ideas, prototypes and innovations in Agriculture & Allied Sector for its Student Orientation Programme (SOP) grant-in-aid upto ₹4 lakhs, Agripreneurship Orientation Programme (AOP) grant-in-aid upto ₹5 lakhs and Startup Agri Business Incubation Programme (SABIP) grant-in-aid upto ₹25 lakhs. After successful completion of one-month incubation programme, selected startups will be eligible for grant-in-aid support for developing their respective novel agri-business idea/prototype/MVP.

CBC 01375/11/0001/2526

Last date for application: 30th September 2025.
For more details visit: www.niam-nabi.com, E-mail:nabi@ccsniam.ac.in Mob.+9188758 70034/ 9167963551

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER
SITAI PANCHAYAT SAMITY

E-tender are invited for scheme in different places of **Sitai Panchayat Samity (Fund-15th and Others)** against the Tender Number is **03/EO/SITAI PS/2025-26**. For details please visit **http://wbtenders.gov.in** and **http://etender.wb.nic.in** the last date for submission of tender is 26/06/2025 (upto 11:00 A.M.).

Sd/-
Executive Officer
Sitai Panchayat Samity

Government of West Bengal
E-Tender Notice

E-Tender is hereby invited from the bonafide contractors vide NIT NO DIS/SE/I-TAX/SLG ZONE/2025, dt. 25/06/2025. Last date of submission bids (online) 10/07/2025 upto 06:00 P.M. Others details can be seen from the Notice board of the undersigned in any working days as well as in **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
District Inspector of Schools, SE Siliguri

NOTICE

e-Tender are being invited from eligible and resourceful contractors/ bidders for **NIeT No. 1836/2025-26 & 1837/2025-26** both dated **25-06-2025**, for Repairing and Renovation of Different Primary Schools under Jalpaiguri District.

For details, information will be available in https://wbtenders.gov.in. Date for submission of bids starts from **27-06-2025 at 12:00 PM**. Last date for submission of tender is **11-07-2025 upto 18:00 hrs**. other relevant information will be available in the office of the undersigned during working hours.

Sd/-
Secretary
District Primary School Council
Jalpaiguri

পূর্ব রেলওয়ে

বিজ্ঞপ্তি নম্বর : সিগ_ডব্লু_৫_পলিসি, তারিখঃ ২৩.০৬.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল ও টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ই-টেন্ডার নম্বর : এমএলডিটি_এসএনটি_ ২৫-২৬_২৫_ওটি। কাজের নামঃ** মালদা ডিভিসনের মেন লাইনে বরিয়ারপুর (বিইউপি) এবং ধরহরা (ডিআরএইচ)-এর জন্য সিআইবি টিআইবি-র সংস্থান। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ১,৬০,০৯,১০০ টাকা। **বায়না মূল্য :** ২,৩০,১০০ টাকা। **ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময় :** ২৬.০৬.২০২৫ থেকে ১৪.০৭.২০২৫ তারিখে সকাল ১১টা পর্যন্ত। **ওয়েবসাইটের বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড :** ওয়েবসাইটঃ **www.ireps.gov.in** নোটিস বোর্ড : সিনিয়র ডিএসটিই অফিস, ডিআরএম বিল্ডিং, মালদা। (MLD-93/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway easternrailwayheadquarter

হাওড়া ডিভিসনে নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

ল্যাডার শিফটিং-এর কাজের পরিপ্রেক্ষিতে, হাওড়া ডিভিসনের বর্ধমান-খানা শাখায় খানা স্টেশনে **২২.০৮.২০২৫ তারিখ থেকে ২৫.০৮.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ০৪ দিনের** প্রি নন-ইন্টারলকিং এবং **২৬.০৮.২০২৫ তারিখ থেকে ২৮.০৮.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ০৩ দিনের** নন-ইন্টারলকিং কাজ করা হবে। ফলস্বরূপ, ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে :-

বাতিল

● **বর্ধমান থেকে :** (১) ৬৩৫০৫ বর্ধমান-আসানসোল এমইএমইউ ও (২) ৬৩৫০৭ বর্ধমান-আসানসোল এমইএমইউ ২৫.০৮.২০২৫, ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫ তারিখে। (৩) ৬৩৫১১ বর্ধমান-আসানসোল এমইএমইউ ২৬.০৮.২০২৫ তারিখে। (৪) ৬৩৫১৩ বর্ধমান-আসানসোল এমইএমইউ, (৫) ৬৩৫৪৯ বর্ধমান-আসানসোল এমইএমইউ, (৬) ৬৩৫১৭ বর্ধমান-আসানসোল এমইএমইউ, (৭) ৬৩৫২৩ বর্ধমান-আসানসোল এমইএমইউ, (৮) ৬৩৫৮৩ বর্ধমান-রামপুরহাট এমইএমইউ ও (৯) ৬৩০১১ বর্ধমান-রামপুরহাট এমইএমইউ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫ তারিখে। ● **আসানসোল থেকে :** (১) ৬৩৫০৬ আসানসোল-বর্ধমান এমইএমইউ ও (২) ৬৩৫০৮ আসানসোল-বর্ধমান এমইএমইউ ২৫.০৮.২০২৫, ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫ তারিখে। (৩) ৬৩৫১২ আসানসোল-বর্ধমান এমইএমইউ ২৬.০৮.২০২৫ তারিখে। (৪) ৬৩৫১৬ আসানসোল-বর্ধমান এমইএমইউ, (৫) ৬৩৫২২ আসানসোল-বর্ধমান এমইএমইউ, (৬) ৬৩৫২৬ আসানসোল-বর্ধমান এমইএমইউ ও (৭) ৬৩৫২৪ আসানসোল-বর্ধমান এমইএমইউ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫ তারিখে। ● **রামপুরহাট থেকে :** (১) ৬৩৫৮৪ রামপুরহাট-বর্ধমান এমইএমইউ ও (২) ৬৩০১২ রামপুরহাট-বর্ধমান এমইএমইউ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫ তারিখে।

মেল/এক্সপ্রেস বাতিল

● আপ ট্রেন : (১) **১৩৫০৩ বর্ধমান-হাতিয়া এমইএমইউ এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫)। (২) **১৩১৮৭ শিয়ালদহ-রামপুরহাট মা তারা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫)। (৩) **১২৩৩৭ হাওড়া- বোলপুর শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫)। (৪) **১২৩৪৭ হাওড়া- রামপুরহাট এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫)। (৫) **১৩০১১ হাওড়া-মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৮.২০২৫, ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫)। (৬) **২২৩২১ হাওড়া-সিউড়ি হুল এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫)। (৭) **১২৩৮৩ শিয়ালদহ-আসানসোল ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫) ও (৮) **১৩১৭৯ শিয়ালদহ- সিউড়ি এমইএমইউ এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫)।

● ডাউন ট্রেন : (১) **১৩৫০৪ হাতিয়া-বর্ধমান এমইএমইউ এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫)। (২) **১৩১৮৮ রামপুরহাট - শিয়ালদহ মা তারা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫)। (৩) **১২৩৩৮ বোলপুর - হাওড়া শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫)। (৪) **১২৩৪৮ রামপুরহাট - হাওড়া এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫)। (৫) **১৩০১২ মালদা টাউন - হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫, ২৭.০৮.২০২৫ ও ২৮.০৮.২০২৫)। (৬) **২২৩২২ সিউড়ি - হাওড়া হুল এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫)। (৭) **১২৩৮৪ আসানসোল - শিয়ালদহ ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫) ও (৮) **১৩১৮০ সিউড়ি - শিয়ালদহ এমইএমইউ এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫)।

মেল/এক্সপ্রেস ট্রেনের পথ পরিবর্তন

● আপ ট্রেন : (১) **১২৩৪৩ শিয়ালদহ-হলদিবাড়ি দার্জিলিং মেল** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৮.২০২৫, ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫) ব্যান্ডেল, কাটোয়া, আজিমগঞ্জ, জঙ্গীপুর রোড ও নিউ ফারাক্কা স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে দমদম-নৈহাটি লিংক কেবিন- ব্যান্ডেল-কাটোয়া-আজিমগঞ্জ -নিউ ফারাক্কা হয়ে চলবে। (২) **১৩০১৭ হাওড়া-আজিমগঞ্জ গণদেবতা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫) ও (৩) **১৩০২৭ হাওড়া-আজিমগঞ্জ কবিগুরু এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৮.২০২৫, ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫) ব্যান্ডেল, অম্বিকা কালনা, নবদ্বীপ ধাম, কাটোয়া, সালার, বাজারসৌ, খাগড়াঘাট রোড ও আজিমগঞ্জ স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে ব্যান্ডেল-কাটোয়া- আজিমগঞ্জ হয়ে চলবে। (৪) **১২৩৭৭ শিয়ালদহ-নিউ আলিপুরদুয়ার পদাতিক এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৮.২০২৫, ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫) ও (৫) **১৩১৫৩ শিয়ালদহ-মালদা টাউন গৌড় এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৮.২০২৫, ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫) ব্যান্ডেল, নবদ্বীপ ধাম, কাটোয়া, আজিমগঞ্জ, জঙ্গীপুর রোড ও নিউ ফারাক্কা স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে দমদম-নৈহাটি লিংক কেবিন- ব্যান্ডেল-কাটোয়া-আহমদপুর হয়ে চলবে। (৬) **১২৩৪৫ হাওড়া-গুয়াহাটি সরাইঘাট এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫), (৭) **১৩০১৫ হাওড়া- জামালপুর কবিগুরু এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫), (৮) **১৩০৫৩ হাওড়া- রাধিকাপুর কুলিক এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫), (৯) **১৩০৩১ হাওড়া- জয়নগর এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫), (১০) **১৩১৫৯ কলকাতা-যোগবাণী এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৮.২০২৫), (১১) **১২৩৬৩ কলকাতা-হলদিবাড়ি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫) ও (১২) **১৩১৬১ কলকাতা-বালুরঘাট তেভাগা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫) ব্যান্ডেল, নবদ্বীপ ধাম ও কাটোয়া স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে ব্যান্ডেল-কাটোয়া-আহমদপুর হয়ে চলবে। (১৩) **১৩১৪৭ শিয়ালদহ-বামনহাট উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫), (১৪) **১৩১৪৯ শিয়ালদহ-আলিপুরদুয়ার কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫), (১৫) **১৩১৭৫ শিয়ালদহ-শিলচর কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৭.০৮.২০২৫) ও (১৬) **১৩১৭৩ শিয়ালদহ-সাব্রুম কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫) ব্যান্ডেল, নবদ্বীপ ধাম ও কাটোয়া স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে দমদম- নৈহাটি লিংক কেবিন- ব্যান্ডেল- কাটোয়া-আহমদপুর হয়ে চলবে।

● ডাউন ট্রেন : (১) **১২৩৪৪ হলদিবাড়ি - শিয়ালদহ দার্জিলিং মেল** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৮.২০২৫, ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫) আজিমগঞ্জ, কাটোয়া, নবদ্বীপ ধাম ও ব্যান্ডেল স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে আজিমগঞ্জ - কাটোয়া - ব্যান্ডেল - নৈহাটি লিংক কেবিন - দমদম হয়ে চলবে। (২) **১৩০১৮ আজিমগঞ্জ- হাওড়া গণদেবতা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫) ও (৩) **১৩০২৮ আজিমগঞ্জ - হাওড়া কবিগুরু এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫) খাগড়াঘাট রোড, বাজারসৌ, সালার, কাটোয়া, নবদ্বীপ ধাম ও অম্বিকা কালনা স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে আজিমগঞ্জ-কাটোয়া - ব্যান্ডেল হয়ে চলবে। (৪) **১২৩৭৮ নিউ আলিপুরদুয়ার - শিয়ালদহ পদাতিক এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৮.২০২৫, ২৬.০৮.২০২৫) ও (৫) **১৩১৫৪ মালদা টাউন -শিয়ালদহ গৌড় এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৮.২০২৫, ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫) নিউ ফারাক্কা, জঙ্গীপুর রোড, আজিমগঞ্জ, কাটোয়া, নবদ্বীপ ধাম ও ব্যান্ডেল স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে আহমদপুর- কাটোয়া-ব্যান্ডেল-নৈহাটি লিংক কেবিন-দমদম হয়ে চলবে। (৬) **১৩১৪৮ বামনহাট- শিয়ালদহ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৮.২০২৫ ও ২৬.০৮.২০২৫), (৭) **১৩১৫০ আলিপুরদুয়ার - শিয়ালদহ কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৮.২০২৫ ও ২৬.০৮.২০২৫), (৮) **১৩১৭৪ সাব্রুম - শিয়ালদহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫), (৯) **১২৩৬৪ হলদিবাড়ি -কলকাতা ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৭.০৮.২০২৫), (১০) **১৩১৬২ বালুরঘাট - কলকাতা তেভাগা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫) ও (১১) **১৩১৭৬ শিলচর - শিয়ালদহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৮.২০২৫) কাটোয়া, নবদ্বীপ ধাম ও ব্যান্ডেল স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে আহমদপুর-কাটোয়া - ব্যান্ডেল- নৈহাটি লিংক কেবিন - দমদম হয়ে চলবে। (১২) **১২৩৪৬ গুয়াহাটি - হাওড়া সরাইঘাট এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৮.২০২৫ ও ২৬.০৮.২০২৫), (১৩) **১৩০১৬ জামালপুর -হাওড়া কবিগুরু এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫), (১৪) **১৩০৫৪ রাধিকাপুর - হাওড়া কুলিক এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫) ও (১৫) **১৩০৩২ জয়নগর - হাওড়া এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৮.২০২৫ ও ২৬.০৮.২০২৫) কাটোয়া, নবদ্বীপ ধাম ও ব্যান্ডেল স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে আহমদপুর- কাটোয়া - ব্যান্ডেল হয়ে চলবে।

সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ/সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু

২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫ তারিখে : (১) **৬৩৫১৯ বর্ধমান - বোকারো স্টিল সিটি এমইএমইউ** বর্ধমানের পরিবর্তে আসানসোল থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে এবং বোকারো স্টিল সিটি পর্যন্ত যাবে। (২) **৬৩৫২০ বোকারো স্টিল সিটি-বর্ধমান এমইএমইউ** বর্ধমানের পরিবর্তে আসানসোল -এ সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে।

পুনর্নির্ধারণ

(১) **৬৩০৬৩ বর্ধমান - তিনপাহাড় এমইএমইউ** বর্ধমান থেকে ২৬.০৮.২০২৫ তারিখে ০৬.২০ ঘ.-এর পরিবর্তে ০৭.০০ ঘ.-তে এবং ২৭.০৮.২০২৫ তারিখে ০৬.২০ ঘ.-এর পরিবর্তে ০৭.৪০ ঘ.-তে পুনর্নির্ধারিত হবে। (২) **২২৩০১ হাওড়া - নিউ জলপাইগুড়ি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস** হাওড়া থেকে ২৭.০৮.২০২৫ তারিখে ০৫.৫৫ ঘ.-এর পরিবর্তে ০৬.৩০ ঘ.-তে পুনর্নির্ধারিত হবে।

নিয়ন্ত্রণ

(১) **১২৫১৪ শিলচর -চারলাপল্লি সাপ্তাহিক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২১.০৮.২০২৫) পথিমধ্যে উপযুক্তভাবে ৩০ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে। (২) **১২৫০৮ শিলচর -তিরুবনন্তপুরম সেন্ট্রাল অরোনাই এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২১.০৮.২০২৫) পথিমধ্যে উপযুক্তভাবে ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে। (৩) **২২৫০৪ ডিব্রুগড়-কন্যাকুমারী বিবেক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫) পথিমধ্যে ১ ঘণ্টা ৫০ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে।

দ্রষ্টব্য : ১৩৪২৭ / ১৩৪২৮ হাওড়া - সাহেবগঞ্জ - হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫ তারিখে ঝাপটের ঢাল এবং রামপুরহাট স্টেশনের মধ্যবর্তী সকল স্টেশনে থামবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : স্পেশাল বা দেরিতে চলা ট্রেন এবং পুনরায় কোনো নতুন চালু করা ট্রেন/পার্সেল ট্রেন/টিওডি, যদি থাকে, ব্লক চলাকালীন যাত্রাপথে উপযুক্তভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে/ পথ পরিবর্তন করবে। যাত্রীদের স্টেশনের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম অনুসরণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

লামডিং ডিভিশনে এস অ্যান্ড টি রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করা

ই-টেন্ডার নং : এসএনটি-১২-এলএমজি-২০২৫-২৬, তারিখ : ২৩-০৬-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নাম :** লামডিং ডিভিশনে ০২ বছরের জন্য এস অ্যান্ড টি ডিপার্টমেন্টের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ সহ রক্ষণাবেক্ষণে সহায়তা করে এস অ্যান্ড টি রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করা এবং টেকনিক্যাল টিম মোতায়েনের মাধ্যমে নন-সেফটি ক্রিটিক্যাল কার্যক্রম সম্পাদন। **টেন্ডার মূল্য :** ২২,৫৮,৪৭,৮৬৬.৪৬/- টাকা; **বিড সিকিউরিটি :** ১২,৭৯,২০০/-টাকা; **টেন্ডার বন্ধের** তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং **খোলা** ০৯-০৭-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিএসটিই, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
হাসি মুখে গ্রাহক সেবায়

বিজি কোচগুলিকে এআরটি-অল ইকুইপমেন্ট ভ্যান-১০ কোচে রূপান্তর

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ডিবিডব্লিউএস-এনআইইটি- ১০-২০২৫-২৬, তারিখ : ২০-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : **কাজের নাম :** ১ বছর সময়ের জন্য আরএসপি, এলএডব্লিউ বুক নং. ৭১৯ অফ ২০২৪-২৫ এর বিরুদ্ধে অনুমোদন দেওয়া ডিবিডব্লিউএস-এ বিজি কোচগুলিকে এআরটি-অল ইকুইপমেন্ট ভ্যান-১০ কোচে রূপান্তর। **আনুমানিক টেন্ডার মূল্য :** ১,২৪,৮৩,২০৭.৫৮ টাকা জিএসটি সহ; **বিড সিকিউরিটি :** ২,১২,৪০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ১২-০৭-২০২৫ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ১২-০৭-২০২৫ তারিখের ১২.৩০ ঘণ্টায় খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য ও টেন্ডার নথি ১২-০৭-২০২৫ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

চিফ ওয়ার্কশপ ম্যানেজার/
মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ/ডিব্রুগড়
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
হাসিমুখে গ্রাহকদের সেবায়

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ অ্যাগ্রিকালচারাল রিসার্চ
কৃষি শিক্ষা বিভাগ
কৃষি অনুসন্ধান ভবন II, পুসা
নিউ দিল্লি-১১০০১২

নেতাজি সুভাষ আইসিএআর আন্তর্জাতিক ফেলোশিপ

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ অ্যাগ্রিকালচারাল রিসার্চ (আইসিএআর) ভারতীয় তার সাথে বিদেশি অধিবাসী যাঁরা অ্যাগ্রিকালচারে স্নাতকোত্তর করেছেন এবং এর স্বজাতীয় কোনও একটি বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতকোত্তর করেছেন তাঁদের নেতাজি সুভাষ আইসিএআর আন্তর্জাতিক ফেলোশিপের (এনএস-আইসিএআর আইএফএস) জন্য আবেদনের আহ্বান জানাচ্ছে। এনএস আইসিএআর আইএফ অ্যাগ্রিকালচারে অথবা এর সঙ্গে সম্পর্কিত স্বজাতীয় বিজ্ঞান বিভাগের চিহ্নিত অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়ে ডক্টরাল ডিগ্রি ধারণ করতে সাহায্য করে।

(১) ভারতীয় আবেদন প্রার্থীরা বিদেশে চিহ্নিত বৈদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়/সংস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে।

(২) বিদেশি আবেদনপ্রার্থীরা আইসিএআর এইউ সিস্টেমের অন্তর্গত ভারতীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবেন।

যার দ্বারা তাঁদের বলিষ্ঠ গবেষণার ক্ষেত্র এবং শিক্ষাদানের ক্ষমতা গড়ে উঠবে।
তিন বছরের সময়কালে ত্রিশ (৩০)টি ফেলোশিপ উপলব্ধ থাকবে।
বিস্তারিত নির্দেশিকা, পড়াশোনার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয় এবং আবেদনের নিয়মাবলি আইসিএআর ওয়েবসাইট www.icar.org.in-এ উপলব্ধ রয়েছে। আবেদনপত্রটি ৩১শে জুলাই ২০২৫-এর মধ্যে adg.hrd.application@gmail.com ইমেলের মাধ্যমে এডিজি (এইআরডি)-এর কাছে। "অ্যাপ্লিকেশন ফর এনএসআইএফ : আবেদনকারীর নাম এবং যোগাযোগের নং"- ইমেলের বিষয় বিভাগে উল্লেখ করার পর জমা করতে হবে।
আবেদনপত্রটি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ :- ৩১ শে জুলাই ২০২৫

CBC-01304/11/0001/2526

SENIOR MARKETING MANAGER (SPACE & MEDIA SALES)

Uttar Banga Sambad, North Bengal's largest circulated newspaper, is seeking a dynamic and results-driven **Senior Marketing Manager (Space & Media Sales)** to join our team.

Based in **Siliguri**, the successful candidate will be responsible for spearheading advertisement generation across both print and digital platforms throughout the entire North Bengal region. This role requires extensive travel to liaise with prospective clients and advertising agencies. You will also lead and mentor a team of marketing executives.

We are looking for a **go-getter**, a **result-oriented** professional, and a **hard taskmaster** who can consistently achieve targets and drive growth.

In return, we offer an **excellent salary** coupled with an attractive **incentive package**.

Interested candidates are invited to email their detailed resume to **jobs.uttarbanga@gmail.com** by **June 30, 2025.**

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে সারাদিন আনন্দে কাটবে। কর্মক্ষেত্রে ভালো খবর পেতে পারেন। বৃষ : শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে চিন্তা কাটবে। দূরের কোনও ব্যবসায়ী বন্ধুর সহায়তায় আর্থিক সমস্যা দূর হবে। মিথুন : ব্যবসায়ীদের সারাদিন ভালোমন্দে কেটে যাবে। বকেয়া ঋণ শোধ করার সুযোগ পাবেন। কর্কট : সামাজিক বা ধর্মীয় কাজে অংশ নিয়ে আনন্দে থাকবেন। কর্মপ্রার্থীরা চাকরির সুযোগ পাবেন। সিংহ : স্ত্রীকে মনের কথা বলে স্বস্তি। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। বিদ্যার্থীদের শুভ। কন্যা : কাউকে কোনও সহযোগিতা করে প্রশংসিত হবেন। দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগে সুফল পেতে পারেন। তুলা : কর্মক্ষেত্রে মেজাজ হারিয়ে হওয়া কাজ পণ্ড হতে পারে। ব্যবসায় কর্মচারী সমস্যায় জেরবার হতে পারেন। বৃশ্চিক : নতুন বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সুযোগ কাজে লাগান। ধনু : কোনও আত্মীয়ের উসকানিতে পারিবারিক অশান্তি বাড়বে। টাকাপয়সা খুব সাবধানে রাখুন। মকর : পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক আলোচনায় সমস্যা মিটবে। বাইরের খাবার এড়িয়ে চলুন। কুম্ভ : বাবা মাকে নিয়ে তীর্থভ্রমণের পরিকল্পনা বাস্তব হবে। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ একটু বাড়বে। মীন : বুদ্ধির জোরে শেয়ার বাজার থেকে ভালো আয় করতে সক্ষম হবেন। বাবার পরামর্শে ব্যবসায় উন্নতি।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১১ আষাঢ়, ১৪৩২, ভাঃ ৫ আষাঢ়, ২৬ জুন ২০২৫, ১১ আহার, সংবৎ ১ আষাঢ় সুদি, ২৯ জেলহজ্জ। সূঃ উঃ ৪।৫৭, অঃ ৬।২৪। বৃহস্পতিবার, প্রতিপদ দিবা ২।৪১। আর্দ্রানক্ষত্র দিবা ১০।২৫। ধ্রুবযোগ রাত্রি ২।২০। ববকরণ দিবা ২।৪১ গতে বালবকরণ রাত্রি ২।০ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, দিবা ১০। ২৫ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, রাত্রি ৩।৫৫ গতে কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ। মৃতে- দোষ নাই, দিবা ১০।২৫ গতে দ্বিপাদদোষ, দিবা ২।৪১ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে দিবা ২।৪১ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ৩।২ গতে ৬।২৪ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৪০ গতে ১২।৫৯ মধ্যে। যাত্রা-নাই, দিবা ১০।২৫ গতে যাত্রা শুভ দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ১১।৫ গতে পূর্বে উত্তরেও নিষেধ, দিবা ২।৪১ গতে মাত্র দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ১০।২৫ গতে ৩।২ মধ্যে পঞ্চামৃত সাধভক্ষণ নামকরণ নিষ্ক্রমণ নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন ধান্যস্থাপন ভূমিক্রয়বিক্রয় কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ১০।২৫ মধ্যে ধান্যচ্ছেদন, দিবা ৩।২ মধ্যে পুংসবন সীমন্তোন্নয়ন, রাত্রি ২।২০ মধ্যে গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন এবং দ্বিতীয়ার সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৫৬ মধ্যে ও ৯।২৩ গতে ১১।১৬ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৩।৪২ গতে ৬।২৪ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪ গতে ৯।১ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ২।১২ মধ্যে ও ৩।৩৭ গতে ৪।৫৭ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ব্যাংকের পাশাপাশি নজর সোনার দোকানে

লুট ঠেকাতে পদক্ষেপ

ময়নাগুড়ি ও বেলাকোবা, ২৫ জুন : ব্যাংক ও এটিএমের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে ব্যাংক আধিকারিকদের নিয়ে বুধবার বৈঠক করল পুলিশ। ময়নাগুড়ি ও রাজগঞ্জে একইদিনে দুটি বৈঠক হয়। কিছুদিন আগে ময়নাগুড়ির কাছে বৌলবাড়ি বাজারে এটিএম থেকে লুটের মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে একাধিক পদক্ষেপ করতে পরামর্শ দিয়েছেন পুলিশকর্তারা।

রাজগঞ্জ ব্লকের বেলাকোবায় আবার ব্যাংককর্তাদের পাশাপাশি বৈঠকে ডাকা হয়েছিল সোনার দোকান, পেট্রোল পাম্প, শোরুম মালিকদের। ময়নাগুড়ি থানার বৈঠকে ব্যাংক আধিকারিকদের পুলিশের পক্ষ থেকে ব্যাংকের বাইরে দু'পাশে এমনভাবে সিসিটিভি বসাতে বলা হয়েছে যাতে অন্তত ১০০ মিটার পর্যন্ত দেখা যায়। একজন করে নিরাপত্তারক্ষী রাখার জন্যও বলা হয়েছে। ব্যাংক ও এটিএমে আপৎকালীন অ্যালার্মিং সিস্টেম সক্রিয় রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়। ব্যাংকের বাইরে গাড়ি আসা-যাওয়ার ডিটেলস রাখতেও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ বলেন, 'আগামী সাতদিনের মধ্যে এইসব বিষয় কার্যকরী করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কোনও ব্যাংক কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তারক্ষী রাখতে না পারলে বা এদিন দেওয়া পরামর্শগুলো মেনে পদক্ষেপ করতে না পারলে, তা কেন করা গেল না, তা লিখিতভাবে সাতদিনের মধ্যে জানাতে বলা হয়েছে।' পুলিশের বক্তব্য, প্রত্যেক এটিএম-এ রাতে পুলিশের নজরদারি টিম লক্ষ্য রাখে। তবে ব্যাংক কর্তৃপক্ষকেও সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে।

ময়নাগুড়ি থানায় ব্যাংক আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক পুলিশ প্রশাসনের।

পুলিশি পরামর্শ
- ব্যাংকের বাইরে দু'পাশে সিসিটিভি বসানো
- প্রতি ব্যাংকে একজন করে নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগ
- এটিএমে আপৎকালীন অ্যালার্মিং সিস্টেম
- ব্যাংকের বাইরে গাড়ি আসা-যাওয়ায় নজরদারি

বেলাকোবার বৈঠকে সোনার দোকানদারদের নিয়ে বেলাকোবা পুলিশ ফাঁড়ির ওসিকে যুক্ত করে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার সময় ফোন না করতে পারলে হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ করতে বলা হয়েছে। পেট্রোল পাম্পের ক্ষেত্রেও একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ করার কথা হয়। এদিনের বৈঠকে ২৮ জন উপস্থিত ছিলেন।

ময়নাগুড়ির এই বৈঠকে ডিএসপি ক্রাইম শান্তিনাথ পাঁজাও উপস্থিত ছিলেন। রাজগঞ্জ ব্লকের বৈঠকটি হয় শিকারপুর অঞ্চলের দেবী চৌধুরানি আলোচনা কক্ষে। উপস্থিত ছিলেন রাজগঞ্জ থানার আইসি অনুপম মজুমদার, বেলাকোবা ফাঁড়ির ওসি অরিজিৎ কুণ্ড, রাজগঞ্জ ট্রাফিক পুলিশের ওসি বাপ্পা সাহা প্রমুখ।

গত ১৩ জুন রাতে ময়নাগুড়ি ব্লকের বৌলবাড়ি বাজারে গ্যাসকাটার দিয়ে এটিএম কেটে প্রায় ৫৪ লক্ষ টাকা নিয়ে দুষ্কৃতীরা চম্পট দেয়। ওই ঘটনায় চারজনকে গ্রেপ্তার হয়। তদন্তে জানা যায়, ওই এটিএমে কোনও নিরাপত্তারক্ষী ছিলেন না। ময়নাগুড়ি থানা এলাকার কোনও এটিএমেই রাতে নিরাপত্তা থাকে না।

মোবাইল চোরকে ধোলাই

মালবাজার, ২৫ জুন : ওদলাবাড়ি বাজারের শিব মন্দিরে মঙ্গলবার রাতে এক পুরোহিতের মোবাইল চুরি যায়। ওই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে এক তরুণকে গণধোলাই দেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে তাকে তুলে দেওয়া হয় পুলিশের হাতে। স্থানীয় একটি মন্দিরের পুরোহিত বুম্বেলা শেখর রাতে মন্দিরের বারান্দায় ঘুমিয়ে থাকার সময় ওই তরুণ মোবাইল নিয়ে চম্পট দেয় বলে অভিযোগ।

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সাইনুল ইসলাম বললেন, 'মোবাইল চুরিতে অভিযুক্ত তরুণ শিলিগুড়ির বাসিন্দা। ওদলাবাড়িতে বাড়িভাড়া নিয়ে বসবাস করে।' স্থানীয় বাসিন্দারা পরে ওই তরুণকে ওদলাবাড়ি রেলস্টেশন এলাকায় পাকড়াও করেন। এরপর হিন্দি স্কুল সংলগ্ন এলাকায় গাছে বেঁধে গণধোলাই দেওয়া হয়। বেশ কিছুদিন ধরে ওদলাবাড়ির বাড়ি, দোকানে চুরি বেড়েছে। মোবাইল চুরিও বাড়ছে। এর আগে একাধিক ক্ষেত্রে চোর ধরা পড়লেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ অভিযুক্ত তরুণকে আটক করে তদন্তে নেমেছে।

শিবির

মালবাজার, ২৫ জুন : বুধবার মাল আদর্শ বিদ্যাভবনের প্রেক্ষাগৃহে মাদকবিরোধী সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করল মাল অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক দপ্তর। শিবিরে মাদকবিরোধী ছাড়াও সাইবার ক্রাইম বিষয়ে আলোচনা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন মাল অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক বনশ্রী দাস, মাল থানার দুই আধিকারিক গোলাম রসুল ও কুংগা ছোদেন ভুটিয়া সহ বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা।

রুদ্ধদ্বার বৈঠকে জল্পনা

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ২৫ জুন : ধূপগুড়ি শহরে গ্রামীণ তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক কার্যালয়ে বুধবার আনুমানিক সন্ধ্যা ৭টা থেকে ১০টা পর্যন্ত রুদ্ধদ্বার বৈঠক করলেন কলকাতা থেকে আসা কয়েকজন নেতা। দলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিস থেকে তাঁরা এসেছেন বলে দলীয় সূত্রে খবর। তাঁরা দলীয় পদাধিকারীদের ডেকে বৈঠক করেছেন। একেকজন করে দলীয় পদাধিকারীদের কার্যালয়ের ভেতরে ডেকেছেন। যদিও কী নিয়ে বৈঠক, তা নিয়ে মুখে কুলুপ স্থানীয় নেতাদের। দলীয় পদাধিকারীদের থেকে সংগঠনের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁরা শুনছেন বলে খবর। এদিন রাত অবধি তাঁদের সেই আলোচনা চলে।

দলের জেলা স্তরের নেতাদের অনেকেই পুরো বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছেন। কেউ অবশ্য জানিয়েছেন, বিশেষ কোনও বিষয় নিয়ে এদিন সেই বৈঠক ডাকা হয়নি। সামনেই ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন। সেই নিয়ে আলোচনার জন্য অভিষেকের অফিস থেকে কয়েকজন এসেছেন।

তবে জল্পনা কিন্তু কমছে না। দলীয় কোন্দল নাকি সাংগঠনিক আলোচনা? হঠাৎ কী এমন হল যে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে যোগ দিলেন তৃণমূল নেতারা? সেই প্রশ্ন উঠছে। কেউই কিছু বলতে চাইছেন না। এর আগে কলকাতা থেকে আসা সেই নেতারা ময়নাগুড়িতেও বৈঠক সেরেছেন।

বৈঠকে জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পাদক রাজেশকুমার সিং, অরূপ দে সহ অনেকেই ছিলেন। তবে কেউই মুখ খুলতে চাইছেন না। এর মধ্যে রাজেশকুমার বলেন, 'দলীয় বৈঠক ছিল। আর কিছুই বলার নেই।' একই দাবি করেছেন অরূপ দে। তাঁর কথায়, 'রাজ্য স্তরের নেতারা এসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গেই বৈঠক হয়েছে। এর বাইরে কিছুই বলা যাবে না।'

যা ঘটেছে
- গ্রামীণ তৃণমূলের ব্লক কার্যালয়ে বৈঠক
- স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছেন কলকাতার নেতারা
- তাঁরা অভিষেকের অফিস থেকে এসেছেন বলে খবর
- কী নিয়ে আলোচনা, কেউ বলতে চাইছেন না

তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা প্রকাশ্যে মুখ খুলে বিরাগভাজন হতে চাইছেন না। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে ধূপগুড়ির টাউন ব্লক সভাপতি সাগ্নিক দাস পদত্যাগ করেছেন। রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছেও সেখবর পৌঁছে গিয়েছে। তার জেরেই এমন বৈঠক কি না, তা নিয়েও কানাঘুষো চলছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় সাগ্নিক দলের নেতা তথা পুর প্রশাসকমণ্ডলীর এক সদস্যের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন। দলের অনেকেই মনে করছেন, সাগ্নিকের প্রসঙ্গ নিয়েই হয়তো জরুরি বৈঠক ডাকা হয়েছে। কিন্তু এটাও স্পষ্ট করে কেউ বলতে চাইছেন না। কেউ কেউ আবার বলছেন, এদিনের সেই বৈঠকের ছবি তোলাও নিষিদ্ধ ছিল। খুবই গোপনীয়তা অবলম্বন করে এদিন সেই বৈঠক করা হয়েছে।

চর্চায় বেরুবাড়ির জমিজট

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২৫ জুন : বুধবার জেলা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের কনফারেন্স রুমে দক্ষিণ বেরুবাড়ির জমিজট সমস্যা নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক (ভূমি) প্রিয়দর্শিনী ভট্টাচার্য। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সদর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ডাঃ প্রদীপকুমার বর্মা, দক্ষিণ বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুমিত্রা দেব অধিকারী, উপপ্রধান অন্নকান্ত দাস। সেখানে জমিজট কাটাতে সরকারি তরফে দ্রুত পদক্ষেপের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। বিধায়ক বলেন, 'আমি বেশ কয়েকবার দক্ষিণ বেরুবাড়িতে গিয়ে জমিজট সমস্যার বিষয়ে শুনে এসেছি। সেখানে বৈধ জমির কাগজ দেওয়ার বিষয়টি জেলা প্রশাসন গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন। আশা করছি খুব শীঘ্রই সমস্যার সমাধান হবে।'

দক্ষিণ বেরুবাড়ি প্রতিরক্ষা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বলেন, 'যাঁদের জমির কাগজ নেই তাঁরা যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেদের নামে জমির সরকারি কাগজ পাচ্ছেন ততক্ষণ সড়ক ও বেড়ার জন্য জমি ব্যবহারের ছাড়পত্র দিলে সেই জমির উপর আর্থিক ক্ষতিপূরণ পাবেন কি না সেই আশঙ্কায় রয়েছেন বাসিন্দারা।' অ্যাডভার্স গ্রামগুলির ১৭ কিমির মধ্যে ১১ কিমি উন্মুক্ত সীমান্ত এলাকায় চোষপাড়া, ক্ষুদিরাম, সাঁওতালপাড়া, পাঠানপাড়া, ষোলো টাকিয়া, ফকিরপাড়া, কীর্তনিয়া, নতুন বস্তি ও অধিকারীপাড়ার বাসিন্দাদের জমিজট নেই। এখানকার অধিকাংশ বাসিন্দাই সীমান্ত সড়ক ও বেড়া নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণের সম্মতিপত্র দিয়েছেন বিএসএফকে। কিন্তু বাকি উন্মুক্ত সীমান্ত ছয় কমি এলাকার মধ্যে চিলডাঙ্গা, ফৌদারপাড়া, বনগ্রাম ও ডাকেরকামাত এলাকার ভারতীয় বাসিন্দাদের জমির উপর নিজেদের অধিকার নেই। ফলে সড়ক ও বেড়া নির্মাণের জন্য এই উন্মুক্ত এলাকায় বিএসএফ জমি অধিগ্রহণের ছাড়পত্র নিতে তৎপরতা শুরু করলেও বাসিন্দারা বেঁকে বসেছেন।

কাকাকে কোপ, গ্রেপ্তার ভাইপো

ময়নাগুড়ি, ২৫ জুন : 'দুয়ারে র‍্যাশন' শিবির থেকে তোলা র‍্যাশনের চালের ভাগ নিয়ে কাকা-ভাইপোর মধ্যে বচসার জেরে হাতাহাতি হল মঙ্গলবার। মুনিলাল ওরাওঁ উত্তেজনার বশে তাঁর কাকা শ্যামল ওরাওঁয়ের গলায় হাঁসুয়ার কোপ মারে বলে অভিযোগ। রামশাই গ্রাম পঞ্চায়েতের বুধুরাম বনবস্তিতে ওই ঘটনায় গুরুতর জখম শ্যামলকে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁর গলায় বারোটি সেলাই পড়ে। বুধবার দুপুরে শ্যামল তাঁর ভাইপো মুনিলালের বিরুদ্ধে ময়নাগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। মুনিলালকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সাপ উদ্ধার

লাটাগুড়ি, ২৫ জুন : মৃত অবস্থায় বিরল প্রজাতির রেড কোরাল কুকরি সাপ উদ্ধার হল লাটাগুড়ি থেকে। ক্ষীণ বিষযুক্ত এই সাপটি লাটাগুড়ি ক্রান্তি মোড়ের একটি পেট্রোল পাম্প থেকে উদ্ধার হয়। এর আগে জেলায় কয়েকবার এই সাপটি উদ্ধার হয়েছে। সাপটি ময়নাগুড়ি রোড পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের সদস্য পুরঞ্জয় নাগ উদ্ধার করে বন দপ্তরের হাতে তুলে দেন। গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের এডিএফও রাজীব দে জানান, সাপটি সম্ভবত কোনও গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়েছে।

তরুণের মৃত্যু

মালবাজার, ২৫ জুন : বুধবার রেলের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক তরুণের। ঘটনাটি ঘটেছে নিউ মাল জংশন থেকে ডামডিমের মাঝে রেললাইনে। ডাউন সিকিম-মহানন্দা এক্সপ্রেসের ধাক্কায় মৃত্যু হয় ওই তরুণের। রেল পুলিশ জানিয়েছে, তরুণের পরিচিতি জানা যায়নি। বয়স আনুমানিক ৩৫ বছর, তদন্ত শুরু হয়েছে।

ছানা বিলি

মালবাজার, ২৫ জুন : কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৬০ নম্বর পার্টের স্থানীয় বাসিন্দাদের হাঁসের ছানা বিলি করলেন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মহাদেব রায়। বুধবার সকালে গ্রামের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে তিনি হাঁসের ছানা বিলি করেন।

জল্পেশে ভিড় নিয়ে সতর্ক প্রশাসন

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ২৫ জুন : স্কাইওয়াকের যে পরিকাঠামো নিয়ে খোদ মুখ্যমন্ত্রী উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন এবার সেই পরিকাঠামো নিয়েই স্কাইওয়াক দিয়ে পুণ্যার্থীদের প্রবেশ করানো হতে পারে জল্পেশ মন্দিরে। কিছুদিন আগে পুণ্যার্থীদের সুবিধার জন্য স্কাইওয়াকের উদ্বোধন হয়েছে জল্পেশে। সেসময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্কাইওয়াকে সিঁড়ির পাশাপাশি র‍্যাম্প না থাকা নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেন। তারপরও এখনও সেই পরিকাঠামো তৈরিতে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। ফলে ওই স্কাইওয়াক দিয়ে বয়স্ক, শিশু ও বিশেষভাবে সক্ষমদের মন্দিরে প্রবেশ করানোর ক্ষেত্রে কী ব্যবস্থা করা হয় তা এখনও স্পষ্ট নয়।

আর কয়েকদিন বাকি জল্পেশে শ্রাবণীমেলার। জল্পেশ মন্দির ও সংলগ্ন এলাকায় শুরু হয়েছে জোর প্রস্তুতি। পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে ২০২২ সালে তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় মেলার দিনগুলিতে মন্দিরের গর্বগৃহে পুণ্যার্থীদের প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। গত বছর থেকে অবশ্য ৫০ জন করে পুণ্যার্থীকে মন্দিরে প্রবেশের নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট। তবে গত বছর মেলার সময় মন্দির চত্বরে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল সেটা এখনও সকলের মনে আছে। একসঙ্গে হাজার হাজার পুণ্যার্থী মন্দিরে ঢোকায় ব্যারিকেড ভেঙে পদপিষ্ট হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়। এবছর যাতে ওই ধরনের বিশৃঙ্খলা তৈরি না হয় সেজন্য আগে থেকেই সতর্ক প্রশাসন। ইতিমধ্যে ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ এক দফায় জল্পেশ মন্দির ও সংলগ্ন এলাকা পরিদর্শন করেছেন। জেলা প্রশাসন ও ব্লক প্রশাসনও তৎপর। ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুমুদরঞ্জন রায় বলেন, 'তিস্তা সেতু সংলগ্ন এলাকায় ঘাট তৈরি, জল্পেশমেলার মাঠে গাড়ি পার্কিং সহ অন্যান্য কাজের জন্য শীঘ্রই বিডিও অফিসে বৈঠক করে টেন্ডার প্রক্রিয়া করা হবে।'

শ্রাবণীমেলার জন্য সাফাই করা হয়েছে জল্পেশ মন্দির।

জল্পেশ মন্দির ট্রাস্টি বোর্ডের সম্পাদক গিরীন্দ্রনাথ দেব বলেন, '২০০ ভলান্টিয়ারের পাশাপাশি একাধিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যদের সহযোগিতা নিয়ে মন্দিরের ভিড় সামলানো হবে। বেশ কিছু লোহার ব্যারিয়ার তৈরি করা হচ্ছে। রাখা হচ্ছে স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক গেট।'

উদ্ধার

ময়নাগুড়ি, ২৫ জুন : ময়নাগুড়ি থানার পুলিশের তৎপরতায় তামিলনাড়ু থেকে উদ্ধার হল নিখোঁজ নাবালক ও নাবালিকা। নাবালক ময়নাগুড়ি ব্লকের পানবাড়ির বাসিন্দা। আর নাবালিকা আমগুড়ি মাস্তাপাড়ার বাসিন্দা। ওই নাবালিকা গত ৯ জুন মাসির বাড়ি যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। তারপর আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। ১২ জুন নাবালিকার পরিবারের তরফে থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়। পুলিশ বুধবার সকালে ওই নাবালক নাবালিকাকে নিয়ে ময়নাগুড়ি পৌঁছায়। ওই নাবালিকাকে জলপাইগুড়ির একটি হোমে পাঠানো হয়েছে।

হাতির হানা

চালসা, ২৫ জুন : খাবারের খোঁজে লোকালয়ে ঢুকে পড়ল হাতি। মঙ্গলবার রাতে মাটিয়ালি ব্লকের উত্তর ধূপঝোরা জয়ন্তী ভিলেজ এলাকায় একটি হাতি ঢুকে পড়ে। হাতিটি লোকালয়ে ঢুকে গাছের কাঁঠাল খেয়ে নেয়। স্থানীয় বাসিন্দারা হাতি দেখতে পেয়ে চিৎকার শুরু করলে হাতিটি দীর্ঘক্ষণ ফাঁকা কৃষিজমিতে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর জঙ্গলে ফিরে যায়।

এবিষয়ে খুনিয়া স্কোয়াডের রেঞ্জ অফিসার সজলকুমার দে বলেন, 'কোথাও হাতি ঢোকার খবর পেলে সেখানে গিয়ে হাতিকে জঙ্গলে ফেরানোর চেষ্টা করা হয়।'

ICFAI UNIVERSITY TRIPURA
Approved under section 2(f) of the UGC Act 1956
NAAC ACCREDITED
MERIT SCHOLARSHIP upto 2.8 Lakh
CISCO KUNDAN DEBNATH · BANAKSHI BARUAH · HARSHAJYOTI ROY · SAGAR MIAH · DEBANGSHI SANYAL · HRITURAJ CHAKRABORTY · ARIYAMAN DEBNATH
APPLY NOW & WRITE YOUR OWN STORY
ICFAI University Tripura offers study abroad program opportunities with reputed universities in the USA.
PROGRAMS OFFERED
B.Tech in Civil Engineering
Specialization - • Remote Sensing & GIS • Urban Planning & Smart City • Smart Construction & Project Management
Electrical Engineering
Specialization - • Electric and Hybrid Vehicles • Smart Grid Technology • AI and Machine Learning
M.Tech in Computer Science Engineering
Specialization - • Blockchain • Cyber Security
B.Sc. in Mathematics
Specialization - • Mathematics for AI • Data Exploration with Python • Algebra of Cryptography
M.Sc. in Mathematics
Specialization - • Mathematics for AI • Computational programming • Decision Algorithm
Computer Application
• BCA • Int. MCA • MCA
Liberal Arts
• B.A. English (Hons.)• B.A (Pass) • B.A/B.Sc. Psychology (Hons.) • MA English • M.A/M.Sc-Psychology
Allied Health Science
• B.Sc. in Emergency Medical Technology • B.Sc. in Cardiac Care Tech. • B.Sc. in Dialysis Therapy Technology • Bachelor in Health Information Management • B.Sc. Medical Lab Technology(BMLT) (Regular/Lateral Entry) • M.Sc. Medical Lab Technology(MMLT)
B.Tech in Computer Science & Engineering
Specialization - • AI and Machine Learning • Cloud Computing and Virtualization • Quantum Computing
B.Tech in Mechanical Engineering
Specialization - • Robotics and Automation •3D Printing & Smart Manufacturing • Nuclear Power Engineering
B.A (Pass)
B.Sc. in Chemistry
Specialization - • Organic Chemistry • Inorganic Chemistry •Physical Chemistry •Polymer Chemistry
M.Sc. in Chemistry
Specialization - • Supramolecular Chemistry • Nano-Chemistry • Medicinal Chemistry
Law
• BA-LLB (Hons.) • BBA-LLB (Hons.) • LL.B (3 Years) • LL.M (2 Years)
Special Education
• D.Ed.Spl. Ed. (ID) • B.Ed Spl. Ed. (ID) • M.Ed Spl. Ed. (ID) • Int. B.A. B.Ed. Spl. Ed. (ID) • Int. B.Com. B.Ed. Spl. Ed. (ID) • Int. B.Sc. B.Ed. Spl. Ed. (ID) • Integrated B.A. B.Ed. Spl. Ed. (Visually Impaired)
B.Tech in Electronics & Communication Eng.
Specialization - •Internet of Things (IoT) & Smart Digital Systems •VLSI & Embedded Systems •AI and Machine Learning
M.Tech in Civil Engineering
Specialization - • Structural Engineering • Water Resource Engineering
B.Sc. in Data Science & AI
B.Sc. in Physics
Specialization - • Nuclear Physics • Astrophysics • ML and AI
M.Sc. in Physics
Specialization - • Nuclear Physics • Astrophysics and Cosmology • High Energy Physics
Management & Commerce
• BBA • B.Com (Hons.) • B.A./B.Sc. Economics with Data Science (Hons.) • MBA • M.Com • MA./M.Sc. Economics with Data Science • Master in Hospital Administration (MHA)
Education
• B.Ed • MA Education • M.Ed
Nursing
• GNM
Clinical Psychology
• M.Phil in Clinical Psychology
Physical Education
• D.P.Ed • B.P.Ed • B.P.E.S • M.P.E.S
• PGDYT(PG Diploma in Yoga Therapy)
Siliguri Office : Opp. Anjali Jewellers Ramkrishna Road, Beside Sarada Moni School P.O. & P.S. Siliguri. Ashrampara. Pin - 734001 Ph: 9933377454
University Campus : Kamalghat, Agartala - 799210 Tripura (West) Ph: 7005754371, 9612640619, 8415952506, 9366831035, 8798218069
APPLY ONLINE iutripura.in
6909879797, Toll Free No. 18003453673, iutripura

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ

সাফল্য জটিল অস্ত্রোপচারে

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২৫ জুন : জটিল অস্ত্রোপচারে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের প্রসূতি বিভাগ ফের সাফল্য অর্জন করল। গত মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের প্রসূতি বিভাগে ভ্যাজাইনাল মায়োমেকটমি হাউল্টেইন নামে এই অস্ত্রোপচারটি হয়। ১০ জন চিকিৎসকের একটি দলের প্রচেষ্টায় এই জটিল অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়। বর্তমানে রোগী সুস্থ রয়েছেন। চিকিৎসক সোহিনী ভট্টাচার্য বলেন, 'এই অস্ত্রোপচার যথেষ্ট জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। কারণ রোগীর ব্লাড সুগার থেকে শুরু করে কিডনির কার্যক্ষমতা কমে যাওয়া এবং সেপটিসেমিয়ার মতো বেশ কয়েকটি জটিল সমস্যা ছিল। সফল অস্ত্রোপচারের এই কৃতিত্ব আমাদের চিকিৎসক দলের।'

ভারতী সরকার জলপাইগুড়ি শহরের অরবিন্দনগরের বাসিন্দা। অনেকদিন ধরে তিনি শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন। গত মাসের শেষের দিকে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লে তখন পরিবারের তরফে তাঁকে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে নিয়ে আসা হয়। শারীরিক অবস্থা দেখে চিকিৎসকরা তাঁকে হাসপাতালে ভর্তির পরামর্শ দেন। ডাক্তারি পরীক্ষায় চিকিৎসকরা জানতে পারেন ভারতীর জরায়ুর ওপরের অংশে একটি বড় আকৃতির টিউমার রয়েছে। টিউমারটির ক্রমাগত চাপে জরায়ুর একাংশ যোনিপথ দিয়ে বাইরে এসেছে। ফলে রোগী তাঁর স্বাভাবিক চলাচলের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। প্রায় তিন সপ্তাহ মেডিকেল কলেজে তাঁকে ভর্তি রেখে তাঁর ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণ, কিডনি সহ আনুষঙ্গিক চিকিৎসা শুরু হয়। শেষপর্যন্ত চিকিৎসকরা পরিবারের সঙ্গে কথা বলে জটিল অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের প্রসূতি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডাঃ সোহিনী ভট্টাচার্যর নেতৃত্বে দুজন অ্যানেস্থেটিস্ট সহ ১০ জন চিকিৎসকের একটি দল অস্ত্রোপচারের জন্য তৈরি হয়। মঙ্গলবার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের দল টানা ৩ ঘণ্টা অস্ত্রোপচার করেন। বর্তমানে ভারতী জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে সিসিইউতে রয়েছেন। চিকিৎসকদের দাবি, নার্সিংহোমে এই অস্ত্রোপচারে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা খরচ পড়বে। সেই জায়গায় সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সরকারি পরিকাঠামোয় অস্ত্রোপচার করে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ এক নজির তৈরি করল।

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের এমএসভিপি ডাঃ কল্যাণ খানের কথায়, 'এর আগেও প্রসূতি বিভাগ এক মহিলার চিকিৎসা করে দৃষ্টান্ত গড়েছিল। এই অস্ত্রোপচারটি যথেষ্ট জটিল ছিল। আমাদের প্রসূতি বিভাগ খুব ভালো কাজ করছে।'

Hero MotoCorp Ltd. Regd. Office: The Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj Phase - II, New Delhi - 110070, India. | CIN: L35911DL1984PLC017354 | For further information, contact your nearest Hero MotoCorp authorised outlet or CALL TOLL-FREE 1800 266 0018 or visit us on www.HeroMotoCorp.com. Accessories and features shown may not be a part of standard fitment. Always wear a helmet while riding a two-wheeler. *As per combined sales volume of 100-110cc motorcycles for FY 24 by a single company. Data Source: SIAM's domestic sales data FY 2024. *Finance offer is at the sole discretion of the Financier, subject to its respective T&Cs. Available at select dealerships. For more details, please visit your nearest authorised Hero outlet. T&C apply. *Ex-showroom price of Splendor+ Drum Self. Splendor+ Xtec 2.0 variant in Kolkata.

Authorized Dealers: Kolkata: Islampur: Bharat Hero - 9289923202, **Cooch Behar:** Sandeep Hero - 9289922698, **Malda:** Durga Hero - 9289922188, Prince Hero - 9289923123, **Jalpaiguri:** Anand Hero - 9289923031, **Raiganj:** Shankar Hero - 9289922594, **Siliguri:** Beekay Hero - 9289923102, Darjeeling Hero - 9289922427, **Balurghat:** Mahesh Hero - 9289922904, **Alipurduar:** Dutta Hero - 9289923146, **Associate Dealers: Jalpaiguri:** Pratik Automobiles - 7063520686, **Dinhata:** Jogomaya Auto Works - 9851244490, **Dhupguri:** Bharat Automobiles - 7029599132, **Gangarampur:** Gupta Auto Centre - 9733726677, **Gazole:** Mira Auto Centre - 9593159789, **Mathabhanga:** Jogomaya Auto Works - 6297782171, **Kaliachak:** A K Wheels - 9733079141, **Itahar:** Deep Auto Centre - 9800630306, **Dalkhola:** A S Motors - 7908477285, **Goagaon:** Mabudh Automobiles - 9896216422.
VML 5798.2025

কাজ দেওয়ার নামে টাকা তোলার অভিযোগ

চেম্বার খুলে প্রতারণা

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ২৫ জুন : ডাক্তারের চেম্বার খুলে রীতিমতো প্রতারণার ছক। একদিকে চিকিৎসার ভান করে রোগী দেখে তাঁদের থেকে মোটা টাকা যেমন নেওয়া হচ্ছে, তেমনি কাজ দেওয়ার নাম করে উঠতি বয়সি ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে টাকা আদায় করা হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে এভাবেই চলছে। বুধবার দুপুরে ময়নাগুড়ি শহরে মাড়োয়ারি গেস্টহাউসে চেম্বার ছিল মাদারিহাট দোমাইলের বাসিন্দা ওই রাজেশ পালের। সেখানেই এদিন ময়নাগুড়ি পুরসভার কাউন্সিলারদের একটি সভা ছিল। কাউন্সিলারদের সন্দেহ হওয়ায় ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

সেসময়ই বেশকিছু ছেলেমেয়ে এসে সেখানে জড়ো হয়। কাজ দেওয়ার নাম করে তাঁদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ তোলেন। এরপরই গোটা ঘটনা ময়নাগুড়ি থানায় জানানো হলে পুলিশ এসে ওই ব্যক্তিকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে যায়।

এদিন জেরায় ওই ব্যক্তি জানিয়েছেন, তিনি আরএমপি (রুরাল মেডিকেল প্র্যাকটিক্যাশনার)। যদিও কোনও কাগজপত্র দেখাতে পারেননি তিনি। ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ বলেন, 'এক ব্যক্তি ওষুধ বিক্রি করছিল। তথ্য যাচাই করা হচ্ছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।'

প্রতারিতরা অভিযোগ দায়ের করতে ময়নাগুড়ি থানায়। বুধবার।

এদিকে, ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই রীতিমতো হইচই পড়ে যায়। সেখানে এদিন ডাক্তার দেখাতে এসেছিলেন দক্ষিণ মোয়ামারির কৌশল্যা রায়।

তিনি এর আগেও একবার ওই ব্যক্তিকে দেখিয়ে ওষুধ নিয়েছেন। কোনও কাজ দেয়নি। এদিন ফের ২৪০০ টাকার ওষুধ দেন। তবে সকলের রোষের মুখে ওই টাকা ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হন পরে।

সেখানে উপস্থিত রোগীরা জানিয়েছেন, জটিল রোগের চিকিৎসা করিয়ে দেওয়ার নামে টাকা নিয়েছে ওই ব্যক্তি। কয়েক মাস ধরে শুধু হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে।

এদিকে, খবর পেয়ে চেম্বারে উপস্থিত অন্তত দশজন ছেলেমেয়ে এদিন সেখানে উপস্থিত হন। তাঁরাও প্রতারণার শিকার। এই যেমন মধ্য খাগড়াবাড়ির বাসিন্দা জুয়েল আলি বলেন, 'দেড় বছর আগে কাজ দেওয়ার নাম করে ১৬ হাজার টাকা নিয়েছে ওই ব্যক্তি। তার রসিদও রয়েছে। তাদের হেড অফিস জলপাইগুড়ি কদমতলায়। কিছু টাকা নগদ জলপাইগুড়ি অফিসে জমা দিয়েছি। বাকি টাকা অনলাইনে দিয়েছি।' এদিন তিনি ময়নাগুড়ি থানায় ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

এই একই অভিযোগ ময়নাগুড়ির দেবজিৎ রায়, সায়ন রায় ও বিবেক রায়দেরও।

ময়নাগুড়ি আবদুল মোড়ের বাসিন্দা রেজিনা পারভিন বলেন, 'নগদ ও অনলাইনে মিলিয়ে তেরো হাজার টাকা দিয়েছি। এক বছর হয়ে গেল। প্রথম জলপাইগুড়ি কদমতলায় হেড অফিসে গিয়েছিলাম টাকা দিতে। আড়াই হাজার টাকা দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করাতে হয়েছে। এখনও কাজ মেলেনি।'

৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মৌসুমি সেন বলেন, 'ওই ব্যক্তিকে দেখেই সন্দেহ হয়। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে।'

এদিকে অভিযুক্ত বলেন, 'আমার আরএমপি'র সার্টিফিকেট রয়েছে। মালিকের সঙ্গে কথা হয় ওই ছেলেমেয়েদের কাজ দেওয়া হবে।'

অভিযোগের ঝুলি

চিকিৎসার ভান করে রোগী দেখে তাঁদের থেকে মোটা টাকা নেওয়া হচ্ছে

কয়েকজন ছেলেমেয়ের কাছ থেকে কাজ দেওয়ার নামে কখনও ১৬ হাজার আবার কখনও ১৩ হাজার টাকা নেওয়া হয়েছে

ময়নাগুড়ি থানায় জানানো হলে পুলিশ এসে ওই ব্যক্তিকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে যায়

টকরো খবর

র‍্যালি

নাগরাকাটা ও মালবাজার ২৫ জুন : নেশামুক্ত ভারত গড়তে ৭ কিলোমিটার সাইকেল র‍্যালির আয়োজন করল সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি)-এর ৪৬ ব্যাটালিয়ন। বুধবার সকালে কর্মসূচিটি বাহিনীর আপার চালসার শালবাড়ি কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে ক্রান্তি মোড় হয়ে ফের শালবাড়িতে এসে শেষ হয়। উপস্থিত ছিলেন উপ কমান্ডান্ট ধর্মানা রবি তেজা, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডান্ট পুষ্পেন্দ্রপ্রতাপ সিং সহ ৫০ জন জওয়ান। স্থানীয় বাসিন্দারাও ওই কর্মসূচিকে স্বাগত জানিয়েছেন।

সভা

জলপাইগুড়ি, ২৫ জুন : বুধবার ইন্দিরা গান্ধির জারি করা জরুরি অবস্থার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে জলপাইগুড়ির বিজেপি জেলা কার্যালয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অতীতে ঘটে যাওয়া এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে ভবিষ্যতে কোনও দল না করে সেবিষয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন বিজেপির জেলা সভাপতি শ্যামল রায়, জেলা মুখপাত্র ধীরাজমোহন রায়, প্রাক্তন জেলা সভাপতি বাপি গোস্বামী প্রমুখ।

শিবির

ক্রান্তি, ২৫ জুন : মাল দক্ষিণ মণ্ডলের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়ে বুধবার ক্রান্তি গার্লস হাইস্কুলে মাদক দ্রব্য বর্জন বিষয়ে একটি সচেতনতামূলক শিবির হল। উপস্থিত ছিলেন ক্রান্তি ফাঁড়ির ওসি কেটি লেপচা, মাল দক্ষিণ অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সঞ্জীব কুমার সেন প্রমুখ।

কর্মসূচি

ক্রান্তি, ২৫ জুন : চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতে বুধবার 'তোমার ঠিকানা, উন্নয়নের নিশানা' কর্মসূচি পালন করল তৃণমূল কংগ্রেস। কর্মসূচিতে রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলো সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরা হয়। ছিলেন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আবদুল সামাদ, তৃণমূল নেত্রী অপর্ণা পারভিন, প্রভাতি রায় প্রমুখ।

জলে কাঁচা রাস্তা, মাঠ মিলেমিশে একাকার। ভুজারিপাড়ায়।

বর্ষার দিনে স্কুলে যাওয়া প্রায় বন্ধ

কৌশিক দাস

ক্রান্তি, ২৫ জুন : ক্রান্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভুজারিপাড়াতে বৃষ্টি হলে বিদ্যালয়ে যাওয়ার একমাত্র কাঁচা রাস্তা পুকুরের চেহারা নেয়। এলাকায় রয়েছে একটি শিশুশিক্ষাকেন্দ্র এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। এছাড়া সংশ্লিষ্ট এলাকার বহু পড়ুয়া ওই রাস্তা দিয়েই দেবীঝোরা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় সহ কলেজে এবং টিউশনে যায়। সবমিলিয়ে প্রায় শতাধিক পড়ুয়ার বর্ষার দিনে পঠনপাঠন লাটে ওঠে।

দীর্ঘ ২৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে এলাকার বাসিন্দা থেকে শুরু করে শিক্ষকরা প্রশাসনের কাছে চলাচলের উপযুক্ত রাস্তা নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন। এর আগে রাস্তা সংস্কারের দাবিতে বিক্ষোভও দেখিয়েছেন স্থানীয়রা। তবু কোনও কাজ হয়নি বেল অভিযোগ।

বিরোধী পঞ্চায়েত সদস্য থাকার কারণেই রাস্তা হয়নি বলে অভিযোগ বিজেপির।

যদিও ক্রান্তি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মালতী টুডু বলেন, 'রাস্তাটি আমাদের অ্যাকশন প্ল্যানে ধরা আছে। আশা করছি পুজোর পর কাজ হবে।'ক্রান্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভুজারিপাড়াতে রয়েছে আমিনটারি শিশুশিক্ষাকেন্দ্র এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। দুটি শিক্ষাকেন্দ্রে পড়ুয়ার সংখ্যা প্রায় ১০০। বর্ষার দিনে কাঁচা রাস্তাটি জলের নীচে ডুবে থাকে। বৃষ্টির দিনে যাতায়াতের রাস্তা এতটাই বেহাল হয় যে পড়ুয়ারা বিদ্যালয়ে যেতে পারে না।

অ্যাপ্রোচ রোডে ধস

গয়েরকাটা, ২৫ জুন : বুধবার গয়েরকাটা থেকে বীরপাড়াগামী এশিয়ান হাইওয়ে-৪৮'এর উপর তেলিপাড়ার কালুয়া সেতুর কাছে অ্যাপ্রোচ রোডের একদিকে ধস দেখা দিয়েছে। সকালে খবর পেয়ে দুর্ঘটনা এড়াতে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘিরে দিয়েছে বানারহাট থানার পুলিশ। দ্রুত সংস্কার না করলে ভারী বর্ষায় রাস্তা একাংশ ধসে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

এশিয়ান হাইওয়ে-৪৮'এর প্রকল্প আধিকারিক জিতেন্দ্রকুমার প্যাটেল বলেন, 'ভারী বৃষ্টির কারণে রাস্তায় রেইনকাট দেখা দিয়েছে। দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

গ্রামবাসী অজিত রায়ের কথায়, 'দীর্ঘ ২৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে আমরা পাকা রাস্তার দাবি জানিয়ে আসছি। চরম বঞ্চনার শিকার আমাদের এলাকা।'

প্রশাসনের এই উদাসীনতার কারণে এলাকায় চরম ক্ষোভ ছড়িয়েছে। বছর দুয়েক আগে রাস্তা সংস্কারের দাবিতে প্ল্যাকার্ড হাতে বিক্ষোভও দেখিয়েছিল পড়ুয়ারা। রাস্তার দাবি নিয়ে বঞ্চনার অভিযোগও তুলেছে বিরোধীরা। দীর্ঘদিন ধরে সংশ্লিষ্ট এলাকায় পঞ্চায়েত ভোটে বিজেপির প্রতিনিধি জয়ী হয়ে আসছে। বর্তমানে ওই এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য দলবদল করে তৃণমূলে যোগদান করেছেন।

বিজেপির মহিলা মোর্চার জেলা সভানেত্রী দীপা বণিকের অভিযোগ, 'বিরোধী দল হওয়ার কারণেই আমাদের এলাকার উন্নয়ন তৃণমূল পরিচালিত ক্রান্তি গ্রাম পঞ্চায়েত করছে না। উন্নয়নের স্বার্থে আমাদের পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূলে যোগদান করেছে। রাস্তার দাবি না মিটলে আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে। পঞ্চায়েত সদস্যের কাছে গ্রামের বাসিন্দারা মিলে এই উত্তর চাইবে।'

ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায় বলেন, 'আমাদের সরকার বিজেপির মতো বৈষম্যমূলক রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয়। দীর্ঘদিন ধরে ১০০ দিনের কাজ বন্ধ রেখেছে। ভুজারিপাড়ার রাস্তাটি অবশ্যই সংস্কার করা হবে।'

টেন্ডার বিতর্কে প্রধানের বৈঠক

চালসা, ২৫ জুন : মাটিয়ালি বাতাবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের টেন্ডার বিতর্কের সমাধান করতে বুধবার বৈঠক ডাকা হয়েছিল। গ্রাম পঞ্চায়েতের সব সদস্যকে নিয়ে বৈঠক করেন পঞ্চায়েত প্রধান দীপা মিঝার। বৈঠকের পর তিনি জানান, টেন্ডার সংক্রান্ত বিতর্কের সমাধান করা গিয়েছে, কোনও টেন্ডার বাতিলও হচ্ছে না।

সোমবার এই গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সহ ১৭ জন পঞ্চায়েত সদস্য টেন্ডার বাতিলের অভিযোগ জানান প্রধান এবং বিডিওকে। মঙ্গলবার মেটেলির বিডিও অভিনন্দন ঘোষ পঞ্চায়েত সদস্য ও পঞ্চায়েতকর্মীদের নিয়ে আরেকটি বৈঠক করেন। বৈঠকের পর অভিযোগকারী উপপ্রধান ইগ্নিস টিগ্গা সহ কোনও পঞ্চায়েত সদস্য এব্যাপারে কিছু বলতে চাননি।

তবে তৃণমূলের মাটিয়ালি বাতাবাড়ি ১ নম্বর অঞ্চল সভাপতি দীপক ভুজেল বলেন, এই গ্রাম পঞ্চায়েতকে বিডিও বা শাসকদলের উচ্চ নেতৃত্ব গুরুত্ব দেয় না। পঞ্চায়েত সদস্যদের ঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারছে না দল। সেই কারণেই সমস্যা হচ্ছে।

স্মারকলিপি

রাজগঞ্জ, ২৫ জুন : কয়েক দফা দাবি নিয়ে রাজগঞ্জের ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিককে (বিএমওএইচ) স্মারকলিপি দিলেন আশাকর্মীরা। আশাকর্মীদের দাবি, তাঁরা ন্যায্য পাওনা চার মাস থেকে পাচ্ছেন না। পাশাপাশি তাঁরা প্রসূতিদের জন্য যে পিএলআই স্কিমে টাকা পান সেটাও দু'বছর থেকে পাচ্ছেন না। আশাকর্মীদের স্মারকলিপি পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন রাজগঞ্জের বিএমওএইচ ডাঃ রাহুল রায়। তাঁর বক্তব্য, 'দাবিগুলি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

বেতন বন্ধ

জলপাইগুড়ি, ২৫ জুন : জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের অধীনে কাজ করেও ১০ মাস বেতন পাননি ১৫০ জন কর্মী। জল জীবন মিশন প্রকল্পে ২০১৯ থেকে কাজ করেন তাঁরা। বকেয়া মেটানোর দাবিতে বুধবার তাঁরা জলপাইগুড়িতে দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখান এবং স্মারকলিপি দেন। জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি কনট্রাক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের অভিযোগ, শুধুমাত্র এই বকেয়া নয়, বিভিন্ন পাম্পহাউস ও রিজার্ভারের রক্ষণাবেক্ষণে চুক্তির ভিত্তিতে নিযুক্ত কর্মীরাও বেতন পাচ্ছেন না। প্রতিবাদে সংগঠনটি গত তিনদিন ধরে রাজ্যব্যাপী কর্মবিরতি করছে। সংগঠনের জলপাইগুড়ির প্রতিনিধি অসীম গুপ্ত জানান, দাবি না মিটলে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবেন।

গাড়ি প্রদান

জলপাইগুড়ি, ২৫ জুন : এলআইসি জলপাইগুড়ি ডিভিশনের গোল্ডেন জুবিলি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বুধবার অনুভব হোমে একটি মিনিবাস দেওয়া হয়। হোমের কোঅর্ডিনেটর দীপশ্রী রায়ের হাতে চাবি প্রদান করেন জলপাইগুড়ি ডিভিশনের সিনিয়ার ডিভিশনাল ম্যানেজার প্রশান্তকুমার সাহু।

ছুটি ছুটি।। জিৎপুর-২ প্রাথমিক স্কুলে ছবিটি তুলেছেন ভাস্কর সরকার।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

শর্টফিল্মে নজর কাড়ল ধূপগুড়ি

ধূপগুড়ি, ২৫ জুন : আদালতের রায়ে চাকরি হারা শিক্ষকদের পরিস্থিতি নিয়ে শর্টফিল্ম বানিয়েছেন ধূপগুড়ির বাসিন্দা তথা ফালাকাটা ব্লকের প্রমোদনগর হাইস্কুলের গণিতের শিক্ষক তনয় দত্ত। পরিচালনার পাশাপাশি স্বল্প দৈর্ঘ্যের এই ফিল্মে অভিনয়ও তনয়ের নিজের। গত ২১ ও ২২ জুন মেদিনীপুর কলেজ প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত সাত মিনিটের শর্টফিল্ম ফেস্টিভালে ২৪টি ফিল্মের মধ্যে সেরা বাছাই হয়েছে তনয়ের 'দ্য ভার্ডিক্ট'। পরিচালক হিসেবেও সেরা বাছাই হয়েছে ধূপগুড়ির ওই তরুণ।

তনয়ের বক্তব্য, 'ভেবেছিলাম একটু নিজের ভালোলাগার কাজগুলোর দিকে মন দেব। তখনই জানলাম আদালত বলে দিয়েছে আগামী ডিসেম্বর মাস থেকে আমার চাকরিটা আর থাকছে না। সেই মুহূর্তে আমার এবং আমার মতো হাজার হাজার ছেলেমেয়ের ওপর দিয়ে যা গিয়েছে সেটাই এই শর্টফিল্ম আকারে ধরার চেষ্টা করেছি।' মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত ফেস্টিভালে ২৪টি শর্টফিল্মের মধ্যে সেরা 'দ্য ভার্ডিক্ট' ছাড়াও দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে প্রকৃতির সান্নিধ্যে বেড়ে ওঠা কৈশোর নিয়ে ধূপগুড়ির সমীক চট্টোপাধ্যায়ের তৈরি 'মনছুট'। পাশাপাশি পঞ্চম স্থানে রয়েছে বনফুলের লেখা গল্প অবলম্বনে গায়ের রং কালো এমন এক তরুণীর কাহিনী নিয়ে সূর্য্যস্নাত বসুর তৈরি 'সমাধান'। ফেস্টিভালে 'সমাধান' শর্টফিল্মের জন্য সেরা সংগীত পরিচালনার পুরস্কার পেয়েছেন ধূপগুড়ির দেবস্মিতা মৈত্র।

রক্তদাতা দিবস

জলপাইগুড়ি, ২৫ জুন : জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংকের উদ্যোগে বুধবার বিশ্ব রক্তদাতা দিবস উদযাপন করা হয়।

এদিন জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের ডিআরএস বিল্ডিংয়ের কনফারেন্স রুমে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কেন রক্তদান করা উচিত, সেই প্রসঙ্গে একটি আলোচনা হয়। সারা বছর যে সমস্ত সংগঠনগুলো রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে এমনই ৩০টি সংগঠনকে স্মারক এবং গাছের চারা দিয়ে সংবর্ধিত করা হয়।

স্নাতকে আবেদনে নাজেহাল পড়ুয়ারা

ময়নাগুড়ি, ২৫ জুন : স্নাতক স্তরে ভর্তির জন্য রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের কমন অ্যাডমিশন পোর্টালের মাধ্যমে কলেজ বাছাই করতে নাজেহাল অবস্থা কমার্স পড়ুয়াদের। যে সকল কমার্স বিভাগের পড়ুয়াদের উচ্চমাধ্যমিকে বিজনেস স্টাডিজ বা বিজনেস ম্যানেজমেন্ট এই বিষয়গুলি ছিল না স্নাতক স্তরে অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে কমার্সে আবেদন করতে তারা সমস্যার মুখে পড়েছে। নিয়ম অনুসারে উচ্চমাধ্যমিকে চারটি বিষয়ে ৫৫ শতাংশ নম্বর থাকলে কমার্সে স্নাতক স্তরে আবেদন করা যায়। ধূপগুড়ি হাইস্কুলের এক ছাত্র জানায়, উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের নিয়ম অনুসারে আমরা একাদশ শ্রেণিতে 'সাবজেক্ট কম্বিনেশন' বেছেছিলাম। তখন জানতাম না বিজনেস স্টাডিজ বা বিজনেস ম্যানেজমেন্ট না থাকলে কলেজে ভর্তি হওয়া যাবে না। অ্যাডমিশন পোর্টালে ভর্তির গাইডলাইনে এমন কোনও শর্তের উল্লেখ নেই। অথচ পোর্টালে মাইনর বিষয় বাছাই করতে গেলে 'এরর' দেখাচ্ছে। সেখানেই এই বিষয়গুলি না থাকার জন্য এমন সমস্যা হচ্ছে বলে লেখা আছে।

ধূপগুড়ি হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'অনলাইনে ভর্তির আবেদন করতে না পেরে পড়ুয়া এবং অভিভাবকরা স্বাভাবিকভাবে ঘাবড়ে গিয়েছেন। আমরাও বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত। সমস্যা সমাধানের আশায় আমরা লাগাতার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে যাচ্ছি।' স্কুল কর্তৃপক্ষ এবিষয়ে রাজ্য উচ্চশিক্ষা দপ্তর, পোর্টাল পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা সহ কয়েকটি কলেজের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে।

'এরর' দেখাচ্ছে

যেসব কলেজে বিকম কোর্সে আবেদন করতে সমস্যা হচ্ছে তার মধ্যে মালবাজার পরিমল মিত্র মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ কার্তিকচন্দ্র দে বলেন, 'বিষয়টি প্রযুক্তিগত। পড়ুয়াদের আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। পোর্টালে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হচ্ছে।'

সেতুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা

ক্রান্তি, ২৫ জুন : ক্রান্তি ব্লকের আনন্দপুর ও কৈলাসপুর চা বাগানের মাঝামাঝি এলাকায় জরাজীর্ণ বেশকিছু সেতু বুধবার ঘুরে দেখলেন ইঞ্জিনিয়ার ও রাজ্য গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থার আধিকারিকরা। তাঁরা আনন্দপুর স্কুল লাইন এলাকা এবং ফুলঝোরা নদীর ওপর সেতুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন।

আনন্দপুর স্কুল লাইন এলাকার সেতুটি দিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ যাতায়াত করেন। ফুলঝোরা নদীর ওপর সেতুটির চারপাশের গার্ডওয়াল পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। সেতু সংলগ্ন রাস্তাটিও ভেঙে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। পরে কৈলাসপুর চা বাগানে গিয়ে খুলনাই নদীর ওপর প্রায় ৫০ বছরের পুরোনো সেতু ঘুরে দেখে ওই প্রতিনিধিদলটি।

বেটিং নিয়ে বোমাবাজি

কোচবিহার, ২৫ জুন : কোচবিহার জেলায় বোমাবাজি নতুন কোনও ঘটনা নয়। রাজনৈতিক দিক থেকে উত্তপ্ত এই জেলার বেশ কিছু জায়গায় তো ভোটের আগে-পরে এমন ঘটনা স্থানীয়দের অভ্যাসে পরিণত হয়ে ওঠে। তবে মঙ্গলবার রাতে কোচবিহারের খারিজা ফুলেশ্বরী গ্রামের বাসিন্দা মনোজ মোদকের বাড়িতে যে বোমাবাজির ঘটনা ঘটেছে, তার পিছনে থাকা কারণ কিন্তু 'অভিনব'। আইপিএল নিয়ে বেটিংয়ের জেরে সেই বোমাবাজি বলে জানাচ্ছে পুলিশ। মানছেন মনোজও। পুলিশ সূত্রে খবর, আইপিএলের বেটিংয়ে হেরে যাওয়া টাকা সময়মতো দিতে না পারায় তাঁর বাড়িতে বোমা মেরেছে পাওনাদাররা।

ঘটনার পর বুধবার দিনভর এলাকা থমথমে ছিল। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানিয়েছে, মনোজ নিজেই আইপিএলের বেটিং চক্রের এক পান্ডা। রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছিল পুলিশ। কোতোয়ালি থানার পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, অভিযুক্তরা বর্তমানে পলাতক। ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিকে, এই ঘটনার পিছনে আবার তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল রয়েছে বলে অভিযোগ। দলের কেউ হামলায় যুক্ত থাকলে তাকে বহিষ্কারের হুঁশিয়ারি দিয়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব।

অভিযোগ, একটি চার চাকার গাড়িতে চেপে রাতে কোচবিহার-১ ব্লকের পুঁটিমারি-ফুলেশ্বরী গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই এলাকায় পৌঁছায় অভিযুক্তরা। প্রথমে মনোজের বাড়ির সামনে বোমাবাজির অভিযোগ ওঠে। পরে তাঁর বাড়িতেও বোমা ছোড়া হয়। হামলার পর মনোজের প্রতিবেশীরা সেই গাড়িটিকে আটকালে অভিযুক্তরা পালিয়ে যায়। বাসিন্দারা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। কোতোয়ালি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। দোষীদের শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন প্রতিবেশীরা।

আইপিএলের বেটিং নিয়েই যে দুই পক্ষের মধ্যে ঝামেলা চলছিল তা স্বীকার করে নিয়েছেন মনোজ। তাঁর কথা, 'আইপিএলের বেটিং নিয়ে প্রায় দুই লক্ষ টাকা দিয়েছি। ওরা আরও ১০ হাজার টাকা পেত। রাতে আমি বাড়িতে ছিলাম না। সেই সময় আমার বাড়িতে এসে বোমাবাজি করেছে। এখন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। পুলিশকেও বিষয়টি জানিয়েছি।'

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য গোপাল বর্মনের কথা, 'এখানে এসে দেখলাম বোমা মারার ঘটনাটি সত্যি। টাকা নিয়ে ওদের মধ্যে ঝামেলা ছিল। এটা খুবই নিন্দনীয় ঘটনা। দোষীদের শাস্তি হওয়া উচিত।'

বাসিন্দাদের দাবি, দুই পক্ষই তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। এটি তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল বলে বিরোধীদের দাবি। হামলার শিকার হওয়া মনোজ দাবি করেছেন, 'আমি তৃণমূল কংগ্রেস করি। যারা হামলা করেছে তারাও তৃণমূলের সঙ্গেই যুক্ত।' তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক স্পষ্ট বলেছেন, 'বৃহস্পতিবার মনোজ মোদকের বাড়িতে দেখা করতে যাব। যতদূর শুনেছি হামলার পেছনে বিজেপির হাত রয়েছে। তবে সেখানে তৃণমূলের কেউ যুক্ত থাকার সম্ভাবনাও রয়েছে। সেটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যদি সেটা সত্যি হয় তাহলে তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হবে।' আবার বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসুর কথা, 'এটি তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলের ফলাফল।'

এই গাড়ি নিয়েই এসেছিল অভিযুক্তরা। ছবি : জয়দেব দাস

চাঞ্চল্য

- মনোজের থেকে পাওনাদাররা আরও ১০ হাজার টাকা পেত, দাবি
- একটি চার চাকার গাড়িতে চেপে এলাকায় যায় অভিযুক্তরা
- প্রথমে মনোজের বাড়ির সামনে বোমা মারা হয়, অভিযোগ
- পরে তাঁর বাড়িতেও বোমা ছোড়া হয়
- মনোজের প্রতিবেশীরা সেই গাড়িটিকে আটকান
- অভিযুক্তরা পালিয়ে যায়

বাড়ির ছাদে ড্রাগন ফল চাষ

রহিদুল ইসলাম

চালসা, ২৫ জুন : বাড়ির ছাদে ড্রাগন ফলের চাষ করে তাক লাগালেন মাটিয়ালি ব্লকের উত্তর ধূপঝোরা বাজারের তরুণ রবিউল আলম। ইউটিউবে দেখেছিলেন ড্রাগন ফল চাষের পদ্ধতি। তারপর থেকেই তার ইচ্ছে ছিল এমন একটি চাষ নিজের বাড়িতে করার। বাড়িতে জমিতে চাষ করার জায়গা ছিল না। তাই বাড়ির ছাদেই ওই চাষ করার চেষ্টা শুরু করেন। অবশেষে সফলতাও পান তিনি। সম্পূর্ণ জৈব সার প্রয়োগ করে ১৫টির বেশি প্রজাতির ড্রাগন ফলের চাষ করেছেন রবিউল। প্রথমে শখের বসে চাষ শুরু হলেও এখন বাণিজ্যিকভাবে করা হচ্ছে চাষ। ইতিমধ্যে ৪০০ টাকা কেজি প্রতি বাজারদরে ড্রাগন ফল বিক্রিও করেছেন তিনি।

১৮-২০ কেজি ফল ইতিমধ্যে বিক্রি হয়েছে। বাজারে ওই ফলের চাহিদাও ভালো। আগামী দিনে চাষের পরিমাণ বাড়ানোর ইচ্ছা রয়েছে তাঁর। পশ্চিম মেদিনীপুরের এক ব্যক্তির চাষবাসের ভিডিও দেখেন ইউটিউবে। সেখান থেকে তার ফোন নম্বর জোগাড় করে চারা নিয়ে আসেন। রবিউলের ওই ছাদবাগান দেখে অনেকেই অনুপ্রাণিত হচ্ছে। এলাকার অনেকেই ড্রাগন ফলের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। রবিউলের বাগানে নতুন ফল দেখে তাঁরাও অবাক। ব্যবসা সামলানোর পাশাপাশি ছাদবাগান করে খুশি ওই তরুণ। প্রথম বছরে পরীক্ষামূলকভাবে ৬০টি চারাগাছ লাগিয়েছেন তিনি। ইতিমধ্যে ৪ বার ফলও তুলেছেন। আবারও গাছে ফল ধরেছে। ওই চাষে বেশি সময়ও দিতে হয় না। রবিউল বলেন, 'প্রথমবার ড্রাগন ফল চাষ করে সফল হব তা ভাবিনি। হাতেকলমে সেভাবে কারও কাছে প্রশিক্ষণ নেইনি। আগামীতে আরও বেশি জমিতে এই চাষ করার ইচ্ছা আছে। বিষয়টি ব্লক কৃষি বিভাগকেও জানিয়েছি। তারাও সাহায্য করার আশ্বাস দিয়েছে। যে কেউ এই ফল চাষ করে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হতে পারে।'

বাড়ির ছাদে ড্রাগন গাছের পরিচর্যায় ব্যস্ত রবিউল আলম।

> প্রথমবার ড্রাগন ফল চাষ করে সফল হব তা ভাবিনি। হাতেকলমে সেভাবে কারও কাছে প্রশিক্ষণ নেইনি। আগামীতে আরও বেশি জমিতে এই চাষ করার ইচ্ছা আছে। বিষয়টি ব্লক কৃষি বিভাগকেও জানিয়েছি। তারাও সাহায্য করার আশ্বাস দিয়েছে।
>
> রবিউল আলম

রিপোর্ট প্রকাশ

হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী পাবলিক ডোমেনে ষষ্ঠ পে কমিশনের রিপোর্ট পেশ করা হল। রিপোর্টে উল্লেখ, কেন্দ্রীয় সরকারের পে কমিশন মেনে ডিএ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। রাজ্য তহবিল অনুযায়ী দিতে পারে।

জমি বিক্রি

আলিপুর চিড়িয়াখানার জমি বেআইনিভাবে বিক্রি করার অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল। বিষয়টি নিয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ভর্ৎসনা

কামারহাটির 'ত্রাস' জয়ন্ত সিংয়ের চারতলা বাড়ি ভাঙার জন্য পুরসভার নোটিশ খারিজের নির্দেশ দিল হাইকোর্ট। পুরসভার আইনজীবীর উদ্দেশ্যে বিচারপতির মন্তব্য, 'আপনাদের কমিশনার ইংরেজি বোঝেন না?'

স্ত্রীকে মারধর

মদ্যপ অবস্থায় স্ত্রীকে মারধরের অভিযোগ তৃণমূল কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে। তাঁর বিরুদ্ধে নরেন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তাঁর স্ত্রী। ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

'জরুরি অবস্থার সমর্থক মমতা'

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৫ জুন : পশ্চিমবঙ্গে জরুরি অবস্থার মতো পরিস্থিতি। বুধবার সল্টলেকের পূর্বাঞ্চলীয় সংস্কৃতি কেন্দ্রে বিজেপির 'সংবিধান হত্যা দিবস' উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুর দাবি, এরাজ্যেও সংবিধান প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে আক্রান্ত হচ্ছে। পুলিশ প্রশাসন তৃণমূলের ক্যাডার বাহিনী এবং একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে কাজে লাগিয়ে রাজ্যে এই পরিস্থিতি তৈরি করেছে তৃণমূল। সম্প্রতি জরুরি অবস্থা জারির ঘটনাকে 'সংবিধান হত্যা দিবস' বলে চিহ্নিত করার তীব্র প্রতিবাদ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন জরুরি অবস্থার জন্য যাঁরা দায়ী তাঁদের বিরুদ্ধে লড়ুন। রাজনৈতিক মহলের মতে, জরুরি অবস্থা নিয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিজেপির অভিযোগ থেকে দূরত্ব তৈরি করতেই এই কৌশল মমতার।

কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকারের ১১ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী যেসব কর্মসূচি পালন করছে বিজেপি তার অন্যতম হল এই সংবিধান হত্যা দিবস। ১৯৭৫-এর ২৫ জুন তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন। সেই ঘটনার জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে এরাজ্যেও তৃণমূল সরকার ও তার প্রধান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ তুলেছে বিজেপি।

সম্প্রতি বিধানসভার অধিবেশনে শুভেন্দু বলেন, 'বিধানসভার অভ্যন্তরে বিধায়কদের নিগৃহীত হতে হয়। বিরোধী দলনেতাকে হাম্পিং ডাম্পিং লায়ার বলে অশালীন মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। শিখা চট্টোপাধ্যায়, অগ্নিমিত্রা পলের মতো বিজেপির মহিলা বিধায়কদের ব্যক্তিগত আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী।' শুভেন্দু আরও বলেন, 'ভোট রাজনীতির স্বার্থে বিশেষ একটি সম্প্রদায়কে তুষ্ট করতে রাজ্যজুড়ে চূড়ান্ত নৈরাজ্য তৈরি করে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।' বরাবরই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দলকে কংগ্রেসের উত্তরাধিকার বলেই মনে করে বিজেপি। সংবিধান হত্যা দিবস প্রসঙ্গে এদিন এক্স হ্যান্ডেলে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার থেকে শুরু করে শুভেন্দু অধিকারীরা জরুরি অবস্থার সময় রাজ্যে জয়প্রকাশ নারায়ণের সফরে অপ্রীতিকর ঘটনার অভিযোগকে ফের

> জরুরি অবস্থার পক্ষেই ছিলেন মমতা। জয়প্রকাশ নারায়ণের মতো নেতার গাড়ির ওপর চড়ে সেদিন যে অসভ্যতা করেছিলেন এই মুখ্যমন্ত্রী তা সকলের জানা। সেই অপসংস্কৃতিকে (মমতার সংস্কৃতি) এরাজ্যে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

হাতিয়ার করেছেন। শুভেন্দু বলেন, 'জরুরি অবস্থার পক্ষেই ছিলেন মমতা। জয়প্রকাশ নারায়ণের মতো নেতার গাড়ির ওপর চড়ে সেদিন যে অসভ্যতা করেছিলেন এই মুখ্যমন্ত্রী তা সকলের জানা। সেই অপসংস্কৃতিকে (মমতার সংস্কৃতি) এরাজ্যে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।' যদিও জয়প্রকাশ নারায়ণের ওই ঘটনার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীকে জুড়ে যে প্রচার, তা সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয় বলেই দাবি করে তৃণমূল।

পঞ্চাশ আসনও নয় পদ্মের

ছাব্বিশের ভোটে অভিষেকের আগাম টার্গেট

কলকাতা, ২৫ জুন : আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির আসন ৫০-এর নীচে নামিয়ে আনার হুঁশিয়ারি দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০১৪ সালে প্রথমবার ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন অভিষেক। গত ১১ বছরে তিনি কী কী কাজ করেছেন, তা নিয়ে এদিন একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড। এই কর্মসূচির নাম দেওয়া হয়েছে 'নিঃশব্দ বিপ্লব'। সেই অনুষ্ঠান থেকেই অভিষেক আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের 'ভবিষ্যদ্বাণী' করে বলেন, 'গতবার বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ৭৭টি আসন পেয়েছিল। যদিও এখন তাদের হাতে ওই আসন নেই। আমি আজ বলে যাচ্ছি, আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ৫০টি আসনও পাবে না।'

যদিও পালটা দাবি জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, 'আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ১৬টি আসনই তৃণমূল হারবে। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে পাড়ায় পাড়ায় এসে ঘুরেছিল। এবার আর কোনও লাভ হবে না।'

আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের জয়ের কারণও ব্যাখ্যা করেন অভিষেক। বলেন, 'আমি সচরাচর কোনও ভবিষ্যদ্বাণী করি না। আর করলেই ঈশ্বরের কৃপায় তা অল্প হলেও মিলে যায়। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এই ভবিষ্যদ্বাণী করছি। কারণ, মানুষের প্রতি, কর্মীদের প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস আছে। বছরভর যদি মানুষের পাশে কেউ থাকেন তাহলে তাঁরা তৃণমূল কর্মী।' বিজেপিকে কেন বাংলা বিরোধী বলা হয়, তার ব্যাখ্যাও এদিন দিয়েছেন অভিষেক। বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের কী করা উচিত? উন্নয়নে রাজ্যকে সাহায্য করা। কিন্তু বিজেপি সরকার কী করছে? বাংলার ভোটে জিততে পারেনি। তাই তৃণমূলের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা করতে গিয়ে বাংলার মানুষকে বঞ্চিত করছে। ওরা তৃণমূলকে টাইট দিতে গিয়ে বাংলার মানুষকে টাইট দিয়েছে। তাহলে বাংলা বিরোধী কারা? বাংলার টাকা কারা আটকে রেখেছে?'

শ্রীকৃষ্ণপুরের একটি স্কুলের ফুটবল ময়দানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

২০২৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে বাংলায় 'অপারেশন সিঁদুর' অভিযানের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বঙ্গ বিজেপির নেতারা। সেই প্রসঙ্গ তুলে অভিষেক বলেন, 'অন্যান্য রাজ্যের মতো এখানেও ওরা বিধায়ক কেনাবেচা করতে চায়। কিন্তু এটা বাংলা। এখানে বিজেপির এই চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে।' মহেশতলার সাম্প্রতিক ঘটনাকে সামনে রেখে অভিষেক বলেন, 'মহেশতলায় বিজেপি লাশের রাজনীতি করতে চেয়েছিল। মহিলারা তাড়া করতেই ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়েছে। আমি এই ধরনের কথা বলতে চাই না। কিন্তু আমাদের নেত্রীকে যেভাবে ক্রমাগত আক্রমণ করছেন, বলতে বাধ্য হচ্ছি।' বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নাম না করে অভিষেক বলেন, 'তুমি দাদা থেকে কাকা, কাকা থেকে জেঠু, জেঠু থেকে দাদু হয়ে যাবে। কিন্তু আগামী ৫০ বছর তৃণমূলকে মানুষের হৃদয় থেকে সরাতে পারবে না। দম থাকলে আমার চ্যালেঞ্জ ভেঙে দেখাও। যতই ইডি, সিবিআই আনো। তৃণমূল কংগ্রেস লোহা। লোহাকে যত আঘাত করবে লোহা ততই শক্তিশালী হবে।'

হুমায়ুনকে প্রত্যাখ্যান মৃত নাবালিকার পরিবারের

কলকাতা, ২৫ জুন : কালীগঞ্জে মৃত নাবালিকা তামান্না খাতুনের পরিবারের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে প্রত্যাখ্যাত হলেন ডেবরার তৃণমূল বিধায়ক প্রাক্তন আইপিএস হুমায়ুন কবীর। এই ঘটনায় কবীর ও তাঁর দলের বিরুদ্ধে টাকা দিয়ে তামান্না কাণ্ড ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে বিরোধীরা। অভিযোগ, তামান্নার মৃত্যুতে তার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন কবীর। যদিও কবীরের সেই প্রস্তাব পত্রপাঠ ফিরিয়ে দিয়েছেন নাবালিকার পরিবার।

সোমবার কালীগঞ্জ উপনির্বাচনে জয়ের খবরে উল্লসিত তৃণমূলের বিজয় মিছিল থেকে ছোড়া বোমায় প্রাণ হারায় ১৩ বছরের নাবালিকা তামান্না খাতুন। এই ঘটনায় এপর্যন্ত মোট ৫ জন গ্রেপ্তার হলেও ক্ষোভের আগুন নেভেনি। এই আবহে মৃত নাবালিকার পরিবারকে আশ্বস্ত করতে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক দলের আনাগোনা। গত ৪৮ ঘণ্টায় শাসকদল বাদে সব বিরোধীই নাবালিকার বাড়িতে গিয়ে তার পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে। সেই সূত্রেই এদিন নাবালিকার বাড়িতে যান ডেবরার তৃণমূল বিধায়ক প্রাক্তন আইপিএস হুমায়ুন কবীর। যদিও কবীরের দাবি, তিনি কোনও রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি হিসেবে সেখানে যাননি। একটি এনজিও-র প্রতিনিধি হিসেবে দেখা করতে গিয়েছিলেন।

কবীরকে সামনে পেয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন মৃত নাবালিকার মা সাবিনা। তাঁকে আশ্বস্ত করতে কবীর বলেন, 'প্রত্যেক মানুষেরই উচিত এই নৃশংস ঘটনার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা। কে কোন দলের তা না দেখেই অভিযুক্তকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া উচিত।' যদিও হুমায়ুনের এসব কথায় চিঁড়ে ভেজেনি। মৃত নাবালিকার জন্য পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা বলতেই তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন সাবিনা। হুমায়ুনকে তিনি জানিয়ে দেন, 'আমার মেয়ের বিকল্প টাকা নয়। টাকা দিয়ে আমার মেয়েকে কি ফিরিয়ে দিতে পারবেন?'

দিঘায় পৌঁছানোর পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার।

রথযাত্রার আগেই দিঘায় মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২৫ জুন : রথযাত্রা উপলক্ষ্যে বুধবার দিঘা পৌঁছে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী দিঘায় রথের রশি টেনে রথযাত্রার সূচনা করবেন। সৈকত শহর দিঘায় এখন সাজো সাজো রব। সাজিয়ে তোলা হয়েছে সমুদ্রতীরের মাসির বাড়িও। জগন্নাথদেবের রথ সমুদ্র তীরের পাশের রাস্তা দিয়ে মাসির বাড়ি পৌঁছোবে। বৃহস্পতিবার জগন্নাথ মন্দিরে নেত্র উৎসব। এদিন সড়কপথেই মুখ্যমন্ত্রী দিঘায় পৌঁছোন। ইতিমধ্যেই দিঘায় পর্যটকদের ভিড় উপচে পড়ছে। মন্দিরের চারটি কোণে চারটি ওয়াচ টাওয়ার তৈরি করা হয়েছে।

জগন্নাথ মন্দির থেকে মাসির বাড়ি পর্যন্ত সম্পূর্ণ রাস্তা সিসিটিভিতে মুড়ে ফেলা হয়েছে। জ্ঞানবন্ত সিং, সিদ্ধিনাথ গুপ্তা, ডিপি সিং সহ পুলিশের পদস্থ কর্তারা সেখানে পৌঁছে গিয়েছেন। রথের দিন মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে সোনার ঝাঁটা দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করবেন। তারপরই রথের চাকা গড়াবে। ওই সোনার ঝাঁটাটি মুখ্যমন্ত্রী নিজেই দিয়েছেন। পর্যটকরা যাতে রথের রশি ধরতে পারেন তার জন্য রশি অনেক লম্বা করা হয়েছে। ফলে ভক্তদের অসুবিধা হবে না বলেই আশা করছেন মন্দির কর্তৃপক্ষ।

যদিও দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরে ভিড় উপচে পড়ায় এক ধাক্কায় হোটেল ভাড়া বেড়ে গিয়েছে। এক হাজার টাকার রুমের ভাড়া কোথাও ২ হাজার টাকা, কোথাও ২৫০০ টাকা নেওয়া হচ্ছে। একটু ভালো হোটেলের ভাড়া আকাশছোঁয়া। এই ঘটনায় চিন্তার ভাঁজ পড়েছে নবান্নে। দ্রুত হোটেল ভাড়া নিয়ন্ত্রণ করতে দিঘা-শংকরপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিঘা-শংকরপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান তথা পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি উত্তম বারিক বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী হোটেল ভাড়া নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা হোটেল মালিকদের সেকথা জানিয়ে দিয়েছি। প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ দিঘায় জগন্নাথ দেবের দর্শনে আসছেন। তাঁরা রথের রশি টানবেন। পুরো বিষয়টি আমরা নজরে রাখছি। প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে।'

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অবশ্য মমতার দিঘা সফরকে কটাক্ষ করেছেন। তিনি বলেন, 'দিঘা যাচ্ছেন, যান। ওটা মন্দির নয়, ভাস্কর্য। হিন্দু হতে গেলে গেরুয়া লাগে।' দিঘায় মুখ্যমন্ত্রীর যাত্রা উপলক্ষ্যে রাস্তার দু-ধারে হলুদ পতাকা টাঙিয়েছিল তৃণমূল। তাকে কটাক্ষ করে শুভেন্দু বলেন, 'আসলে গেরুয়াকে ভয় পান মমতা। সেই কারণেই গেরুয়ার বদলে হলুদ পতাকা লাগিয়েছে তৃণমূল।'

বিএলও পদে এবার শিক্ষকরা

কলকাতা, ২৫ জুন : এবার বুথ লেভেল আধিকারিকের দায়িত্ব সামলাতে হবে শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও। সরকারের গ্রুপ সি বা তার উর্ধ্বের কর্মচারীদেরই এই পদে নিয়োগ করা যাবে। কোনওভাবেই গ্রুপ ডি পদের কর্মীদের নিয়োগ করা যাবে না। নির্দেশ নির্বাচন কমিশনের। কমিশনের সাম্প্রতিক এই নির্দেশিকা নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক, প্রতিবাদ। শিক্ষানুরাগী ঐক্যমঞ্চের তরফে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তরে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের জন্য দাবি জানানো হয়েছে।

আজ টিভিতে

কমলিনী-চন্দ্রর সংসার জুড়তে কী সিদ্ধান্ত নিল স্বতন্ত্র ?
চিরসখা রাত ৯.০০ **স্টার জলসা**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ দাদু নাম্বার ওয়ান, দুপুর ১.০০ জীবন নিয়ে খেলা, বিকেল ৪.০০ মন মানে না, সন্ধে ৭.০০ সেজ বউ, রাত ১০.০০ শিবা, ১.০০ নেটওয়ার্ক

জলসা মুভিজ : দুপুর ১২.৩০ বলো না তুমি আমার, বিকেল ৪.০৫ অমানুষ, সন্ধে ৭.২৫ স্বামীর ঘর, রাত ১০.৪০ বস্তির মেয়ে রাধা

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ কমলার বনবাস, দুপুর ১.০০ তিনমূর্ত্তি, বিকেল ৪.৩০ অন্যায় অত্যাচার, রাত ১০.৩০ বেদের মেয়ে জ্যোৎস্না, ১.৩০ শিবপুর

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ এক চিলতে সিঁদুর

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বাজি- দ্য চ্যালেঞ্জ

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জীবন সঙ্গী

স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : দুপুর ১২.৩০ জলি এলএলবি, ২.৪৫ দিল বেচারা, বিকেল ৪.৩০ পঙ্গা, সন্ধে ৬.৪৫ দ্য জোয়া ফ্যাক্টর, রাত ৯.০০ আ থার্সডে, ১১.১৫ বালা

জি সিনেমা এইচডি : দুপুর ১২.১৭ মিস্টার জু কিপার, ২.২৭ রিয়েল টেভর, বিকেল ৫.১৫ নাগপঞ্চমী, রাত ৮.০০ কটিরা, ১১.১৯ মিশন মজনু

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.৪৫ করণ অর্জুন, বিকেল ৫.১০ মার্কেট রাজা এমবিবিএস, রাত ৯.৩৭ ওয়েলকাম ব্যাক

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.৩৩ গোল্ড, দুপুর ২.০৯ তমাশা, বিকেল ৪.৩২ মিসেস চ্যাটার্জি ভার্সেস নরওয়ে, সন্ধে ৬.৪৫ ফিতুর, রাত ৯.০০ খো গ্যায়ে হম কহাঁ, ১১.১৭ এনএইচ ১০

অমানুষ বিকেল ৪.০৫
জলসা মুভিজ

মিস্টার জু কিপার দুপুর ১২.১৭
জি সিনেমা এইচডি

ওয়াইল্ড তানজানিয়া সন্ধে ৭.০৬ **অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি**

ভর্তির পোর্টালে ভিনরাজ্যের ছাত্ররা

কলকাতা, ২৫ জুন : রাজ্যের স্নাতক স্তরে ভর্তির পোর্টালে ভিনরাজ্যের পড়ুয়াদের আবেদন ক্রমশ বাড়ছে। ইতিমধ্যেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৬০০। কর্ণাটক, কেরল, গুজরাট, ঝাড়খণ্ড, বিহার, উত্তরপ্রদেশ সহ উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলি থেকে প্রতিনিয়ত এই রাজ্যের কলেজগুলিতে ভর্তির আবেদন জমা পড়ছে। শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকদের দাবি, ক্রমশই আবেদনকারীদের সংখ্যা বাড়ছে। প্রথম পাঁচদিনে ২.৩ লক্ষ আবেদন করেছেন। এখনও পর্যন্ত মোট ১১.৪ লক্ষ আবেদন জমা পড়েছে। এর মধ্যে ১৬০০ প্রার্থী ভিন রাজ্যের।

কিছু রাজ্যের ক্ষেত্রে পেপার অনুযায়ী নম্বর দেওয়ার পদ্ধতি বা পরীক্ষা পরিচালনার নম্বর আলাদা। কর্ণাটকের আবেদনকারীদেরও সেই সমস্যা তৈরি হয়েছিল। তাঁদের ১২৫ নম্বরের পরীক্ষা পদ্ধতির বিষয়টি সামনে আসতেই রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তর ভর্তির পোর্টালটিতে যথাযথভাবে সামঞ্জস্য এনেছে। তারা পোর্টালটি যথাযথভাবে পরিচালনা করছে। শিক্ষা দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, 'গত বছরও বিভিন্ন রাজ্য থেকে আবেদন জমা পড়েছিল। এবছরও আমরা আশা করেছিলাম, ভিনরাজ্য থেকে আবেদন আসবে। তবে দক্ষিণের রাজ্যগুলি থেকে এত বিপুল পরিমাণ আবেদন জমা পড়বে তা আশা করা যায়নি।' ১৮ তারিখ থেকে অনলাইন ভর্তির পোর্টালটিতে আবেদন করা শুরু হয়ে যায়। এক সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে ১৫ লক্ষ মানুষের কাছে তা পৌঁছে যায়। জানা গিয়েছে, আগে খ্যাতনামা কিছু কলেজে বাইরের রাজ্যের পড়ুয়ারা ভর্তির জন্য আবেদন করত। কিন্তু গত বছর থেকে সেই সংখ্যাটা বেড়েছে। বাইরের রাজ্যের পড়ুয়ারা বিভিন্ন কলেজে আবেদনের জন্য উৎসাহী হয়েছে। তবে অধ্যক্ষদের একাংশের বক্তব্য, এক্ষেত্রে আবেদনকারী ও ভর্তি হওয়া প্রার্থীর সংখ্যায় পার্থক্য থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। বিকাশভবন সূত্রে খবর, বিশেষ করে কমার্স কলেজগুলির দিকে নজর বাইরের পড়ুয়াদের। শিক্ষা মহলের ধারণা, অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় এই রাজ্যে উচ্চশিক্ষার খরচ খানিকটা কম বলেই ভিন রাজ্যের পড়ুয়ারা আগ্রহ দেখাচ্ছেন।

মিড-ডে মিল রান্নায় ধর্মের ভাগ নিয়ে অভিযোগ

কলকাতা, ২৫ জুন : ধর্মের ভিত্তিতে মিড-ডে মিলে ভাগাভাগি। দুই সম্প্রদায়ের জন্য স্কুলে রান্না হয় আলাদাভাবে। বর্ধমানের পূর্বস্থলীর ১ নম্বর ব্লকের নসরতপুর পঞ্চায়েতের অধীন কিশোরগঞ্জ মনমোহনপুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঘটনা। সম্প্রতি বিষয়টি সামনে আসতেই তা নিয়ে হইচই শুরু হয়। ঘটনার প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হওয়ায় অবিলম্বে পৃথক রান্না বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন মহকুমা শাসক। বিষয়টি খতিয়ে দেখতে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের কাছে এই বিষয়ে চিঠি দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

বিগত ৫ বছর ধরে এমন ঘটনা ঘটে আসছে কিশোরগঞ্জ মনমোহনপুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। মিড-ডে মিলে দুই সম্প্রদায়ের পড়ুয়াদের জন্য আলাদা আলাদা খেতে বসার ব্যবস্থা। এমনকি রাঁধুনিও দুই সম্প্রদায়ের। এক সম্প্রদায়ের জন্য হিন্দু রাঁধুনি আর এক সম্প্রদায়ে মুসলিম রাঁধুনি। এমনকি রান্নার সামগ্রীও দুই সম্প্রদায়ের জন্য ভিন্ন ছিল।

স্থগিতাদেশ নয়

কলকাতা, ২৫ জুন : আরজি কর আন্দোলনের অন্যতম তিন প্রতিবাদী মুখ চিকিৎসক দেবাশিস হালদার, চিকিৎসক আসফাকুল্লা নাইয়া, চিকিৎসক অনিকেত মাহাতোর বদলির নির্দেশে বুধবার স্থগিতাদেশ জারি হল না। রাজ্যের জারি করা বদলির নির্দেশিকার বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তাঁরা। এদিন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু নির্দেশ দেন, মামলার পরবর্তী শুনানির দিন রাজ্যকে বদলির সংশ্লিষ্ট নোটিফিকেশন ও নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য আদালতে পেশ করতে হবে। আবেদনকারীদের তরফে আইনজীবী জানান, নিয়োগ শব্দটির অর্থ নিয়ে আপত্তি রয়েছে। পরিষেবা দেওয়া আর নিয়োগ হওয়ার বিষয় সম্পূর্ণ আলাদা।

শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি। কলকাতার কুমোরটুলিতে। - আবির চৌধুরী

কেষ্টর অনুমতি নিয়ে প্রশ্ন, মমতাকে নালিশ

কলকাতা, ২৫ জুন : একসময় তাঁর কথাতেই বীরভূম জেলার তৃণমূল রাজনীতিতে বাঘে গোরুতে একঘাটে জল খেত। এবার সেই বীরভূম জেলা তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল ওরফে কেষ্টর বিরুদ্ধে ৭ জন তৃণমূল বিধায়ক ও প্রাক্তন বিধায়ক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা দিলেন।

তাঁদের অভিযোগ, কেষ্ট জেলা সভাপতি থাকাকালীন বিধায়ক হিসেবে বিধানসভায় কোনও প্রশ্ন করতে গেলে তাঁর অনুমতি নিতে হত। তাঁর অনুমতি ছাড়া কোনও প্রশ্ন করা হলে পরে কেষ্টর কাছে তাঁদের মুখ ঝামটা খেতে হত। এমনকি কলকাতার কোনও নেতার সঙ্গে এলাকা উন্নয়নের কাজে দেখা করতে গেলেও কেষ্টর গোঁসা হত। তা নিয়ে দলের জেলা কমিটির বৈঠকে ওই বিধায়ককে সরাসরি কেষ্টর প্রশ্নের মুখে পড়তে হত। এই মুহূর্তে নখদন্তহীন কেষ্ট যে একসময় বীরভূমে একনায়কতন্ত্র চালিয়েছেন, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন ওই বিধায়করা।

বিধানসভার চলতি অধিবেশন চলাকালীনই ওই ৭ বিধায়ক ও প্রাক্তন বিধায়ক মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে ওই লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, জেলার সমস্ত রাশ নিজের হাতে রাখতে দলীয় বিধায়কদের কড়া নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করতেন বোলপুরের কেষ্ট। তৃণমূল সূত্রের খবর, জেল থেকে বেরোনোর পর বীরভূম জেলা রাজনীতিতে কেষ্টর গুরুত্ব আর আগের মতো নেই। তার ওপর বোলপুর থানার আইসিকে কদর্য ভাষায় গালিগালাজ করার ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী

৭ তৃণমূল বিধায়কের চিঠি নিয়ে হইচই

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যথেষ্ট ক্ষুব্ধ। বরং বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখের ওপর বিশেষ ভরসা রাখছেন মমতা। সেই মতো দলের বৈঠকেও কাজলকে জেলা সংগঠন দেখার দায়িত্ব দিয়েছেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। একইভাবে বীরভূম জেলা রাজনীতিতে সমীকরণও বদলেছে। রামপুরহাটের বিধায়ক তথা বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, লাভপুরের বিধায়ক অভিজিৎ সিনহা ওরফে রানা, রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা একসময় কেষ্টর অনুগামী বলেই পরিচিত ছিলেন। তাঁরা এখন কেষ্টর সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখছেন। আবার সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী দোটানায় রয়েছেন। তিনি দু-পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন।

দুবরাজপুরের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক নরেশচন্দ্র বাউড়ি বলেন, 'বিধানসভায় আমরা কেষ্টদার অনুমতি ছাড়া কোনও প্রশ্ন করতে গেলে সমস্যা হত। কেষ্টদা আমাদের নানাভাবে হেনস্তা করার চেষ্টা করতেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া কলকাতার কোনও নেতার সঙ্গে এলাকার উন্নয়নের জন্য কথা বলার অনুমতি ছিল না। বিষয়টি আমরা দলনেত্রীকে জানিয়েছি।' যদিও কেষ্ট বলেন, 'আমি কোনওদিন কোনও বিধায়ক বা নেতার ওপর চাপ দিইনি। অসত্য কথা বলা হচ্ছে।' বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা কেষ্টর ঘোর বিরোধী হিসাবে পরিচিত কাজল শেখ বলেন, 'আমি কোনওদিন বিধায়ক ছিলাম না। যাঁরা বিধায়ক ছিলেন বা আছেন তাঁরা বলতে পারবেন।'

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৩৯ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১১ আষাঢ় ১৪৩২

নিশানায় যখন বাংলা

বাংলা ভাষায় কথা বলা কি ভারতে অপরাধ? পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের কি এদেশের নাগরিক বলে মানতে রাজি নয় অবাঙালি রাজ্যগুলি? প্রশ্ন দুটি ওঠার কারণ, রাজস্থানে কর্মরত পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার ব্লকের পরিযায়ী শ্রমিকদের যে বিভীষিকাময় পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে, তা বাংলা ও বাঙালির পক্ষে অত্যন্ত অসম্মানজনক এবং লজ্জাজনক।

শুধু রাজস্থানে নয়, এরকম ঘটনা ইতিপূর্বে মহারাষ্ট্রেও হয়েছে। কেউ যদি ধরে নেন যে বাংলা ভাষাভাষী মাত্রই বাংলাদেশি, তাহলে তার থেকে চিন্তার আর কিছু হতে পারে না। ভারতের সংবিধানে অষ্টম তফশিলভুক্ত ভাষাগুলির অন্যতম বাংলা। পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি ত্রিপুরা রাজ্যের সরকারি ভাষাও বাংলা। অসমের বরাক উপত্যকাতেও বাংলা চালু আছে।

প্রশ্ন উঠবেই যে, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুদের বাংলা ভাষাকে হিন্দিভাষী রাজ্যগুলিতে বাঁকা চোখে দেখা হবে কেন? বারবার বিশেষ করে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকরা হেনস্তার শিকার হচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাভাবিক কারণেই জানতে চেয়েছেন, বাংলা ভাষায় কথা বলা কি অপরাধ?

বিষয়টি নিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন। তাঁর নির্দেশে রাজস্থান সরকারের সঙ্গে বাংলার মুখ্যসচিব কথা বলার পর ওই পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্তা থেকে রেহাই মিলেছে। কিন্তু তাতে বাংলাভাষীদের বাংলাদেশি বলে সন্দেহের চোখে দেখা বন্ধ হবে, এমন নিশ্চয়তা কিন্তু নেই। ভাষা নিয়ে বিবাদ এদেশে নতুন ঘটনা নয়। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে হিন্দি আগ্রাসনের অভিযোগ উঠেছে তামিলনাড়ু, কর্ণাটকের মতো দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে।

যদিও কেন্দ্রের দাবি, মোটেও হিন্দি চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে না। বরং ভারতের ভাষাগত বৈচিত্র্যকে সম্মান করা হচ্ছে। একথা সত্য হলে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে গিয়ে বাংলায় কথা বলে বিপদে পড়ার প্রসঙ্গ আসত না। পশ্চিমবঙ্গেও একশ্রেণির মানুষ মাঝে মাঝে শাসানি দেয়, বাংলা ভাষায় কথা বললে বাংলাদেশে চলে যেতে হবে। এই ধরনের শাসানি যে বা যাঁরা দেন, তাঁরা হয় ইতিহাস জানেন না নয়তো সত্যের অপলাপ করেন।

এমন কার্যকলাপের আসল লক্ষ্য, হিন্দি ভাষার একাধিপত্য স্থাপন। সেই লক্ষ্যে হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্তানের ধারণা প্রচার। ভারত বহু ভাষাভাষীর দেশ হলেও উত্তর দিনাজপুরের ইটাহার ব্লকের বাসিন্দা ২৫০ জন বাঙালির রাজস্থানে অহেতুক হেনস্তার সম্মুখীন হতে হয়েছে। অথচ যাঁরা বাংলায় কথা বলেন, তাঁরা সবাই বাংলাদেশি নন। পশ্চিমবঙ্গে কয়েক পুরুষ ধরে বসবাসকারী বহু অবাঙালি মাতৃভাষা হিন্দি হলেও দিব্যি বাংলায় কথা বলেন। বুঝতে পারেন।

তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগে ভাষাগত সমস্যা হয় না। মানুষ পেটের দায়ে স্থানান্তরে যান। এক শহর থেকে অন্য শহরে, এক জেলা থেকে অন্য জেলায়, আবার এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে যান। সেক্ষেত্রে রুজিরুটিই মুখ্য কারণ থাকে। বাকি সব গৌণ। ভিনরাজ্যে কাজ করতে যাওয়া এবং পেটের দায়ে পশ্চিমবঙ্গে আসা অবাঙালি- প্রত্যেকের কাছে দু'মুঠো অন্নের খোঁজই প্রধান।

তাই যে পরিযায়ী শ্রমিকরা ভিনরাজ্যে কর্মরত, তাঁদের নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রাখা সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের দায়িত্ব হওয়া উচিত। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা ভারতের নাগরিক। তাঁরা বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী নন। শুধুমাত্র কাঁটাতারের দুই পারের ভাষা এক বলে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের বাসিন্দাদের সমদৃষ্টিতে দেখা একধরনের অপরাধ। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ধরার অছিলায় পশ্চিমবঙ্গের বৈধ বাসিন্দাদের নিশানা করাটা সমর্থনযোগ্য নয়।

সীমান্তে অনুপ্রবেশ বন্ধ করার দায়িত্ব বিএসএফের। সেই কাজে খামতি থাকলে তার কৈফিয়ত দেওয়ার দায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এবং বিএসএফের। তাদের গাফিলতির কারণেই অনুপ্রবেশ পুরোপুরি বন্ধ হয় না। পশ্চিমবঙ্গের বৈধ নাগরিকদের কাঠগড়ায় তুলে সেই গাফিলতির মাশুল গোনা উচিত নয়।

অমৃতধারা

মনের শক্তি সূর্যের কিরণের মতো, যখন এটি এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয় তখনই এটি চকচক করে ওঠে। যেই রকম আপনি ভাববেন ঠিক সেইরকমই আপনি হয়ে যাবেন। যদি আপনি নিজেকে দুর্বল হিসাবে বিবেচনা করেন তাহলে আপনি দুর্বল হয়ে যাবেন, আর আপনি যদি নিজেকে শক্তিশালী মনে করেন, তাহলে আপনি শক্তিশালী হয়ে উঠবেন। শক্তিই জীবন, দুর্বলতা মৃত্যু, বিস্তার জীবন, সংকোচন মৃত্যু, প্রেম জীবন, ঘৃণা মৃত্যু। প্রত্যেকটি ধারণা যা আপনাকে দৃঢ় করে সেটাকে আপন করে নেওয়া উচিত এবং যে ধারণা আপনাকে দুর্বল করে তা প্রত্যাখান করা উচিত। সব শক্তিই আপনার মধ্যে আছে সেটার উপর বিশ্বাস রাখুন, এটা বিশ্বাস করবেন না যে আপনি দুর্বল।

-স্বামী বিবেকানন্দ

রেল-বিমানে স্বাগত, যাত্রা শুভ হোক!

আহমেদাবাদে বিমান দুর্ঘটনার আগে হয়েছে রেলের অনেক দুর্ঘটনা। তাতেও ট্রেন বা প্লেন যাত্রায় অব্যবস্থা কমে না।

কৃষ্ণ শবরী দাশগুপ্ত

'উঠল বাই তো কটক যাই'। এই চালু প্রবচনটা উচ্চারণ করতে গেলে এখন কিন্তু একটু দম লাগে। কারণ কোথাও যেতে হলে আজকাল দু'মাস আগে টিকিট কাটতে হয়, অন্যথায় ফসকানো এবং পস্তানো অবধারিত। টিকিটের স্ট্যাটাস দেখাবে WL, অর্থাৎ কিনা ওয়েটিং লিস্ট, অপেক্ষার সুতোয় দোল খাওয়া। বরাত ভালো হলে কোনও মহানুভব টিকিটধারী যদি হাঁচি, টিকটিকির বাগড়ায় নিজের কনফার্মড টিকিটটি বাতিল করেন, তবেই হয়তো টুপ করে বসে পড়তে পারেন একখানি আস্ত নিশ্চিত আসনের ওপর।

ধরা যাক বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে অজ্ঞাতকুলশীল কোনও ট্রেনে টিকিটও জুটে গেল। তুরীয় আনন্দে টেনিদার মতো 'ডি-লা-গ্রান্ডি মেফিস্টোফিলিস' বলে হুংকার দিয়ে রওনা দিলেন স্টেশনের দিকে। পিছন পিছন চলল হাবুল আর প্যালারামের দল, মিহিসুরে 'ইয়াক-ইয়াক' বলতে বলতে। কিন্তু তারপর?

ভারতীয় রেল যে নির্ধারিত সময়ের তোয়াক্কা করে না, এই সার সত্যটা জানা সত্ত্বেও ট্রেনের সময়ের অন্তত এক ঘণ্টা আগে হাঁফাতে হাঁফাতে স্টেশনে পৌঁছোনো মধ্যবিত্ত বাঙালির মুদ্রাদোষ। সেখানে ইলেক্ট্রনিক ডিসপ্লে বোর্ডে হরেক ট্রেনের আসা-যাওয়ার খবর আলোর অক্ষরে ভেসে বেড়াচ্ছে। তাকিয়ে দেখলেন আপনার ট্রেনটির ঠিক সময়ই দেখাচ্ছে বটে, শুধু প্ল্যাটফর্ম নম্বরটা দিচ্ছে না। আপনার চোখ তখন ইতিউতি বসার জায়গা খুঁজছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আস্ত চেয়ার কিছু আছে বটে, কিন্তু যাত্রী আন্দাজে তা নস্যি। কেউ আবার একাধিক চেয়ারজুড়ে ঘুমিয়েও থাকতে পারেন। মেঝেতে খবরের কাগজ, চাদর বা পিচবোর্ড বিছিয়ে নিপাট ঔদাসীন্যে যাঁরা গল্প করছেন বা তাস খেলছেন, তাঁদের বরং হিংসে করুন, ওঁদের উচ্চাসন কিংবা আর্থ্রাইটিস, কোনওটারই তোয়াক্কা নেই।

ইতিমধ্যে ঘড়ি ঘুরছে। কিন্তু ডিসপ্লে বোর্ডে 'আপডেট' কই? ডিজিটাল ইন্ডিয়ায় যাঁরা বোর্ডের পরোয়া করেন না, তাঁদের স্মার্ট ফোনে ডাউনলোড করা আছে রেলের অ্যাপ। কিন্তু সেও যদি নীরব হয়ে থাকে! অগত্যা ভরসা আসা যাওয়ার পথের ধারে রোজ বসতে বসতে ত্রিকালজ্ঞ হয়ে ওঠা প্ল্যাটফর্মের কেক-বিস্কুটের পসারি। আশ্চর্য প্রশান্তি নিয়ে বললেন, 'কোথায় যে দেবে বলা শক্ত। অ্যালাউন্স করবে তো। ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?' কিন্তু সে 'অ্যালাউন্সমেন্ট'টি যদি শেষমুহূর্তে হয়, বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে ওভারব্রিজ পেরিয়ে হুড়োহুড়ি করে যাওয়া কি চাট্টিখানি কথা!

নাছোড় যাত্রী দূর থেকে এক উর্দিধারী রেলকর্মীকে আসতে দেখে আকুল হয়ে পড়েন, 'দাদা, সম্বলপুর এক্সপ্রেস লেট আছে নাকি আজ?' দাদার মুখে বোধহয় পান কিংবা খইনি, তাই বৃথা বাক্যব্যয় না করে চলতে চলতেই আঙুল তুলে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনটিকে দেখিয়ে দেন। জ্ঞানেশ্বরী সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস। গত একঘণ্টা ধরে নট- নড়নচড়ন দাঁড়িয়ে আছে শালগ্রামশিলার মতো। মাঝেমাঝে শুধু ঘোষণা হয়ে চলেছে যে, ট্রেনটি এই প্ল্যাটফর্ম থেকেই ছাড়বে। যদিও তার নির্ধারিত সময় পেরিয়েছে ঘণ্টাখানেক আগে। অর্থাৎ ভারতীয় রেলের সেই সনাতন দর্শনটিকেই চোখে আঙুল দিয়ে মনে করিয়ে গেলেন ওই কর্মী-যাত্রী সাধারণ, দেখে শিখুন এবং ধৈর্য ধরা অভ্যেস করুন। জীবন যতটা অনিত্য, আমাদের রেলগাড়ির যাতায়াতও ততটাই অনিশ্চিত।

এরপর যখন সত্যি সত্যি কাঙ্ক্ষিত ট্রেনটি সামনে এসে দাঁড়ায় এবং এক ঘণ্টা পরে এক সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে দুলেও ওঠে, উদ্বিগ্ন যাত্রী ততক্ষণে বেমালুম ভুলে গিয়েছেন শুরুতেই তাঁরা পিছিয়ে রইলেন কতটা। এখন খাবার বয়ে আনার দরকার নেই, রেল কোম্পানির দেওয়া খাবারেও যদি রুচি না থাকে, চিন্তা নেই। আপনার ফোনে রেলের অ্যাপ সাজিয়ে রেখেছে পছন্দসই দোকান বা ফুড-চেনের তালিকা। বেছে নিয়ে আগাম অর্ডার দিয়ে রাখুন। সামনের স্টেশনে গরম খানা পৌঁছে যাবে আপনার হাতে। তবে প্রযুক্তির সেই সুবিধে নেওয়ার ক্ষেত্রে রেলের বেহাল পরিষেবা যে কতটা বাধা হতে পারে সে অভিজ্ঞতা হয়েছিল একবার শতাব্দী এক্সপ্রেসে উত্তরবঙ্গ যাওয়ার পথে।

দুপুর আড়াইটের ট্রেন সেবার হাওড়া থেকে ছেড়েছিল সন্ধে সাড়ে সাতটার পর। মালদায় রাত আটটায় যাঁদের খাবার ডেলিভারি দেবার কথা, তাঁরা বিনীতভাবে ফোন করে জানিয়েছিলেন রাত দেড়টায় সেটি দিতে তাঁদের অক্ষমতার কথা। আবার ট্রেনের শৌচাগারের আতঙ্কে খাদ্য-পানীয় দুটিকেই বয়কট করে রাত কাটিয়ে দেন এমন মানুষও আছেন। যাত্রী পরিষেবার আর এক চূড়ান্ত ঝকমারির নাম 'শর্ট টার্মিনেশন'। অর্থাৎ রেল তাদের বিশেষ কোনও অসুবিধের জন্যে নির্ধারিত স্টেশনের বদলে কাছাকাছি অন্য স্টেশনেও যাত্রা শেষ করে দিতে পারে। স্রেফ ছোট্ট একটি বার্তা আসবে ফোনের এসএমএস-এ। এখনই বলা হচ্ছে, বন্দে ভারত এক্সপ্রেস বাদে কিছুতেই নজর দেন না রেলকর্তারা। রাজধানী, শতাব্দী, দুরন্তের অবস্থা শোচনীয়।

ফরাসি বিপ্লবের সময়ে প্রাসাদ থেকে বুভুক্ষু প্রজাদের দেখে রানি মেরি আঁতোয়ানেত নাকি বলেছিলেন, 'আহা, রুটি পায় না তো বেচারারা কেক খায় না কেন?' তেমনই রেল পরিষেবায় বীতশ্রদ্ধ কেউ বলে বসতে পারেন, রেল যদি মন্দ তবে আকাশযানে যাও না কেন? একথা অবশ্য মানতেই হবে, শুধু বিদেশযাত্রায় নয়, অন্তর্দেশীয় যাতায়াতেও প্লেনে চড়ার অভ্যেস কয়েক দশকে আমাদের সত্যিই বেড়েছে। আগে এরোপ্লেন ছিল ধনীর চলনযান। সেখানেও ক্রমশ জমা হচ্ছে অসন্তোষ। এয়ার ইন্ডিয়ার বোয়িং ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার বিমানের সাম্প্রতিক ভয়াবহ দুর্ঘটনার পর একদিকে যেমন মানুষ আতঙ্কিত, তেমনই তার সূত্র ধরে ক্রমাগত সামনে আসছে উড়ান পরিষেবার অজস্র ত্রুটির কথা। প্রাণ হাতে করে এ যেন এক অস্বাচ্ছন্দ্য আর নিরানন্দের যাত্রা।

দুর্ঘটনার বেশ কয়েকদিন আগে ওই সংস্থারই অন্য বিমানে আমেরিকা থেকে নয়াদিল্লিতে ফিরে বন্ধু শুনিয়েছিলেন তাঁর দুর্বিষহ অভিজ্ঞতার কথা। প্রথম বিরক্তি ছিল খাবারের মান ও পরিমাণ, দুটো নিয়েই। ১৬/১৭ ঘণ্টার উড়ানে দুপুরের পর তাঁদের খাবার দেওয়া হয় সন্ধে সাড়ে সাতটায়। এর মাঝে আবহাওয়া খারাপ থাকার জন্যে নাকি চা-কফি পর্যন্ত দেওয়া যায়নি। সাড়ে সাতটায় যে আধখানা রোল জাতীয় কিছু এবং আধকাপ চা দেওয়া হয়, যেটিকে তিনি সান্ধ্য জলখাবার বলেই ভেবেছিলেন। ডায়াবিটিক বলে রাতে খাওয়ার পরে ইনসুলিন নিতে হয়। কিন্তু ওই রোল আর চায়ের পর হঠাৎ আলো নিভিয়ে দেওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি বুঝতে পারেননি যে, এটিই ছিল ডিনার এবং ওই অবস্থায় তাঁর আর সেদিন ইনসুলিন নেওয়া হয়নি। এরপর জল চেয়ে একাধিকবার বোতাম টিপেও বিমানসেবিকার দেখা না পেয়ে শেষে উঠে গিয়ে রাগারাগি করাতে জলের ব্যবস্থা হয়।

পরদিন উড়ান দিল্লির মাটি ছোঁওয়ার পর অন্য বিপত্তি। হুইলচেয়ার পাওয়া মুশকিল, কারণ যাঁরা নিয়ে যাবেন, তাঁরা ডলার-পাউন্ডে বকশিশ পাওয়ার লোভে বিদেশিদের নিয়ে যেতে যতটা আগ্রহী, দেশের লোকের প্রতি ততটাই উদাসীন। এদিকে কলকাতার উড়ানের সময় হয়ে আসছে। তখন ব্যাটারিচালিত গাড়িতে লিফট অব্দি ছেড়ে দিয়ে তাঁরা যাত্রীদের বলে যান, নেমে মালপত্র নিয়ে তাঁরা যেন নিজেরাই চলে যান। বন্ধুর সঙ্গে আর যে দুজন বয়স্ক মানুষ ছিলেন, তাঁদের একজন ক্যানসার রোগী। এই নিয়ে ইমিগ্রেশনে অভিযোগ জানালে তাঁরা এয়ার ইন্ডিয়ার ডেস্কে জানাতে বলে ঘাড় থেকে নামাতে চেষ্টা করেন। বরাতজোরে ইমিগ্রেশনের দুজন অফিসার এসে টিকিট স্ক্যান করে দেখে হুইলচেয়ার ইত্যাদির ব্যবস্থায় তৎপর হন। বেগতিক বুঝে তখন চেয়ার বাহকদেরও অন্য মূর্তি, বর্ষীয়ান যাত্রীরা অভিযোগ জানালে তাদের চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে, অতএব.... দয়া করে যেন কিছু লিখবেন না, ম্যাডাম।

গত সপ্তাহজুড়ে কাগজে প্রতিদিন চোখে পড়েছে কোনও না কোনও উড়ানের আপৎকালীন অবতরণ, যান্ত্রিক গোলযোগের খবর, এয়ার ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে প্রচুর মার্জনাভিক্ষা এবং সহানুভূতি। যাত্রীরা যাতে বিমানযাত্রা থেকে মুখ না ফেরান, তার জন্যে পাল্লা দিয়ে ভাড়া কমাচ্ছে কোম্পানিগুলো। লক্ষ লক্ষ যাত্রীর প্রাণভোমরা সত্যি যাঁদের হাতে তাঁরা যদি একটু যত্নবান হন, তাহলে তো এই দুঃস্বপ্নগুলো আমরা অচিরে কাটিয়ে উঠতে পারি। নির্বিঘ্ন যাত্রাপথের আনন্দগান বেজে উঠতে পারে জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে।

(লেখক প্রবন্ধকার)

আজ

১৮৩৮
আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১৯১২
স্বাধীনতা সংগ্রামী জীবন ঘোষালের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

'২৬-এর ভোটে বিজেপি নাকি বাংলার ক্ষমতা দখল করবে বলছে। গতবারও ৭৭টা আসন পেয়েছিল। এবার ওরা ৫০-এর নীচে আটকে যাবে। আমি সচরাচর কোনও বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করি না। আর করলে ঈশ্বরের কৃপায় অল্প হলেও তা মিলে যায়।

- অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

হরিয়ানার এক বাসিন্দা সপরিবারে মানালিতে ছুটি কাটাতে গিয়ে গাড়ি পার্কিং নিয়ে বচসায় জড়ান। গোলমালে তাঁর স্ত্রী ও ৪ মাসের সন্তান আহত হয়। তিনি বলেন, 'মানালি পাকিস্তানের চেয়ে খারাপ। এখানে আসা উচিত নয়'।

ভাইরাল/২

দিল্লির দিকে এগোচ্ছে বন্দে ভারত। হঠাৎ ট্রেনের এসি ভ্যান থেকে জল পড়তে থাকে। যাত্রীদের সুটকেস, আসন ভিজে যায়। জল থেকে বাঁচতে এক যাত্রী রেইনকোট পরে নেন। অভিজাত ট্রেনের দৈন্যদশা দেখে হতাশ নেটদুনিয়া।

জনমন
জনমত

অকেজো পুলিশের ১০০ নম্বর

অতি সম্প্রতি শিলিগুড়ির চম্পাসারিতে ডাকাতদলের এটিএমে হানা এবং বিনা বাধায় প্রচুর টাকা লুটের ঘটনা জনমানসে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। ১০০ নম্বরে যোগাযোগ করতে না পেরে সচেতন জনগণ সঠিক সময়ে পুলিশকে খবর দিতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। শিলিগুড়িতে এই ঘটনা প্রথম নয়।

সাধারণত ১০০ নম্বরে যে কোনও অভিযোগ ২৪ ঘণ্টার ভেতরে যে কোনও সময় পুলিশকে জানানো যেতে পারে। কিন্তু শিলিগুড়িতে এই নম্বরে ফোন করলে অন্যরকম কিছু হয়। প্রথমত ফোনটা বাজবে না, বাজলেও কেউ ধরবেন না। যদি ধরেও ফেলেন প্রথমে তীব্র আওয়াজ আসবে। কিছু পরে একজন ভদ্রলোক গলায় একটা জমিদার জমিদার ভাব এনে আপনার নাম, ফোন নম্বর জানতে চাইবেন। অথচ তিনি টেকনিকালি সবটাই জানেন কলার আইডির সৌজন্যতে। যাইহোক, ধীরে ধীরে সবটা জানার পরে বিরক্তি নিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে কী হয়েছে জানতে চাইবেন। ঠিক তারপরেই আপনাকে কোনও কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে, 'ঠিক আছে বলে দেওয়া হল, গাড়ি যাবে'- এই বলে ফোন কেটে দেবেন।

এবারে আপনি হয়তো ভেবেছিলেন আপনার নামটা যাতে গোপন রাখা হয় সেটি বলবেন, কিন্তু সুযোগই পাবেন না। এবার হবে কী, পুলিশ লোকেশনে গিয়েই আপনার নাম, ঠিকানা সবার সামনে বলতে শুরু করবে। ওখানেই আপনার শেষের শুরু। ভেবে দেখুন তারপরেও কেউ ১০০ নম্বরে ফোন করে কি অভাব-অভিযোগ জানাবেন?

এবার হল সার্ভারের গল্প। ফোন না ধরার কারণ হিসাবে ওই সার্ভার খারাপ হওয়ার কথা পুলিশ সবাইকে বলে। কীভাবে সেটা খারাপ হল, কে করল, কেন হল, কে সারাল- কিছুই বুঝতে বা জানতে পারবেন না। এসবের গল্প পুলিশ জানে না, বলার ঝুঁকিও নেয় না। কিন্তু এর ফলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক যে তলানিতে ঠেকেছে, সেটা পুলিশ খুব ভালোই জানে। ফলে পুলিশ কোনও খবর পায় না, মানুষজনও আর তেমন বিশ্বাস করেন না।

আমার মতে, হয় এই ১০০ নম্বর সঠিকভাবে নিয়ম মেনে চালু করুন। ভদ্রলোকদের ওখানে ডিউটি দিন। আর নয়তো ১০০ নম্বরের ল্যাটাই চুকিয়ে দিন। দিনের শেষে নিজের আয়টাকে একবার জাস্টিফাই করুন।

রথীন ঝা, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

স্বাস্থ্য নিয়ে খেলা কবে বন্ধ হবে

রাজ্যের কিছু নার্সিংহোমে কিছু রহস্যজনক কাজকর্ম চলে! সুস্থ রোগী অসুস্থ হয়ে পড়েন। বিল বাড়ে, প্রাণ বাঁচে না।

সুব্রতা ঘোষ রায়

সম্প্রতি আলিপুরদুয়ারের কিছু নার্সিংহোমে লাগামহীন সিজারের ঘটনা উত্তরবঙ্গ সংবাদে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ হয়েছে। পড়লাম, যেখানে জেলায় ৩০ শতাংশ পর্যন্ত সিজারের অনুমতি মেলে, সেখানে আলিপুরদুয়ারে হচ্ছে ৪০ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশ।

সরকারি হাসপাতাল নিয়মনির্দেশিকা মেনে চললেও নার্সিংহোমগুলো এসবের তোয়াক্কা করে না। প্রশাসনেরও নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণ কম। এই সুযোগে কিছু নার্সিংহোম প্রাণপণ চেষ্টা চালায় উপার্জন বাড়াতে। তাদের উপার্জনের অধিকাংশই আসে সিজার বেবির কেসে। নার্সিংহোমগুলো অবশ্য এই দাবি মেনে নেয় না। তারা সিজারের জন্য আগেই বাড়ির লোকের সম্মতিপত্র নিয়ে রাখে।

শুধু সিজার নয়, শুধু আলিপুরদুয়ার নয়। সব শহরের কিছু নার্সিংহোমে দীর্ঘদিন ধরেই চলছে নানা রহস্যময় ঘটনা। সোডিয়াম পটাসিয়ামের অনুপাতের কমবেশির জন্য ভর্তি হওয়া প্রবীণকে পরদিন দেখতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, তাঁর কপালে ঘন কালো দাগ। ফুলে আছে। অথচ এটা রাজ্যের অন্যতম বিখ্যাত নার্সিংহোম। কীভাবে হল, কেন হল, রাতের নার্স বা আয়া কেউ বলতে পারেন না!

আবার কোথাও বাড়ির মানুষটির সাময়িক হাত-পা জ্বলার সমস্যায় স্ত্রী কাছাকাছি নামী নার্সিংহোমে নিয়ে গিয়েছেন। তাঁকে তৎপরতায় নেওয়া হয় আইসিইউতে। এবার একজন অমায়িক ইউরোলজিস্ট, যিনি একাধারে সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত, বাড়ির লোককে বলেন, রোগীর সিস্টোস্কপি করে নিলে ভালো। যে মেশিন ডাক্তারের সঙ্গেই আছে। আনাড়ি পরিবার সম্মতি দেয়। ডাক্তারবাবু তখন বলেন, 'এই বিল নার্সিংহোমের সঙ্গে করবেন না। এটা আমাকে আলাদা দেবেন।'

পরে জানা যায়, তা খুব ব্যথাদায়ক পরীক্ষা, যার রেশ বেশ কিছুদিন থাকে। শেষমেশ রোগ শনাক্ত হয়- ভিটামিন বি-১২'এর স্বল্পতা। বাড়ির লোককে বোকা বানিয়ে এথিকসের তোয়াক্কা না করে পরিবারের মানসিক দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে চলে নানা ফন্দিফিকির!

হাওড়ার ঘটনা। সদ্যোজাত সন্তানকে রাতে কিছুক্ষণের জন্য নার্স কোথাও নিয়ে যান। তারপর দিয়ে যান মায়ের কাছে। শিশুটি কাঁদতে থাকে। মাকে বলা হয়, ব্রেস্টফিড করান। এবার শিশুটির নাকমুখ থেকে রক্ত বেরোতে থাকে। নার্সিংহোমে চিকিৎসা চলে, কিন্তু শিশুটি বাঁচে না!

বর্ধমানের ঘটনা। শ্বাসকষ্টজনিত অসুবিধেয় নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অক্সিজেন দিয়ে মোটামুটি ঠিক। নার্সিংহোমের তরফে বলা হয়, একটা রাত থাক, কাল ছুটি। রাত দুটোয় বাড়িতে ফোন আসে। ইমার্জেন্সি, শিগগির আসুন, ভেন্টিলেশনে দিতে হবে, সই করে যান। ভেন্টিলেশনে যাওয়ার আগে রোগী বলেন, 'ওরা আমার সঙ্গে কী করেছে, আমি পরে বলব। আমি এত অসুস্থ ছিলাম না।'

ক'দিন ভেন্টিলেশনে থেকে তিনি চিরতরে চলে যান। পরিবার পরে জানতে পারে, এরকম মধ্যরাতে ফোনের ঘটনা এই নার্সিংহোমে মাঝে মাঝেই হয়। মোটামুটি সুস্থ হয়ে ওঠা এমন রোগীকে কিছু ইনজেকশন দিয়ে অবস্থা খারাপ করে দেওয়া হয়। শুধু ভেন্টিলেশন বা আইসিইউতে নিতে। ডাক্তাররা করেন না, করে নার্সিংহোমের রাতের কিছু ট্রেনিং প্রাপ্ত মানুষ। এদের কিছু বলতে গেলে ভবিষ্যতে নানা অশান্তির মুখোমুখি হতে হবে। এই বিষয়টি প্রশাসন ভাবুক তাঁদের মস্তিষ্ক, মনন ও অনুভব দিয়ে। দরকারে এই বিষয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে একটি টাস্ক ফোর্স হোক। যাতে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের জন্য চিকিৎসার মতো মহান পরিষেবা কালিমালিপ্ত না হয়।

(লেখক শিলিগুড়ির ভূমিকন্যা। সাহিত্যিক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৭৬

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫				★	১৬		

পাশাপাশি : ১। বিবর্ণ হয়নি, এখনও উজ্জ্বল ৩। চৈতন্যের সহধর্মিণী ৪। সম্মান বা খ্যাতি ৫। শ্রীকৃষ্ণের তৃতীয় স্ত্রী ৭। পরিমাণবাদক শব্দ ১০। এমিল জোলার বিখ্যাত উপন্যাস ১২। পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাওয়া ১৪। তাল ও লয়ের সংগতিহীন ১৫। স্পেনের কিংবদন্তি চলচ্চিত্রকার ১৬। লাল ডাঁটা শাক।

উপর-নীচ : ১। পুরোনো গাড়িকে নিয়ে বিখ্যাত বাংলা সিনেমা ২। পার্বত্য এলাকা বা পাহাড়িয়া ৩। ভয়বিহ্বলতা বা সাড়হীনতা ৬। বোনের ছেলে ৮। যে টাকাপয়সা চুরি করেছে ৯। এই ফলের ইংরেজি নাম উড অ্যাপেল ১১। ঋত্বিক ঘটকের প্রথম সিনেমা ১৩। শিবের গাজন উপলক্ষ্যে লোকগান।

সমাধান ■ ৪১৭৫

পাশাপাশি : ২। বনবিবি ৫। মাদক ৬। বেগরবাই ৮। সাধ ৯। দানা ১১। অমৃতসর ১৩। বিলয় ১৪। কানখাড়া।

উপর-নীচ : ১। হুমায়ুন ২। বক ৩। বিরাগ ৪। বিলাই ৬। বেধ ৭। রমনা ৮। সাবুত ৯। দার ১০। নারায়ণী ১১। অব্যর্থ ১২। সজ্জন ১৩। বিড়া।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

গগনযানে চোখ রেখে শুভাংশুর অগ্নিপরীক্ষা

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন : রাকেশ শর্মাকে ছুঁয়ে মহাকাশে দ্বিতীয়বার ইতিহাস গড়লেন শুভাংশু শুক্লা। ভারতের মহাকাশচর্চায় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক মানব মহাকাশ অভিযানের তকমা পেল অ্যাক্সিয়ম-৪ মিশন। এই অভিযানের অংশ হিসাবে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে (আইএসএস) একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার কথা রয়েছে শুভাংশুর। এই পরীক্ষাগুলির ফলাফল ভারতের প্রস্তাবিত গগনযান অভিযানের প্রস্তুতিতেও কাজে লাগবে।

ইসরোর গগনযান ভারতের প্রথম স্বদেশি মানব মহাকাশ মিশন। এই মিশনে মাটি থেকে ৪০০ কিমি উচ্চতায় পৃথিবীর কক্ষপথে ৩ জন ভারতীয়কে পাঠানো হবে। ২০২৬ সালে এই অভিযান হবে। গগনযান অভিযানের দিকে চোখ রেখে শুভাংশু যে পরীক্ষাগুলি চালাবেন তা হল -

মাইক্রোগ্র্যাভিটিতে ফসল উৎপাদন

মহাকাশে মুগ ডাল ও মেথির মতো ভারতীয় 'সুপারফুড' চাষ করবেন শুভাংশু। মহাকর্ষশূন্য পরিবেশে বীজ অঙ্কুরোদ্গম ও গাছের বৃদ্ধিতে কী প্রভাব পড়ে, তা বিশ্লেষণ করা হবে। এর মাধ্যমে ভারতের জন্য উপযোগী মহাকাশ খাদ্যব্যবস্থা তৈরি করা ও টেকসই খাদ্য উৎপাদনের উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে, যা চাঁদ বা মঙ্গলে দীর্ঘমেয়াদি অভিযানে কাজে লাগবে।

শরীরে পেশি ক্ষয় ও শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন

এই পরীক্ষায় দেখা হবে মহাকাশে মানুষের কোষ কীভাবে বয়স ধরে বা পেশির ক্ষয় হয়। এই তথ্য মহাকর্ষহীন পরিবেশে মহাকাশচারীদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও ভবিষ্যতের গগনযান অভিযানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মানসিক স্বাস্থ্য ও মানসিক দক্ষতা

মহাকাশে কম্পিউটারের সামনে দীর্ঘসময় কাটালে মানসিক স্বাস্থ্য ও চিন্তাশক্তিতে কী প্রভাব পড়ে তা জানতে গবেষণা চালানো হবে। ফলে মহাকাশচারীদের জন্য আরও ভালো মানসিক সহায়তা ও কাজের পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব হবে।

জীবাণুর আচরণ ও জীবনধারণ ব্যবস্থা

মহাকাশে ক্ষুদ্র জীবাণু কীভাবে আচরণ করে ও সেগুলি দিয়ে কীভাবে খাবার হিসেবে শৈবাল চাষ করা যায়, তা নিয়ে পরীক্ষা হবে। এর মাধ্যমে মহাকাশযাত্রীদের পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ ও জীবনধারণের ব্যবস্থা আরও উন্নত করা সম্ভব হবে।

টার্ডিগ্রেডের (জলভালুক) টিকে থাকার কৌশল

টার্ডিগ্রেড নামের ক্ষুদ্রপ্রাণী মহাকাশের চরম পরিবেশেও বেঁচে থাকতে পারে। তাদের ওপর গবেষণা করে মানুষের শরীরে কীভাবে জৈবিক সহনশীলতা বাড়ানো যায়, তা বোঝার চেষ্টা হবে। এই পরীক্ষা ভবিষ্যতে মহাকাশ অভিযানে সহায়ক হবে।

গর্বের মুহূর্তে চোখে জল শুভাংশুর বাবা-মায়ের। বুধবার লখনউতে।

জরুরি অবস্থা জারির ৫০ বছর, বিজেপি-কংগ্রেস চাপানউতোর

সংবিধান হত্যা দিবস পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৫ জুন : ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেছিল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির সরকার। সেই ঘটনার ৫০ বছর পূর্তিতে বুধবার দেশজুড়ে 'সংবিধান হত্যা দিবস' পালন করে বিজেপি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার এক বৈঠকে জরুরি অবস্থার নিন্দা করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। পাশাপাশি জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে মোদির লড়াইয়ের কাহিনী লিপিবদ্ধ করে এদিন একটি বই-ও প্রকাশ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। 'দ্য এমার্জেন্সি ডায়ারিস : ইয়ার্স দ্যাট ফর্জড এ লিডার' নামে ওই বইয়ে তরুণ বয়সে মোদির সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁদের বক্তব্য রয়েছে। মোদি কীভাবে গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করেছিলেন, গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে তিনি কী কী কাজ করেছেন, সেই আখ্যানও রয়েছে ওই বইয়ে। স্বাভাবিকভাবেই জরুরি অবস্থা জারির ৫০ বছরে বিজেপির এহেন আগ্রাসী প্রচারের বিরুদ্ধে স্বাভাবিকভাবেই তোপ দেগেছে কংগ্রেস। 'সংবিধান হত্যা দিবস' নামের যুক্তি নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

এদিন প্রধানমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'আজ ভারতের গণতান্ত্রিক ইতিহাসের অন্ধকারতম অধ্যায়গুলির অন্যতম জরুরি অবস্থা জারির ৫০ বছর হল। ভারতের মানুষ এই দিনটিকে সংবিধান হত্যা দিবস বলে চিহ্নিত করেছে। এই দিনে ভারতের সংবিধানে বর্ণিত মূল্যবোধগুলিকে সরিয়ে রাখা হয়েছিল, মৌলিক অধিকারগুলিকে বরখাস্ত করা হয়েছিল, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল এবং একাধিক রাজনৈতিক নেতা, সমাজকর্মী, পড়ুয়া ও সাধারণ নাগরিকদের জেলবন্দি করা হয়েছিল। তৎকালীন কংগ্রেস সরকার গণতন্ত্রকে গ্রেপ্তার করেছিল।' যাঁরা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লড়াইয়ে নেমেছিলেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাও জানান মোদি। অপরদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র তোপ, 'জরুরি অবস্থার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় সেইজন্য তার স্মৃতিকে সবসময় বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তবেই দেশের তরুণ প্রজন্ম সংস্কৃতিমনা এবং সংগঠিত হতে পারবে।' বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা বলেন, 'কংগ্রেসের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ হয়েছিল, তা নিছক রাজনৈতিক ছিল না। সেটি ছিল ভারতের আত্মা ও সংবিধান রক্ষার এক গণ আন্দোলন, যেখানে বহু দেশপ্রেমিক তাঁদের জীবন বিপন্ন করে লড়েছিলেন।'

মোদি-শা-র আক্রমণের জবাবে গত ১১ বছরে দেশে কীভাবে অঘোষিত জরুরি অবস্থা চলছে তা জানিয়ে একটি বিবৃতি জারি করেন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ। পরে ইন্দিরা ভবনে এক সাংবাদিক বৈঠকে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, 'দেশে এখন অঘোষিত জরুরি অবস্থা চলছে। যে সরকার নিজের বিরোধিতা সহ্য করতে পারে না, ভিন্নমতের জায়গা রাখে না, তারা কীভাবে সংবিধান রক্ষার কথা বলছে? সংবিধান হত্যা দিবস' আসলে শাসকদলের অপশাসন ও ব্যর্থতা আড়াল করার রাজনৈতিক নাটক।' খাড়গে বলেন, 'মোদি সরকার দেশে অভিব্যক্তির স্বাধীনতা হরণ করেছে এবং মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, দুর্নীতি ও অর্থনৈতিক অস্থিরতার মতো প্রকৃত সমস্যাগুলি থেকে মানুষের নজর ঘোরাতেই জরুরি অবস্থা ইস্যুকে সামনে আনছে।' তাঁর কটাক্ষ, 'যে সরকার মণিপুরের মতো সংকটপূর্ণ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ, তারা কীভাবে গণতন্ত্র রক্ষার দাবি করে?'

এর আগে 'সংবিধান হত্যা দিবস' নাম নিয়ে আগেই আপত্তি তুলেছিলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দেশে অঘোষিত জরুরি অবস্থা চলছে বলেও তোপ দেগেছিলেন তিনি। এদিকে শিবসেনা (ইউবিটি) নেতা সঞ্জয় রাউত বলেন, 'সংবিধানকে পূর্ণ সম্মান জানিয়েই ইন্দিরা গান্ধি সেদিন জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন। গণতন্ত্রে জরুরি অবস্থার সাংবিধানিক স্বীকৃতি আছে। কাজেই একে কিছুতেই সংবিধান হত্যা দিবস বলা যায় না।'

মোদি সরকার দেশে অভিব্যক্তির স্বাধীনতা হরণ করেছে এবং মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, দুর্নীতি ও অর্থনৈতিক অস্থিরতার মতো প্রকৃত সমস্যাগুলি থেকে মানুষের নজর ঘোরাতেই জরুরি অবস্থা ইস্যুকে সামনে আনছে।
মল্লিকার্জুন খাড়গে

ভারতের গণতান্ত্রিক ইতিহাসের অন্ধকারতম অধ্যায়গুলির অন্যতম জরুরি অবস্থা জারির ৫০ বছর হল। তৎকালীন কংগ্রেস সরকার গণতন্ত্রকে গ্রেপ্তার করেছিল।
নরেন্দ্র মোদি

সংবিধানকে পূর্ণ সম্মান জানিয়েই ইন্দিরা গান্ধি সেদিন জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন। গণতন্ত্রে জরুরি অবস্থার সাংবিধানিক স্বীকৃতি আছে। কাজেই একে কিছুতেই সংবিধান হত্যা দিবস বলা যায় না।
সঞ্জয় রাউত

অভিনন্দনের আটককারী সেই পাক অফিসার হত

ইসলামাবাদ, ২৫ জুন : ২০১৯ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের বালাকোটে জঙ্গিশিবির ধ্বংসে ভারতীয় বায়ুসেনা অভিযান চালিয়েছিল। পালটা হামলায় ভারতের আকাশসীমা লঙ্ঘন করেছিল পাক বিমান। পাকিস্তানের একটি এফ-১৬ বিমানের পিছু ধাওয়া করেছিলেন ভারতীয় বায়ুসেনার উইং কমান্ডার অভিনন্দন বর্তমান। পাক ফাইটার জেট থেকে গুলি করে তাঁর মিগ-২১ বাইসন বিমানকে নামানো হয়। তিনি পড়েন জম্মু ও কাশ্মীর নিয়ন্ত্রণরেখার ওপারে। পাক সেনার মেজর মোইজ আব্বাস শাহ অভিনন্দনকে বন্দি করেন। সেই মেজরই জঙ্গিদের সঙ্গে মোকাবিলায় নিহত হলেন। পাকিস্তানের নিষিদ্ধ

সংগঠন তেহরিক-ই তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)-এর সঙ্গে লড়াইয়ে মারা গিয়েছেন মেজর আব্বাস। ঘটনাটি ঘটেছে খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে।

মঙ্গলবার পাক সেনা জানিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের দক্ষিণাঞ্চলে অভিযানে নামে সেনাবাহিনী। তাদের কাছে খবর ছিল, ওয়াজিরিস্তানে লুকিয়ে রয়েছে কয়েকজন জঙ্গি। সেইমতো সেনাবাহিনী তল্লাশি শুরু করে। দু'তরফের গুলির লড়াইয়ে ১১ জন জঙ্গি মারা পড়েছে। মৃত্যু হয়েছে দুই পাক সেনার। তাঁদেরই একজন হলেন মেজর মোইজ আব্বাস শাহ। তদানীন্তন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান অবশ্য 'শান্তির ইঙ্গিত' হিসেবে অভিনন্দন বর্তমানকে মুক্তি দিয়েছিলেন।

জম্মুর তবী নদীতে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। বুধবার।

খাড়গের টিপ্পনী শুনে পালটা থারুরের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৫ জুন : কংগ্রেসের আপত্তি উড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আহ্বানে বিদেশে একটি সর্বদলীয় প্রতিনিধি দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শশী থারুর। দল সতর্ক করার পরও প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে শোনা গিয়েছে তিরুবনন্তপুরমের কংগ্রেস সাংসদকে। বারবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তির পর বুধবার থারুরের নাম না করে তাঁকে লক্ষ্মণরেখা দেখিয়ে দিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। কংগ্রেসের সদর দপ্তরে এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, 'আমাদের কাছে দেশ প্রথম। কিন্তু কারও কারও কাছে মোদিই প্রথম, দেশ তারপর। এতে আমাদের কী করার আছে?' থারুর অবশ্য খাড়গের এই বক্তব্যকে পাত্তা দিতে নারাজ। উলটে কৌশলী জবাব দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, তিনি স্বাধীনচেতা। কাজেই তিনি কী করবেন আর কী করবেন না তার জন্য দলের হাইকমান্ডের অনুমতি নেবেন না।

সম্প্রতি একটি উত্তর সম্পাদকীয় নিবন্ধে মোদির প্রশংসা করে থারুর লিখেছিলেন, মোদির ঐক্যের শক্তি, স্পষ্ট যোগাযোগের কার্যকারিতা এবং সুগঠিত কূটনৈতিক চিন্তাভাবনা ভারতকে ক্রমশ সমৃদ্ধ করছে। প্রধানমন্ত্রীর কাজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন তিনি। খাড়গের বক্তব্যের জবাবে এদিন এক্স হ্যান্ডেলে থারুর একটি পাখির ছবি পোস্ট করেছেন। তাতে তিনি লিখেছেন, 'ওড়ার জন্য কারও অনুমতি চেয়ো না। ডানাগুলি তোমার। আর আকাশটা কারও একার নয়।' থারুরের কথায় স্পষ্ট, কংগ্রেস হাইকমান্ডের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব আরও বাড়ছে। খাড়গেকে এদিন থারুরের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'কীভাবে ইংরেজি পড়তে হয় আমি তা জানি না। ইংরেজির ওপর ওঁর খুব ভালো দখল আছে। সেই কারণেই আমরা ওঁকে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য করেছি।' খাড়গের সপাট জবাব, 'মানুষ যা খুশি লিখতে পারেন। এসবের মধ্যে আমরা নাক গলাতে চাই না। আমরা দেশের ঐক্য চাই। দেশের জন্য আমাদের লড়াই চলবে। ওয়ার্কিং কমিটিতে ৩৪ জন সদস্য আছেন, ৩০ জন বিশেষ আমন্ত্রিত আছেন। প্রত্যেকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি আছে। উনি (থারুর) যা বলেছেন, সেটা ওঁর ব্যক্তিগত মতামত। আমরা দেশসেবায় নিয়োজিত। কেউ যদি অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকেন তাহলে সেটা তাঁর কাছ থেকেই জানা যাবে।' কংগ্রেস নেতা কেসি বেণুগোপাল বলেন, 'আপনারা যেভাবে খুশি ব্যাখ্যা করতে পারেন। আপনারা চান দল থেকে যেন ওঁকে বের করে দেওয়া হয়। ভিন্ন মত থাকা সত্ত্বেও ওঁকে সিডবলিউসি-তে রাখা হয়েছে। এটাই কংগ্রেসের বিশেষত্ব।'

বছরে ২ বার বোর্ড পরীক্ষায় বসার সুযোগ

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন : জাতীয় শিক্ষানীতির সঙ্গে সংগতি রেখে দশম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষার্থীদের জন্য বিধি বদল করল সিবিএসই। এর ফলে একটি শিক্ষাবর্ষে ২ বার পরীক্ষায় বসার সুযোগ পাবেন সিবিএসই-র দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা। ২০২৬ থেকে নতুন নিয়ম কার্যকর হবে। বুধবার বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছে, ২টি পরীক্ষার মধ্যে প্রথমটি হবে বাধ্যতামূলক এবং দ্বিতীয়টি ঐচ্ছিক। আগামী বছর থেকে চালু হওয়া নিয়মে ফেব্রুয়ারিতে আয়োজিত

সিবিএসই

বোর্ড পরীক্ষায় দশম শ্রেণির সব পরীক্ষার্থীর অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। ওই পরীক্ষায় যারা বসবে তাদের মধ্যে কেউ আরও ভালো ফল করতে চাইলে দ্বিতীয়বার পরীক্ষায় বসতে পারবে। দ্বিতীয় ধাপের ঐচ্ছিক পরীক্ষা হবে মে মাসে। সিবিএসই-র পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক সান্যম ভরদ্বাজ বলেন, 'প্রথম ধাপটি ফেব্রুয়ারিতে এবং দ্বিতীয় ধাপটি মে মাসে অনুষ্ঠিত হবে। দুটি ধাপের ফলাফল যথাক্রমে এপ্রিল এবং জুনে প্রকাশ করা হবে।' তাঁর বক্তব্য, 'প্রথম ধাপে পরীক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। দ্বিতীয় ধাপটি ঐচ্ছিক। শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান, গণিত, সামাজিক বিজ্ঞান এবং ভাষাগুলির মধ্যে যে কোনও তিনটি বিষয়ে ফল উন্নত করার অনুমতি দেওয়া হবে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে মউ স্বাক্ষর

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন : শিক্ষা, চিকিৎসা, যোগ, আয়ুর্বেদ, দক্ষতা উন্নয়ন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের ৩টি প্রথমসারির বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে মউ স্বাক্ষর করেছে পতঞ্জলি বিশ্ববিদ্যালয় এবং পতঞ্জলি গবেষণা সংস্থা। এই অনুষ্ঠানে মধ্যপ্রদেশের ছিন্দওয়াড়ার রাজা শংকর শাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ইন্দ্রপ্রসাদ ত্রিপাঠী, ছত্তিশগড়ের দুর্গস্থিত হেমচাঁদ যাদব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাদার্য সঞ্জয় তিওয়ারি এবং মধ্যপ্রদেশের মহাত্মা গান্ধি চিত্রকুট গ্রামোদয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ভরত মিশ্র উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে পতঞ্জলির ইতিহাস, উদ্ভিদবিদ্যা, রোগ নির্ণয়, বিশ্ব ভেষজ সংহিতা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন পতঞ্জলি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আচার্য বালকৃষ্ণ। তিনি বলেন, 'আমরা আত্মবিশ্বাসী যে, কৃষি বিপ্লব, যোগ বিপ্লব এবং শিক্ষা বিপ্লবের লক্ষ্যে শুরু হওয়া এই যাত্রা দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের উপকার করবে।'

বাজার উর্ধ্বমুখী

মুম্বই, ২৫ জুন : ইরান-ইজরায়েল সংঘাত স্তিমিত হতেই ফের ঘুরে দাঁড়াল ভারতীয় শেয়ার বাজার। বুধবার বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক সেনসেক্স ৭০০.৪ পয়েন্ট উঠে ৮২৭৫৫.৫১ পয়েন্টে পৌঁছেছে। একইভাবে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক নিফটি ২০০.৪ পয়েন্ট উঠে থিতু হয়েছে ২৫২৪৪.৭৫ পয়েন্টে।

চোর সন্দেহে তরুণকে জুতোর মালা পুলিশের

জম্মু, ২৫ জুন : পুলিশের কাজ কী? দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন। পুরোটাই তাদের করতে হয় আইন মেনে। কিন্তু ক্যাঙারু কোর্টের ধাঁচে পুলিশই যদি অপরাধীদের বিচার করা শুরু করে তাহলে প্রশ্ন উঠতে বাধ্য। অথচ জম্মুর বক্সীনগরে পুলিশ যা করেছে তাতে উর্দিধারীদের কর্তব্যপরায়ণতা এখন কাঠগড়ায়। মঙ্গলবার চোর সন্দেহে এক কাশ্মীরি তরুণকে আটক করে তার গলায় জুতোর মালা পরিয়ে, গাড়ির বনেটের সঙ্গে বেঁধে গোটা বক্সীনগরে ঘোরানো হয়। সেই ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরালও হয়েছে।

ওই তরুণই যে চোর সেটা প্রমাণিত হওয়ার আগেই বক্সীনগরের স্টেশন হাউস অফিসার (এসএইচও) আজাদ মানহাসের এমন আচরণ ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে। ইতিমধ্যে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ২০১৭ সালে ঠিক এমনটাই ঘটেছিল কাশ্মীরে। বুদগামে পাথরছোড়া বিক্ষোভের মুখে ফারুক আহমেদ দার নামে এক ব্যক্তিকে মানবঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন ভারতীয় সেনার মেজর লিটুল গগৈ।

মানহাস বলেছেন, '৬ জুন একটি হাসপাতাল থেকে ৪০ হাজার টাকা ডাকাতি হয়েছিল। সেই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিল ওই তরুণ। আমি তাকে ধরে টাকা ফেরত দিতে বলি। কিন্তু সেই কথা শুনে সে আমার হাতে ছুরি বা ব্লেড দিয়ে আঘাত করে। পালানোর চেষ্টা করে। আমি পিছু ধাওয়া করে তাকে ধরে ফেলি।' পুলিশকর্মীরা ওই তরুণকে বেধড়ক মারধরও করে। জামাকাপড় খুলে দেওয়া হয়।

আইনের রক্ষকরা যেভাবে একজনকে স্রেফ অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করে ক্যাঙারু কোর্টের মতো বিচার করেছে তাতে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে। আইনজীবী মহসিন দার বলেন, 'বিষয়টি মানবাধিকার লঙ্ঘনের শামিল। অভিযুক্তের সঙ্গে যদি এরকম আচরণ করা হয় তাহলে পুলিশের থাকার দরকার কী। এই ধরনের ব্যাপার তো সাধারণ জনতার হাতে ছেড়ে দিলেই হয়। এটা অত্যন্ত চিন্তার বিষয়।' ল্যাংগেটের বিধায়ক শেখ খুরশিদ জানিয়েছেন, যে পুলিশ আধিকারিকরা এই ঘটনার সঙ্গে তাঁদের বিরুদ্ধে তদন্ত করা হোক। সূত্রের খবর, ওষুধ কিনতে গিয়ে ৪০ হাজার টাকা চুরি করার অভিযোগ উঠেছিল ওই তরুণের বিরুদ্ধে।

এসসিও-তে রাজনাথ

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন : গালওয়ান সংঘর্ষের পর এই প্রথম চিনে পা পড়ছে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের। সীমান্ত নিয়ে চিনের সঙ্গে ভারতের বিরোধ থাকলেও বর্তমানে পরিস্থিতি অনেকটা স্থিতিশীল।

এই আবহে বিশ্ব থেকে সন্ত্রাস উপড়ে ফেলে শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য যৌথ, ধারাবাহিক ও বিভিন্ন দেশের সমন্বিত পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তায় জোর দিচ্ছে ভারত। তাঁর দেশের এই দৃষ্টিভঙ্গী সাংহাই সম্মেলনে রাজনাথ তুলে ধরবেন বলে জানিয়েছেন। চিনের কিংডাওয়ে সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার (এসসিও) সম্মেলনে বিশ্বের ১০ দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী যোগ দিচ্ছেন।

পাকিস্তানের মদতপুষ্ট আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ইসলামাবাদকে নতুন করে কূটনৈতিক চাপের মুখে ফেলতেও তৎপর রাজনাথ। তিনি জানিয়েছেন, এসসিও-র মঞ্চে সন্ত্রাসদমনে জোরদার চেষ্টা চালানোর ডাক দেবেন।

রাজনাথ এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'এসসিও-র প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের বৈঠকে যোগ দিতে কিংডাওয়ের উদ্দেশে রওনা হচ্ছি। ওখানে বিভিন্ন দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের কাছে নানা ইস্যু তুলে ধরার সুযোগ রয়েছে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিয়ে ভারতের চিন্তা-ভাবনা তুলে ধরব।'

এসসিও বৈঠক চলবে ২৭ জুন পর্যন্ত। ভারতের পাশাপাশি আয়োজক চিনের সঙ্গে বৈঠকে অংশ নিচ্ছে রাশিয়া, বেলারুশ, ইরান, পাকিস্তান, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, কিরঘিজস্তান, কাজাখস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রীরা।

ধ্বংস নয়, মাসকয়েক পিছিয়েছে ইরানের পরমাণু কর্মসূচি

গোয়েন্দা রিপোর্ট মানতে নারাজ ট্রাম্প, 'পাশে' তেহরান

ওয়াশিংটন ও তেহরান, ২৫ জুন : ইজরায়েলের ধারাবাহিক হামলা এবং মার্কিন সেনার বাংকার বাস্টার বোমার আঘাত সহ্য করেও টিকে গিয়েছে ইরানের পরমাণু কর্মসুচি। গত ১২ দিন ধরে চলা সংঘাত সেই কর্মসূচিকে কয়েক মাস পিছিয়ে দিয়েছে মাত্র। মোটের ওপর অক্ষত রয়েছে ইরানের মূল পারমাণবিক পরিকাঠামো। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার প্রাথমিক রিপোর্টে এমনটাই জানানো হয়েছে। সংবাদমাধ্যমে রিপোর্টের কথা প্রকাশিত হতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। মঙ্গলবার তিনি দাবি করেছিলেন আমেরিকার বাংকার বাস্টার ইরানের পরমাণু কর্মসূচিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। বুধবারও সেই অবস্থানে অনড় রয়েছেন তিনি।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে ট্রাম্পের বক্তব্যেই সিলমোহর দিয়েছে ইরান। মার্কিন গোয়েন্দা রিপোর্টের বিপরীতে ইরান সরকার জানিয়েছে, আমেরিকার হামলায় তাদের পরমাণুকেন্দ্রগুলির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ইরানের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই বলেন, 'আমাদের পারমাণবিক পরিকাঠামো যে প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা নিয়ে সন্দেহ নেই।'

ন্যাটো বৈঠকের ফাঁকে ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির সঙ্গে ডোনাল্ড ট্রাম্প। বুধবার দ্য হেগে।

ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প লিখেছেন, 'ইজরায়েল ও ইরান দু-পক্ষই যুদ্ধ বন্ধ করার ব্যাপারে সমানভাবে আগ্রহী ছিল। সবকটি পারমাণবিক পরিকাঠামো ধ্বংস করার পর যুদ্ধে রাশ টানা আমার কাছে খুব সম্মানের ব্যাপার।' এদিন এক সাংবাদিক তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'ইরান যদি পরমাণু বোমা বানানোর চেষ্টা করে তাহলে আমেরিকা কি সেখানে ফের হামলা চালাবে?' জবাবে ট্রাম্প বলেন, 'অবশ্যই। তবে এত কিছুর পর ওরা (ইরান) কি বোমা তৈরির চেষ্টা করবে?' তিনি আরও বলেন, 'ওরা কিছুতেই বোমা বানাতে পারবে না। ইউরেনিয়াম শোধন করতেও দেওয়া হবে না।' ইজরায়েল, ইরানকে নিয়ে তাঁর মূল্যায়ন, 'ওরা স্কুলপড়ুয়া বাচ্চাদের মতো। ওদের মধ্যে তুমুল ঝগড়া হয়েছে। স্কুলের উঠোনে দুটো বাচ্চার মতো ওরা ঝগড়া-মারামারি করছে। তুমি ওদের থামাতে পারবে না। দু-তিন মিনিট ঝগড়া করতে দাও। তাহলে ওদের থামানো সহজ হবে।'

কৃতিত্ব দাবি

- সবকটি পারমাণবিক পরিকাঠামো ধ্বংস করার পর যুদ্ধে রাশ টানা আমার কাছে খুব সম্মানের ব্যাপার
- ওরা (ইরান) কিছুতেই বোমা বানাতে পারবে না। ইউরেনিয়াম শোধন করতেও দেওয়া হবে না
- ওদের (ইজরায়েল-ইরান) মধ্যে তুমুল ঝগড়া হয়েছে। স্কুলের উঠোনে দুটো বাচ্চার মতো ওরা ঝগড়া-মারামারি করছে

সংবাদমাধ্যমে উল্লিখিত ৫ পাতার গোয়েন্দা রিপোর্ট নিয়ে একটি বিবৃতি জারি করেছে হোয়াইট হাউস। সেখানে আমেরিকার ২টি সংবাদ সংস্থার নাম করে বলা হয়েছে, 'সংস্থাগুলি বিভ্রান্তিকর খবর পরিবেশন করছে। এই ধরনের প্রতিবেদন আমেরিকাকে দুর্বল করার ষড়যন্ত্রের অংশ। সংশ্লিষ্ট সংবাদমাধ্যমগুলি মার্কিন সেনাবাহিনীর সবচেয়ে সফলতম অভিযানগুলির একটিকে লঘু করে দেখানোর চেষ্টা করেছে। ইরানের পারমাণবিক কেন্দ্রগুলি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।' ট্রাম্প সরকারের অবস্থানকে সমর্থন করেছে ইজরায়েল। সেদেশের অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচ বলেন, 'হামলায় ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। তবে এর পরিমাণ নির্ধারণ করতে কয়েকদিন সময় লাগবে।'

গোয়েন্দা রিপোর্টটি সম্পর্কে অবগত ট্রাম্প সরকারের এক শীর্ষস্থানীয় গোয়েন্দা কর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে আমেরিকার একটি সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ইরানের ফোর্দো, নাতাঞ্জ এবং ইসফাহান পরমাণুকেন্দ্রে হামলা চালিয়েছে মার্কিন ও ইজরায়েলি ফৌজ। এর ফলে ফোর্দো ও নাতাঞ্জের প্রবেশপথগুলি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রগুলির ভালো রকম ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছে। কিন্তু সবকটি কেন্দ্রের ভূগর্ভস্থ মূল ভবনগুলি অক্ষত রয়েছে। সেগুলি এখনও ব্যবহার করা যেতে পারে। পাশাপাশি ইরানের বিশুদ্ধ ইউরেনিয়ামের ভাঁড়ারও অক্ষত রয়েছে। পরমাণু কর্মসূচিকে সাম্প্রতিক সংঘাতের আগের অবস্থায় নিয়ে যেতে ইরানের বড়জোর ৬ মাস সময় লাগবে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

মার্কিন গোয়েন্দাদের মতে, ইরানের পরমাণুকেন্দ্রগুলি মাটির অন্তত ৩০০ ফুট গভীরে অবস্থিত। বাংকার বাস্টার বোমা দিয়ে সেগুলি ধ্বংস করা একরকম অসম্ভব। ইরানের কাছে অন্তত ৪০০ কেজি বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম রয়ে গিয়েছে। ৬ মাস নয় ৩ মাসের মধ্যেই পরমাণু বোমা তৈরি করতে পারে ইরান।

এদিকে ইজরায়েল ও পশ্চিমী দেশগুলির উদ্বেগ বাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে পাশ করেছে ইরানের পার্লামেন্ট।

মঙ্গলবার প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর পার্লামেন্টের স্পিকার মোহাম্মদ বাকের কালিবাফ বলেন, 'পরমাণু বোমা বানানোর ইচ্ছা নেই ইরানের। আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা নিজেদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। সংস্থাটি একটি আন্তর্জাতিক হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে।'

বেঁচে থাকার কৌশল
অভিযোজন

শুভময় খান কর্মকার, *শিক্ষক*
বটতলী কেএম উচ্চবিদ্যালয়
ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি

১) ইথোলজি (ethology) কী?

উঃ জীববিদ্যার যে শাখায় বিভিন্ন প্রকার প্রাণীদের আচার-আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয় তাকে আচরণবিদ্যা বা ইথোলজি বলে।

২) অভিযোজন কাকে বলে?

উঃ পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কোনও জীবের গঠনগত, শারীরবৃত্তীয় এবং আচরণগত স্থায়ী পরিবর্তনকে সেই জীবের অভিযোজন বলে।

৩) দ্বি-অভিযোজন কী?

উঃ কোনও জীবদেহে দুটি ভিন্ন পরিবেশে বাস করার জন্য অনেক সময় দুই প্রকার উপযোগী অভিযোজন দেখা যায়, একে দ্বি-অভিযোজন বলে। যেমন- পায়রা ডানার সাহায্যে বায়বীয় পরিবেশে উড়তে পারে, আবার পশ্চাৎপদের সাহায্যে মাটিতে হাঁটতে পারে।

৪) অপসারী বা ডাইভারজেন্ট অভিযোজন কী?

উঃ একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত জীবেরা ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে বসবাস করার জন্য একই অঙ্গের কার্যগত পরিবর্তন ঘটে। এমন একই গোষ্ঠীভুক্ত জীবদের ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে বসবাসের উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের অভিযোজনকে অপসারী অভিযোজন (Divergent adaptation) বলে। যেমন - স্তন্যপায়ী শ্রেণির প্রাণী বাদুড়ের খেচর অভিযোজন, তিমির জলজ অভিযোজন, ইঁদুরের ফোসোরিয়াল অভিযোজন, বানরের স্ক্যানসোরিয়াল অভিযোজন প্রভৃতি।

৫) গৌণ অভিযোজন কী?

উঃ কোনও নির্দিষ্ট পরিবেশে কোনও জীবের উদ্ভব বা বিকাশ ঘটলেও কোনও বিশেষ কারণে সেই জীবকে অন্য কোনও প্রাকৃতিক পরিবেশে বেঁচে থাকার জন্য ওই পরিবেশের উপযোগী যে অভিযোজন ঘটে, তাকে গৌণ অভিযোজন বলে। উদাহরণ- স্তন্যপায়ী প্রাণী তিমির জলজ অভিযোজন।

৬) মুখ্য ও গৌণ জলজ প্রাণীর উদাহরণ দাও।

উঃ মুখ্য জলজ প্রাণী হল মাছ এবং গৌণ জলজ প্রাণী হল তিমি, কুমির, কচ্ছপ ইত্যাদি।

৭) অভিযোজনগত বিকিরণ (Adaptive radiation) কাকে বলে?

উঃ কোনও সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে উৎপত্তি লাভ করে বিভিন্ন জীবগোষ্ঠী ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অভিযোজিত হলে তাকে অভিযোজনগত বিকিরণ বলে। যেমন - একই পূর্বপুরুষ বা উদবংশীয় স্তন্যপায়ী জীব থেকে উৎপত্তি লাভ করে তিমি জলে, বাদুড় আকাশে, ইঁদুর গর্তে, শ্লথ গাছে থাকার জন্য অভিযোজিত হয়।

৮) পায়রার দেহে বায়ুথলির গুরুত্ব উল্লেখ করো।

উঃ পায়রার ফুসফুসের সঙ্গে নয়টি বায়ুথলি (air sacs) যুক্ত থাকে যা পায়রার খেচর অভিযোজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বায়ুথলি ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে এবং ওড়ার সময় অতিরিক্ত অক্সিজেন জোগানে সাহায্য করে। বায়ুথলিগুলি বায়ুপূর্ণ হলে দেহ সামগ্রিকভাবে হালকা হয় এবং বাতাসে ভাসতে সুবিধা হয়।

৯) পর্ণকাণ্ড বা ফাইলোক্লেড (Phylloclade) কী?

উঃ ক্যাকটাসের কাণ্ড স্থূল, চ্যাপ্টা, রসালো এবং সবুজ হয়। উষ্ণ পরিবেশে জল সংরক্ষণ ও সালোকসংশ্লেষের জন্য এরূপ অভিযোজন হয়েছে। ক্যাকটাসের এরকম কাণ্ডকে পর্ণকাণ্ড বা ফাইলোক্লেড বলে।

১০) পত্রকণ্টকের অভিযোজনগত গুরুত্ব লেখো।

উঃ ক) বাষ্পমোচন হার রোধ– কিছু ক্ষেত্রে ক্যাকটাসের পাতাগুলি কাঁটায় রূপান্তরিত হয়েছে যা পত্রকণ্টক নামে পরিচিত। এই পত্রকণ্টকগুলি পত্ররন্ধ্রবিহীন ও ক্ষুদ্র আকৃতির হওয়ার জন্য ক্যাকটাসের বাষ্পমোচনের হার অনেকাংশে হ্রাস করে।

খ) আত্মরক্ষা – কাঁটার উপস্থিতির জন্য তৃণভোজী প্রাণীরা ক্যাকটাসকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে না। এই সকল জাঙ্গল উদ্ভিদে কাঁটা আত্মরক্ষায় সাহায্য করে।

১১) ওয়াগল (Waggle) নৃত্য কী?

উঃ মৌচাক থেকে খাদ্যের অবস্থানের দূরত্ব ১০০ মিটারের বেশি হলে কর্মী

মাধ্যমিক
জীবন বিজ্ঞান

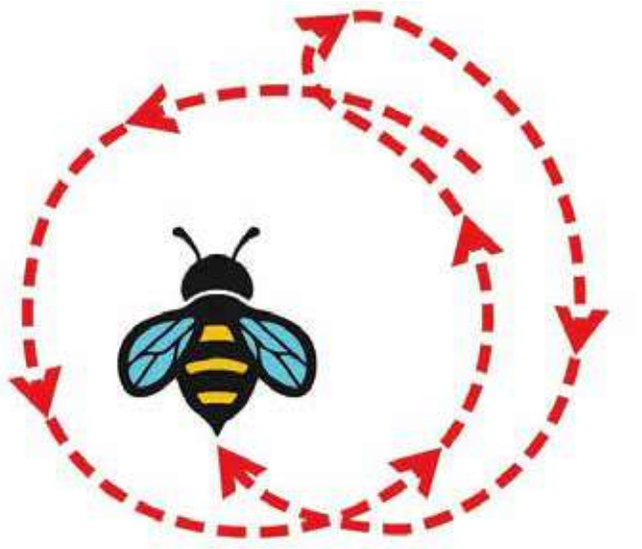

মৌমাছিরা চাকের সামনে উল্লম্ব তলে ইংরেজি '৪' সংখ্যার মতো নৃত্যের ভঙ্গিতে উড়তে থাকে, যা দেখে অন্য কর্মী মৌমাছিরা খাদ্যের অবস্থান নির্ণয় করতে পারে। একে ওয়াগল নৃত্য বলে।

১২) শ্বাসমূল কী?

উঃ লবণাম্বু উদ্ভিদ যে মাটিতে জন্মায় সেই মাটিতে লবণের পরিমাণ বেশি থাকে এবং অক্সিজেনের পরিমাণ অত্যধিক কম হওয়ায় লবণাম্বু উদ্ভিদের শাখামূলগুলি পরিবর্তিত হয়ে অভিকর্ষের বিপরীতে বৃদ্ধি পেয়ে মাটি ভেদ করে খাড়াভাবে মাটির ওপরে উঠে আসে। এই শাখা মূলের অগ্রভাগে অসংখ্য ছিদ্র থাকে, এদের নিউম্যাটোফোর বলে যা বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে শ্বাসকার্যে সাহায্য করে। শ্বাসকার্যে অংশগ্রহণকারী এই বিশেষ অভিযোজিত বায়ব শাখামূলগুলিকে শ্বাসমূল বলে।

১৩) সুন্দরী গাছ কীভাবে অতিরিক্ত লবণ মোচন করে?

উঃ সুন্দরী গাছ জলের মাধ্যমে শোষিত লবণ পাতার লবণ গ্রন্থি ও মূলের মাধ্যমে দেহ থেকে বের করে দেয়। কিছু পরিমাণ অতিরিক্ত লবণ পাতা ও বাকলে জমা করে রাখে এবং পাতা ও বাকল মোচনের মাধ্যমে লবণ ত্যাগ করে।

১৪) জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম কী?

উঃ সমুদ্র উপকূলবর্তী অতিরিক্ত লবণাক্ত মাটিতে অঙ্কুরোদগম বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই অসুবিধা দূর করার জন্য লবণাম্বু উদ্ভিদ গাছে থাকাকালীন ফলের মধ্যে বীজের অঙ্কুরোদগম ঘটে। একে জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম বলে। এক্ষেত্রে ফলত্বক ফাটিয়ে ভ্রূণমূল ও বীজপত্রাবকাণ্ডটি বাইরে বেরিয়ে আসে। বীজ পত্রাবকাণ্ড বৃদ্ধি পেয়ে গদার আকৃতি ধারণ করে এবং দীর্ঘ বীজপত্রাবকাণ্ড সহ অঙ্কুরিত বীজ মাটিতে পড়ে ও ভ্রূণমূলটি খাড়াভাবে নরম মাটিতে গেঁথে যায়। এর ফলে জোয়ারের জলে বীজটি ভেসে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না এবং ভ্রূণের বেশিরভাগ অংশ নোনা জলের উপরে থাকায় শিশু উদ্ভিদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় না। উদাহরণ- রাইজোফোরা (Rhizophora)।

১৫) মাছের পটকার কাজ কী?

উঃ পটকার সাহায্যে অস্থিযুক্ত মাছ জলের মধ্যে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন গভীরতায় বিচরণ করতে পারে। পটকা বায়ুর পরিমাণ হ্রাসবৃদ্ধির মাধ্যমে মাছের দেহের আপেক্ষিক গুরুত্ব কমিয়ে বা বাড়িয়ে মাছকে জলে ভাসতে ও জলে ডুবতে সাহায্য করে।

১৬) রেড গ্রন্থি কী?

উঃ অস্থিযুক্ত মাছের পটকার অগ্রপ্রকোষ্ঠে অবস্থিত গ্যাস উৎপাদনকারী গ্রন্থির নাম রেড গ্রন্থি। যেমন- রুই মাছ।

১৭) উটের কুঁজ-এর কাজ কী?

উঃ উট মরুভূমির প্রাণী। উটের কুঁজ জল সঞ্চয় করে রাখে না। এতে চর্বি জমা থাকে। এই চর্বি জারিত হলে বিপাকীয় জল উৎপন্ন হয় এবং এই জল তার শারীরবৃত্তীয় প্রয়োজন মেটায়। জারণ ক্রিয়ায় নির্গত শক্তি উটের নানাবিধ কাজ সম্পন্ন করে। ১০০ গ্রাম ফ্যাট জারিত হলে ১১০ গ্রাম জল উৎপন্ন হয়।

১৮) উটের RBC-এর বৈশিষ্ট্য লেখো।

উঃ উটের RBC নিউক্লিয়াসবিহীন, ক্ষুদ্র ও ডিম্বাকার হয়। এর জন্য এগুলি উটের দেহে জল কম থাকার সময় ঘন রক্তের মধ্যে দিয়ে সহজে যেতে পারে। RBC-র মধ্যে জল প্রবেশ করলেও হিমোলাইসিস ঘটে না কারণ উটের RBC অনেক বেশি (প্রায় ২৪০%) প্রসারিত হতে পারে। ফলে উট যখন অধিক মাত্রায় জল পান করে তখন তা বিদীর্ণ হয় না। উটের দেহে জলাভাব ঘটলে জল আবার RBC থেকে বেরিয়ে যায়।

১৯) উটের দেহে জলের মাত্রা কে নিয়ন্ত্রণ করে?

উঃ রক্তে উপস্থিত বিশেষ একপ্রকার অ্যালবুমিন।

২০) জলথলি বা ওয়াটার স্যাক কী?

উঃ উটের পাকস্থলীতে জলথলি বা ওয়াটারস্যাক (Water sac) থাকে। এখানে উট অতিরিক্ত জল শোষণ করে রাখে, যা প্রয়োজনে জলের চাহিদা পূরণ করে।

২১) জাঙ্গল উদ্ভিদ কী?

উঃ যে সকল উদ্ভিদ শুষ্ক মরু অঞ্চলে বা শুষ্ক বালুকাময়, শিলাযুক্ত মাটিতে ও অল্প বৃষ্টিপাতযুক্ত উষ্ণ আবহাওয়ায় জন্মায় তাদের জাঙ্গল উদ্ভিদ বা জেরোফাইট বলে। যেমন ফণীমনসা, তেসিরা মনসা, বাবলা ইত্যাদি।

২২) পেকটেন কোথায় থাকে?

উঃ পায়রার চোখে।

২৩) লবণাম্বু উদ্ভিদ বা হ্যালোফাইট কাকে বলে?

উঃ সমুদ্র উপকূলবর্তী শারীরবৃত্তীয় শুষ্ক মাটিতে (অত্যন্ত বেশি লবণ ঘনত্বযুক্ত মাটি) যে সমস্ত উদ্ভিদ জন্মায় এবং বিশেষ অঙ্গসংস্থানিক ও শারীরবৃত্তীয় অভিযোজনের মাধ্যমে বেঁচে থাকে তাদের লবণাম্বু উদ্ভিদ বা হ্যালোফাইট (Halophyte) বলে। এদের ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদও বলা হয়। যেমন- সুন্দরী, গরান, গেঁওয়া প্রভৃতি উদ্ভিদ।

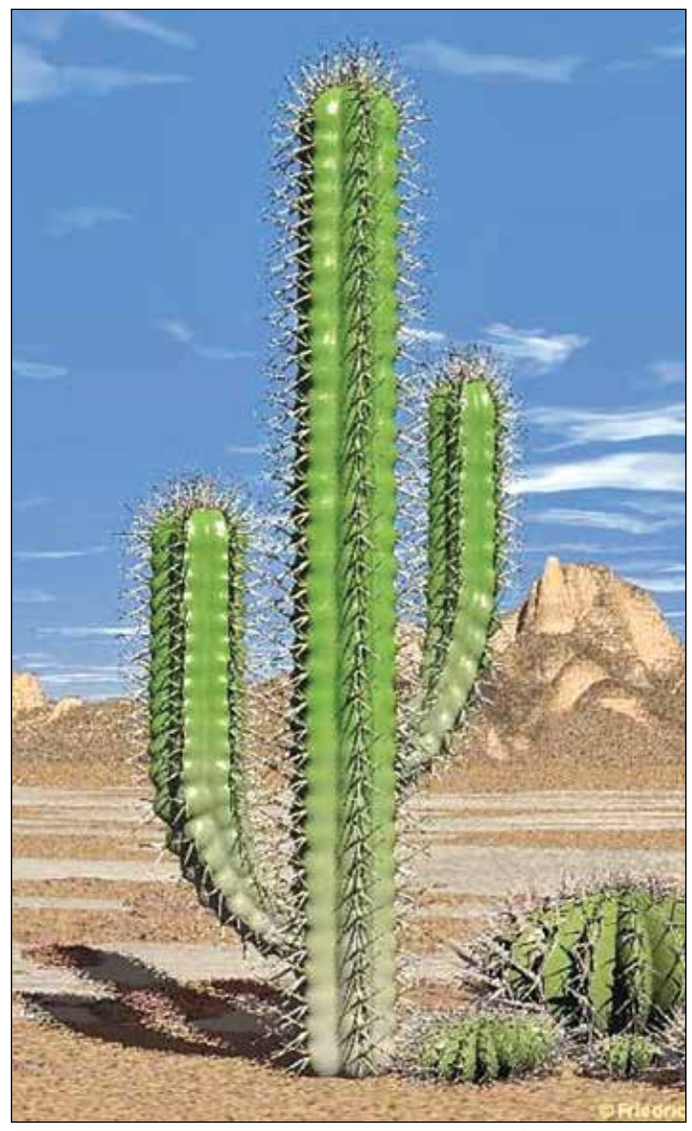

পর্দা নয়, পাতাই হোক শেষ কথা

শ্রাবণী দত্ত, *প্রধান শিক্ষক*
কালীচন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়,
রাঙাপানি , শিলিগুড়ি

অভ্যাস হল এমন আচরণ যা নিয়মিতভাবে বা বারবার করার ফলে স্বয়ংক্রিয় বা স্বাভাবিক হয়ে যায় অজান্তেই। ছোটবেলা থেকে নিয়মিত বই পড়ার অভ্যাস একদিকে যেমন বুদ্ধি ও চিন্তার বিকাশ ঘটায়, অন্যদিকে কল্পনাশক্তি

বই পড়ার অভ্যাস কেন প্রয়োজন

- নতুন শব্দ ও শব্দার্থ জানবে, শব্দভাণ্ডার বাড়বে।
- ভাষার প্রতি আগ্রহ বাড়বে।
- তোমাদের কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতা বাড়বে।
- নিজের মনোযোগ বাড়বে।
- দেশীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, সমাজকে চেনার আগ্রহ বাড়বে।
- বই পড়ার ব্যস্ততায় নেতিবাচক কাজ এড়াতে পারলে নিজেকে বিভিন্ন অসামাজিক কাজের কুপ্রভাব থেকে দূরে রাখতে পারবে।

বিকাশের জন্যও খুব কার্যকর। বৃহৎ জগৎকে সম্পূর্ণ দেখার সুযোগ কম হলেও অধরা পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় আনতে পারে একমাত্র বই। অনেকক্ষেত্রে এমন কিছু কথা যা লোকমুখে শুনে বিশ্বাস করা যায় না, সেই একই তথ্য বই থেকে পড়লে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হয়।

তাই পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি অভ্যাস করো তোমার ভালোলাগা অন্যান্য বিষয়ের বই পড়ার।

* মেনে চলো কিছু সহজ কৌশল

১) আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলো, নিজের ওপর বিশ্বাস তৈরি করাটা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ।

২) ছোটরা শুরুতে উজ্জ্বল রং, টেক্সচার, ছবিযুক্ত বই বেছে নাও।

৩) নিজস্ব পছন্দকে বুঝতে শেখো, যে বিষয় তোমার কাছে বেশি আকর্ষণীয়, সেই বই পড়তে শুরু করো।

৪) পড়ার জন্য আরামদায়ক কর্নার তৈরি করো। নিরিবিলি, আলোপূর্ণ স্থান যেখানে সময় কাটানো উপভোগ করবে।

৫) ছোট গল্প দিয়ে শুরু করো।

৬) সময় নিয়ে বই পড়ো। তাড়াহুড়ো করলে আগ্রহ হারাবে।

৭) প্রতিদিন অল্প করে পড়ার অভ্যাস করো। রাতে ঘুমানোর আগে বা নির্দিষ্ট একটি সময়ে কয়েক পাতা পড়ো।

৮) জোর করে নয়, আনন্দ নিয়ে জানার জন্য বই পড়বে।

৯) মনোযোগহীনতা হল বই এর প্রতি আগ্রহ হারানোর প্রধান কারণ। বই পড়ার সময় যে সমস্ত জিনিস মনোযোগ নষ্ট করে সেসব থেকে দূরে থাকো। যেমন টিভি, মোবাইল প্রভৃতি।

১০) যখন মনোযোগ সবচেয়ে বেশি থাকে তখন বই পড়ো।

১১) সক্রিয় থাকো। নিজের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সঙ্গে ধারণাগুলো সংযুক্ত করে নিজেকে প্রশ্ন করো।

১২) পড়ার শেষে সারাংশ লেখো, তাতে মূল বিষয় সহজে মনে রাখতে পারবে।

১৩) রিডিং চ্যালেঞ্জ নিতে হবে। পড়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করো। সপ্তাহে, মাসে অথবা বছরে নির্দিষ্ট সংখ্যক বই পড়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করলে নিজের অগ্রগতি বুঝতে পারবে।

সবশেষে সবাইকে বলব, প্রযুক্তির উন্নতির যুগে বই বাক্সবন্দি উপন্যাস। আপডেটেড ডিজিটাল ডিভাইস বা গ্যাজেটের পরিবর্তে বই উপহার দেওয়া বর্তমানে ভীষণভাবে জরুরি ও অনস্বীকার্য, কারণ জ্ঞান আহরণ ও বিনোদনে বই-এর মতো সঙ্গী নেই।

উচ্চমাধ্যমিক পদার্থবিদ্যায় প্রস্তুতির পরামর্শ

পার্থপ্রতিম ঘোষ, *শিক্ষক*
আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল, আলিপুরদুয়ার

একাদশ শ্রেণিতে সিমেস্টার-১ ও সিমেস্টার-২ এর পর এবার পালা দ্বাদশ শ্রেণির সিমেস্টার-৩ পরীক্ষা। পুরোদমে তৃতীয় সিমেস্টারে ফিজিক্স বিষয়ের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দাও। একাদশ শ্রেণিতে ফিজিক্সে সিমেস্টার-১ পরীক্ষায় যেরকম MCQ টাইপ প্রশ্ন ছিল দ্বাদশ শ্রেণিতে সেরকমই হবে সিমেস্টার-৩ পরীক্ষা। যেহেতু ইতিমধ্যেই একবার সিমেস্টার-১-এ ফিজিক্সে MCQ টাইপ প্রশ্নে পরীক্ষা দিয়েছ সেহেতু দ্বাদশ শ্রেণিতে সিমেস্টার-৩-এ MCQ টাইপ পরীক্ষায় খুব বেশি অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। তবে সিমেস্টার-৩ পরীক্ষায় ফিজিক্সে ভালো কিছু করতে হলে মানসিক চাপ কাটিয়ে উঠে এখনই লেগে পড়ো সঠিকভাবে প্রস্তুতি নিতে। সঠিকভাবে সিমেস্টার-৩ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিলে ফিজিক্স পরীক্ষায় অবশ্যই ভালো ফল করতে পারবে।

সিমেস্টার-৩-এ ফিজিক্স পরীক্ষায় মোট ৫টি ইউনিট আছে। প্রতিটি ইউনিটের বিভিন্ন অধ্যায় থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে। ৩৫ নম্বরের MCQ প্রশ্ন হবে। পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ (WBCHSE) কর্তৃক প্রদত্ত সিলেবাস অনুযায়ী Question format অনেকটা এরকম হবে-

1) General MCQ ধরনের প্রশ্ন থাকবে ১৭টির মতো।

2) Conceptual প্রশ্ন থাকবে ৮টির মতো।

3) Standard প্রশ্ন থাকবে ১০টির মতো।

General MCQ টাইপে Open Ended, Fill in the blanks, True/False থাকবে। Conceptual টাইপে Close Ended, Numerical, Diagram ভিত্তিক প্রশ্ন থাকবে ও Standard টাইপে Column matching, Assertion/Reason, Case Based (Daily life Based) প্রশ্ন থাকবে।

WBCHSE দ্বাদশ শ্রেণির সিমেস্টার-৩-এ ফিজিক্সের যে পাঠ্যসূচি তৈরি করেছে তা সর্বভারতীয় পাঠ্যসূচির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে করা হয়েছে। খুবই বিজ্ঞানসম্মতভাবে

তৈরি করা হয়েছে এই পাঠ্যসূচি। দ্বাদশ শ্রেণির পর বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ভালো ফল করতেও এই পাঠ্যসূচি সুবিধাজনক হবে। দ্বাদশ শ্রেণিতে সিমেস্টার-৩-এ ফিজিক্স পরীক্ষায় প্রতিটি MCQ-এ ১ নম্বর করে থাকবে। সিমেস্টার-৩-এ ফিজিক্সে যে ইউনিটগুলো থাকবে সেগুলো হল -

ইউনিট-১ : স্থির তড়িৎ

ইউনিট-২ : প্রবাহী তড়িৎ

ইউনিট-৩ : তড়িৎপ্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া ও চৌম্বকত্ব

ইউনিট-৪ : তড়িৎচুম্বকীয় আবেশ ও পরিবর্তী প্রবাহ

ইউনিট-৫ : তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ

সিমেস্টার-৩ পরীক্ষায় ইউনিট-১ থেকে ইউনিট-৪ পর্যন্ত এই চারটি ইউনিটের প্রতিটি ইউনিট থেকে ৮টি করে MCQ থাকবে এবং ইউনিট-৫ থেকে ৩টি MCQ থাকবে। যেহেতু সিমেস্টার-৩ পরীক্ষা MCQ টাইপ হবে তাই ইউনিট ধরে ধরে পাঠ্যবই খুঁটিয়ে পড়তে হবে। ৫টি ইউনিট থেকে কোন কোন টপিক পড়বে ও কীভাবে প্রস্তুতি নেবে সে বিষয়ে আলোকপাত করলাম।

ইউনিট-১ এর অন্তর্গত অধ্যায়গুলো হল 'তড়িৎক্ষেত্র','তড়িৎবিভব' এবং 'ধারকত্ব ও ধারক'। 'তড়িৎক্ষেত্র' অধ্যায় থেকে কুলম্বের সূত্র, আধানের রৈখিক ঘনত্ব, আধানের তলমাত্রিক ঘনত্ব, আধানের আয়তন ঘনত্ব, বিন্দু আধানের জন্য তড়িৎক্ষেত্র, তড়িৎ বলরেখা, তড়িৎ-দ্বিমেরু, তড়িৎ ফ্লাক্স ও গাউসের উপপাদ্য ভালোমতো পড়তে হবে। 'তড়িৎবিভব' অধ্যায় থেকে যে টপিকগুলো পড়তেই হবে সেগুলি হল তড়িৎক্ষেত্র প্রাবল্য ও তড়িৎবিভবের মধ্যে সম্পর্ক, বিন্দু আধানের জন্য তড়িৎবিভব, সমবিভব তল ও তড়িৎ স্থিতিশক্তি। 'ধারকত্ব' অধ্যায় থেকে পরাবৈদ্যুতিক পদার্থ ও বৈদ্যুতিক মেরুবর্তিতা, ধারকের শ্রেণি ও সমান্তরাল সমবায়, সমান্তরাল পাত ধারকের ধারকত্ব, গোলীয় ধারকের ধারকত্ব এবং ধারকের মধ্যে সঞ্চিত শক্তি – এই টপিকগুলো ভালোভাবে বুঝে নিয়ে পড়ে ফেলবে।

(চলবে)

ভাবতে শেখো
প্রকাশ করো

বিষয় : বিশ্ব উষ্ণায়নের গ্রাসে প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড়িয়ে আগামী প্রজন্মের অস্তিত্ব। রক্ষা পাওয়ার একটি অন্যতম উপায় বৃক্ষরোপণ। তোমার এলাকায় আগামী দিনে তুমি কীভাবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করতে চাও লিখে জানাও।

গাছের রোপণ ও যত্ন দুটোই প্রয়োজন

সেলিনা পারভিন
দ্বিতীয় বর্ষ
শিলিগুড়ি কলেজ

বর্তমান সময়ে বিশ্ব উষ্ণায়ন একটি বড় সমস্যা। বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে আগামী প্রজন্মের অস্তিত্ব এখন প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড়িয়ে। তবে আমরা মানুষরাই পারি পরিবেশকে রক্ষা করতে, নিজেদের সুজলা-সুফলা বসুন্ধরাকে বাঁচিয়ে রাখতে।

বিশ্ব উষ্ণায়নের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার অন্যতম উপায় হল বৃক্ষরোপণ। আমরা সকলেই জানি 'একটি গাছ, একটি প্রাণ।' গাছই পারে আমাদেরকে বিশ্ব উষ্ণায়ন থেকে রক্ষা করতে।

৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে প্রায় সারা বিশ্বে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়। কিন্তু বৃক্ষরোপণের জন্য সেই একটি দিনই কি যথেষ্ট? নিশ্চয় নয়।

একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে আমাদের প্রত্যেককে বৃক্ষরোপণ করা উচিত। কোনও বড় কিছুর শুরু প্রথমে ক্ষুদ্র পদক্ষেপেই হয়- 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণা

বিন্দু বিন্দু জল, গড়ে তোলে মহাদেশ সাগর অতল।' সেইজন্য নিজের এলাকা থেকে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন শুরু করা উচিত।

নিজেদের এলাকায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করার প্রথম পদক্ষেপ হল এলাকার মানুষদের বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করা। এর জন্য সোশ্যাল মিডিয়াও ব্যবহার করা যেতে পারে।

আমার এলাকায় রাস্তার ধার, পুকুরপাড় এবং অন্যান্য ফাঁকা জায়গা চিহ্নিত করা হবে, যেখানে বৃক্ষরোপণ করা সম্ভব। কিন্তু শুধুমাত্র গাছ লাগালেই হবে না। গাছকে সঠিকভাবে যত্ন করতে হবে, বড় করতে হবে। গাছকেও প্রয়োজনীয় পরিবেশ দিতে হবে এবং এলাকাবাসীদের সচেতন করতে হবে।

বৃক্ষরোপণ সম্পর্কে মানুষদের এখনই সচেতন করে তুলতে হবে নাহলে হয়তো অনেক দেরি হয়ে যাবে, কারণ- 'প্রকৃতি রহস্যময়ী, নাই তার কুল, মানুষ তাহার হাতে খেলার পুতুল।'

আমার বিশ্বাস, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি সফল হবে এবং আমাদের আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সবুজ ও সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

একটি গাছ, একটি প্রাণ

অরিজিৎ সরকার
দ্বিতীয় বর্ষ, যামিনী মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজ

বর্তমান বিশ্বের অন্যতম সংকট হল বিশ্ব উষ্ণায়ন। তাপমাত্রা বৃদ্ধি, বরফ গলা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বেড়ে চলেছে। এ অবস্থায় পরিবেশ রক্ষা করা আমাদের সবার দায়িত্ব। বৃক্ষরোপণ হল এ সংকট মোকাবিলার একটি সহজ ও কার্যকর উপায়। গাছ আমাদের জীবনদাতা। এটি কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে, অক্সিজেন দেয়, পরিবেশ ঠান্ডা রাখে এবং মাটির ক্ষয় রোধ করে। তাই সকলের উচিত গাছ লাগানো ও রক্ষণাবেক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া।

আমার এলাকায় একটি সংগঠিত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির পরিকল্পনা নিয়েছি। প্রথমে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি করা হবে। আলোচনা সভা ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হবে।

এরপর রাস্তার ধারে, খালি জমি ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আশপাশে উপযুক্ত স্থান নির্ধারণ করা হবে। স্থান ও পরিবেশ অনুযায়ী ফলজ, বনজ ও ঔষধি নির্বাচন করে স্থানীয় নার্সারি ও বন বিভাগ থেকে সংগ্রহ করা হবে।

একটি নির্দিষ্ট দিন 'বৃক্ষরোপণ দিবস' হিসেবে উদযাপন করে স্বেচ্ছাসেবীদের সহযোগিতায় গাছ লাগানো হবে। পরে গাছের যত্ন ও সংরক্ষণের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হবে এবং শিশু-কিশোরদের এতে সম্পৃক্ত করা হবে।

আমি বিশ্বাস করি, সক্রিয় অংশগ্রহণে আমরা একটি সবুজ, নির্মল ও বাসযোগ্য সমাজ গড়ে তুলতে পারি। একটি গাছ মানেই একটি প্রাণ- এই উপলব্ধি আমাদের পথ চলার প্রেরণা হোক।

রথযাত্রার আগে। জলপাইগুড়ির গৌড়ীয় মঠে। ছবি : শুভঙ্কর চক্রবর্তী

‘মনের কথা’ বাক্সে আবাসিকদের যত ভাবনা

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২৫ জুন : ওরা কেউ বিহার, কেউ অসম, কেউ বা বাবা-মায়ের সঙ্গে সীমান্ত পারাপারের সময় ধরা পড়ে হোমে এসেছে। ওদের বাবা-মা সংশোধনাগারে। এমনও অনেকে আছে যারা জানেই না বাবা-মা কী। কোনওদিন ওই ডাকে কাউকে ডাকতেই পারেনি। মনের কথা বলা তো দূর!

এই অবস্থায় হোমের আবাসিকরা যাতে মনের কথা জানাতে পারে সেজন্য শহরের দুটি হোমেই বসানো হয়েছে ‘মনের কথা’ বাক্স। জলপাইগুড়ি অনুভব হোমের কোঅর্ডিনেটর দীপশ্রী রায়ের কথায়, ‘নিয়ম অনুযায়ী এই বাক্সের চাবি থাকে জেলার সমাজকল্যাণ আধিকারিকের কাছে। মাসে ১৫ দিন অন্তর ২ বার খোলা হয়। মেয়েদের ইচ্ছে আমরা পড়ি এবং শুনি। সমস্যা থাকলে তা সমাধানের চেষ্টা করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে ওদের লেখা পড়ে কাউন্সেলিংয়ের প্রয়োজন হলে তাও করা হয়। আগে আমাদের বাক্সের নাম ছিল সংলাপ। সরকারি নিয়মে নাম পালটে রাখা হয়েছে মনের কথা।’

‘মনের কথা’ বাক্সে মেলে আবাসিকদের হাজারো কথা। কেউ বলে বাড়ি ফিরে যাওয়ার কথা, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা। কেউ বা অনেক বন্ধু পেয়ে তাদের গল্প শুনে লেখে, ‘ভুল হয়েছে, বাড়ি ফিরতে চাই।’ এমন চিঠিও পাওয়া যায় যাতে লেখা থাকে, ‘ও মা তোমায় বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছে’ বা ‘আমি বাড়ি যাব’।

এইরকম বাক্স বসানো হয়েছে জলপাইগুড়ির দুটি হোমে।

এও দেখা গিয়েছে, যে মেয়েটি ওই বাক্সের মাধ্যমে বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিল, সে আজ বাবা-মায়ের সঙ্গে বেশ আনন্দে দিন কাটাচ্ছে। কারও বা মা-বাবা ডাকার অনেক দিনের ইচ্ছে পূরণ হয়েছে, কারণ কোনও দম্পতি দত্তক নিয়েছেন। এমনও ছেলেমেয়ে আছে যারা জানেই না, কোন পরিস্থিতির শিকার হয়ে তারা এখানে এসেছে।

বর্তমানে জলপাইগুড়ি শহরের অনুভব হোমে ২৫ জন ও কোরক হোমে ৮৮ জন আবাসিক রয়েছে। মনের কথা বাক্স দেখে মনে পড়ে কণ্ঠ সিনেমার সেই বিখ্যাত ডায়ালগ, ‘শুধু কথা বলা হয়নি বলে, কত সম্পর্ক ভেঙে গেছে, শুধু কথা বলা হয়নি বলে কত মানুষ আমাদের থেকে দূরে চলে গেছে।’

বড়দের ক্ষেত্রে কথাটা যত সত্যি, ছোটদের ক্ষেত্রে হয়তো আরও বেশি। সহজ-সরল শিশুমন হয়তো অনেক কথা বলতে চায়। কিন্তু হয়তো সামাজিক কারণে বা লজ্জায়, কখনও বা ভয়ে সে কথা আর বলা হয়ে ওঠে না। সেই না বলা কথাই ছোটরা যাতে বলতে পারে সেজন্যই সরকারের তরফে এই উদ্যোগ। এই ধরনের উদ্যোগে হোম কর্তৃপক্ষ খুব খুশি। হোমের যেসব আবাসিকের মনে হয় তারা মনের কথা লিখবে তারা বাংলা, হিন্দি বা ইংরেজিতে বাক্যের আকারে অথবা কবিতা, গল্পের মাধ্যমেও নিজেদের মনের কথা তুলে ধরে।

রেলকর্মীর মৃত্যুতে সন্দেহ পরিবারের

মালবাজার, ২৫ জুন : রেলকর্মীর রহস্যমৃত্যুতে চাঞ্চল্য মালবাজারে। পরিবারের দাবি, এটা স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি পাঠানো হয়েছে। তবে কোনও লিখিত অভিযোগ এখনও দায়ের হয়নি। ওই রেলকর্মীর স্ত্রীর কথায়, ‘আমার স্বামীকে কেউ কিছু খাইয়ে এই অবস্থা করেছে। এখন আমি কী করব বুঝে উঠতে পারছি না।’

মাল শহরের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের ৫৫ বছরের কৌশিক দাস পেশায় রেলকর্মী। আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের বানারহাট রেলওয়ে স্টেশনে বড়বাবু ছিলেন তিনি। প্রতিদিন মোটর সাইকেল করে নিউ মাল জংশন অবধি যেতেন। সেখান থেকে ট্রেন ধরে বানারহাট। আবার বিকেলে ট্যুরিস্ট স্পেশাল ট্রেনে পাঁচটার সময় নিউ মালে আসতেন। কিন্তু মঙ্গলবার বানারহাট না গিয়ে আলিপুরদুয়ারে অফিসের কাজে যান। আলিপুরদুয়ার থেকে দুপুর ২টা ১০ মিনিটের ট্যুরিস্ট স্পেশাল ভিস্টাডোমে মালবাজারের পথে রওনা হন। বিকেল পাঁচটার সময় নিউ মাল স্টেশনে নামেন। রেল পুলিশ সূত্রে খবর, ওই কর্মী ট্রেন থেকে হেঁটেই নেমে আসেন। তারপর প্ল্যাটফর্মে উলটে পড়ে যান। প্ল্যাটফর্মে থাকা জিআরপি কর্মীরা তাঁকে মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসেন। বাড়িতে খবর দেওয়া হয়। পরিবারের লোকেরা গিয়ে দেখেন, তাঁর শরীরের নানান অংশে বালি লেগে আছে। শরীর থেকে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, ডাক্তাররা তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা শুরু করেন। বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষাও করা হয়। রক্তে শর্করার মাত্রা প্রথমে ৫০০, পরে ৭০০ হয়ে যায়। ভর্তি হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ওই রেলকর্মীর মৃত্যু হয়।

কৌশিকের একমাত্র শিশুকন্যা কেজিতে পড়ে। বাড়িতে স্ত্রী ছাড়াও মা রয়েছেন। মাত্র একমাস আগে কৌশিকের একমাত্র দিদির মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় দিশেহারা হয়ে পড়েছে ওই পরিবার।

সন্ধ্যার পর মাদ্রাসা মাঠে নেশার আসর

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২৫ জুন : সন্ধ্যার পর থেকে অন্ধকার মাঠে ভিড় করে অনেক তরুণ। চলে হই-হুল্লোড় আর আড্ডা। সঙ্গে সমানতালে চলে শুকনো এবং তরলের দেদার নেশা। ঘটনাটি মাদ্রাসা মাঠের।

শুধু মাঠ নয়, আশপাশের রাস্তাতেও মাঝেমধ্যেই পড়ে থাকতে দেখা যায় মদের বোতল এবং অন্যান্য নেশার সামগ্রীর অবশিষ্টাংশ। স্থানীয় দোকানিরা জানালেন, মাঠে ঢোকার মুখে একটি পথবাতি থাকলেও সেটি খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে। আর

মাঠের ভেতরে অন্য কোনও আলোর ব্যবস্থা নেই। ফলে সন্ধ্যার পর অনায়াসেই বসছে নেশার আসর। ওই এলাকার ব্যবসায়ীদের একাংশ এই মাঠ বাঁচাতে কমিটি গঠন করেছিলেন। সেই কমিটি মাঠে আলো লাগানোর পাশাপাশি মুক্তমঞ্চ তৈরির দাবি পুর কর্তৃপক্ষকেও জানালেও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি বলে অভিযোগ।

যদিও জলপাইগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘মাদ্রাসা মাঠ সংস্কার নিয়ে আমাদের কিছু পরিকল্পনা রয়েছে। পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে আমরা উপযুক্ত ব্যবস্থা নেব।’

ব্যবসায়ী বিমল সরকারের কথায়, ‘এখানে বাইরের ছেলেরা এসে নেশা করে। আমরা কিছু বলতে গেলে আমাদের কটু কথা শুনতে হয়। আমরা চাই এখানে আলো লাগিয়ে শিশুদের এবং শহরের প্রবীণদের চলাচলের একটা জায়গা বানানো হোক। পুলিশ এবং প্রশাসন লাগাতার অভিযান চালাক। এছাড়াও মাঠটা সংস্কার করলে অনেক শিশু এখানে খেলতে পারবে।’

জলপাইগুড়ি শহরের প্রাণকেন্দ্রে এত বড় খেলার মাঠ আর সেভাবে কোথাও নেই। এই মাঠের সঙ্গেই রয়েছে সরকারি হিন্দিমাধ্যমের প্রাথমিক স্কুল। কিন্তু মাঠের যা হাল তাতে শিশুরা খেলতেই পারে না। তার ওপর সেখানে ভাঙা মদের বোতল পড়ে থাকায় ঝুঁকি আরও বেশি। যদিও এ বিষয়ে ওই স্কুলের শিক্ষকরা কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তবে জলপাইগুড়ি পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপতের বক্তব্য, ‘পুলিশের অভিযান লাগাতার চলছে। আমরা যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছি।’

বিগত বেশকিছু দিন ধরে নেশার আসরে বিরক্ত এলাকার ব্যবসায়ীরা। শুধু নেশা নয়, গালিগালাজ এবং খারাপ ব্যবহার করা হয় বলেও অভিযোগ ব্যবসায়ীদের। নেশাগ্রস্তদের অভব্য আচরণে ওই পথ দিয়ে যেতে বিপাকে পড়েন পথচারীরা।

খদ্দেরের অপেক্ষায়। *বুধবার জলপাইগুড়ির পিসি শর্মা মোড়ে শুভঙ্কর চক্রবর্তীর তোলা ছবি।*

ক্ষুব্ধ ময়নাগুড়িবাসী, দুর্ঘটনার আশঙ্কা

নো পার্কিংয়েই গাড়ি রাখতে স্বচ্ছন্দ

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ২৫ জুন : ময়নাগুড়ি শহরে রাস্তাঘাটের একাংশজুড়ে এবং বাজারের ভেতরে যত্রতত্র পার্কিংয়ের জেরে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন মানুষ। সাইকেল, মোটর সাইকেল বটেই, এমনকি টোটোও যেখানে-সেখানে পার্ক করা হচ্ছে। ঘটছে নো পার্কিং বোর্ড লাগানো জায়গাতেও বেপরোয়াভাবে বিভিন্ন যানবাহন পার্কিং করার মতো ঘটনাও। এতে অবশ্য বাসিন্দাদের দোষ দেওয়া যায় না। কারণ ময়নাগুড়ি শহরে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের এবং যানবাহনের সংখ্যা পাল্লা দিয়ে বাড়লেও এখনও এখানে নেই কোনও পার্কিং জোনের ব্যবস্থা। যার জেরে যেখানে-সেখানে দাঁড়িয়ে থাকছে গাড়ি আর সাধারণের মধ্যে বাড়ছে বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা।

শহরের উপর জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের জমি ফাঁকা পড়ে রয়েছে। সেখানে বেশ কয়েক বছর আগে ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির তরফে পার্কিং জোন গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ সংশ্লিষ্ট জমি পরিদর্শন করে দ্রুত পার্কিং জোন গড়ে তোলার আশ্বাসও দিয়েছিল। কিন্তু প্রকল্প তৈরি করে অনুমোদনের সময় জেলা পরিষদ থেকে আটকে দেওয়া হয়। এবিষয়ে, পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায় বলেন, ‘সেই সময় জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ প্রকল্প তৈরি করেছিল। কিন্তু তহবিল শূন্য থাকায় প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়নি। আমরা পরবর্তীতে আবার জেলা পরিষদকে বিষয়টি জানিয়েছি।’ এবিষয়ে জানতে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন না ধরায় তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে পার্কিং সমস্যায় জেরবার ময়নাগুড়ি শহরবাসীর ক্ষোভ বাড়ছে।

বাজারের ভেতরে কমপক্ষে দশটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার প্রায় একাংশজুড়ে বেআইনি পার্কিং করে রাখা হয়। সেখানে টোটো থেকে সাইকেল কিংবা মোটর সাইকেল বাদ যায় না কিছুই। এছাড়াও শহরের

পুরানো বাজারজুড়ে বেআইনি পার্কিং। বুধবার ময়নাগুড়িতে।

বুক চিরে যাওয়া মালবাজার থেকে ধূপগুড়িগামী ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের দুই পাশেই বেআইনি পার্কিংয়ের সমস্যায় জেরবার শহর। ময়নাগুড়ি প্রবীণ নাগরিক সংস্থার সম্পাদক স্বপন দাসের কথায়, ‘বাজারে হেঁটে পথ চলাই দুষ্কর হয়ে উঠেছে বেআইনি পার্কিংয়ের জেরে।’

অন্যদিকে, ময়নাগুড়ি নাগরিক চেতনার কার্যনির্বাহী সভাপতি অমল রায় জানান, এটি ময়নাগুড়ি শহরের জ্বলন্ত সমস্যা। তাঁরা বহুবার এই বিষয়ে পথসভা থেকে প্রশাসনের আধিকারিকদের ডেপুটেশন দিয়েছেন। জেলা পরিষদের বহু জমি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। কোথাও কোথাও সেই জমিতে বেআইনি নির্মাণ গজিয়ে উঠেছে। কিন্তু তারপরেও পার্কিং লট তৈরিতে মিটিং আর আশ্বাসই সার প্রশাসনের। কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

এদিকে, সাধারণ মানুষকে প্রতিনিয়ত ভোগান্তির মুখে পড়তে হচ্ছে। পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা অমল দাসের কথায়, ‘বাজারে সামগ্রী কিনতে এসে মোটর সাইকেল পার্কিং করার জায়গা না পেয়ে বাড়ি ফিরে যেতে হয়েছে বহুদিন। বাড়িতে মোটর সাইকেল রেখে টোটোতে গিয়ে সামগ্রী কিনে বাড়ি ফিরতে হয়েছে।’

এই অবস্থায় একটা পার্কিং জোন গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি সেকথা স্বীকার করে নিয়েছেন ময়নাগুড়ি ট্রাফিক ওসি অতুলচন্দ্র দাসও। অন্যদিকে, জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সদস্য দীপালি রায় বলেন, ‘পার্কিং জোন গড়ে তোলা জরুরি। বিষয়টি জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদে জানাব।’

জল খাওয়ার জন্য ঘণ্টা

জলপাইগুড়ি, ২৫ জুন : বাচ্চারা যাতে সময়মতো জল খায় সেজন্য অভিনব উদ্যোগ নিল মোহিতনগর কলোনি তারাপ্রসাদ বালিকা বিদ্যালয়। কর্মসূচির নাম ‘অবাক জলপান’। এর মাধ্যমে দিনে দু’বার একটি বিশেষ ঘণ্টা বাজানো হবে। সে সময় পড়ুয়ারা জল খাবে। বুধবার স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি সুজয়কুমার বর্মন এই ঘণ্টার উদ্বোধন করেন। পাশাপাশি স্কুল কর্তৃপক্ষের এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা কোয়েলি রায়বর্মন বলেন, ‘যার যখন জল তেষ্টা পাবে তখন তো খাবেই। পাশাপাশি ক্লাসের মধ্যে থাকাকালীন অবস্থায় পড়ুয়া সহ শিক্ষিকারাও জল খেতে ভুলে যান। সেই কথা মাথায় রেখেই এই উদ্যোগ। দুপুর ১২টা এবং ৩টায় বেল পড়বে জল খাওয়ার জন্য। পড়ুয়ারাও বেশ খুশি।’ এদিন ঘণ্টা উদ্বোধনের মাধ্যমে একসঙ্গে প্রায় ৩৫০ জন ছাত্রী জল খায়।

কালীগঞ্জের ঘটনার প্রতিবাদ

জলপাইগুড়ি, ২৫ জুন : কালীগঞ্জে তৃণমূলের বিজয় মিছিল থেকে ছোড়া বোমায় মৃত্যু হয়েছে ১৩ বছর বয়সি এক নাবালিকার। এই ঘটনার প্রতিবাদে বুধবার সন্ধ্যায় মিছিল করার পাশাপাশি ডিবিসি রোডে অবস্থান বিক্ষোভ করল এসএফআই এবং ডিওয়াইএফআই।

এদিন মিছিলটি সুবোধ সেন ভবন থেকে বের হয়ে কদমতলা, দিনবাজার ঘুরে পুনরায় সুবোধ সেন ভবনে শেষ হয়। ডিবিসি রোডে কামারপাড়া ঢোকার মুখে কিছুক্ষণ পথ আটকে বিক্ষোভ দেখান বাম ছাত্র-যুবরা। কর্মসূচিতে ছিলেন ডিওয়াইএফআই জেলা সভাপতি অর্পণ পাল, এসএফআই জেলা সম্পাদক অরিন্দম ঘোষ সহ অন্যরা।

স্মারকলিপি

জলপাইগুড়ি, ২৫ জুন : খাটাল উচ্ছেদের দাবিতে পুরসভায় স্মারকলিপি জমা দিলেন ২০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের একাংশ। অভিযোগ, খাটালের জন্য এলাকায় মশামাছি বেড়ে গিয়েছে। সেইসঙ্গে গোবরের গন্ধে এলাকায় টেকা দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে বলেও স্মারকলিপিতে উল্লেখ করেছেন তাঁরা। স্থানীয় বাসিন্দা সুজয় শীল বলেন, ‘পুরসভা এলাকায় ডেঙ্গিতে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। খাটালের জন্য মশামাছির উপদ্রব বেড়ে গিয়েছে। পুর এলাকায় খাটাল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তারপরেও দিনের পর দিন বাড়িতে গোরু-মোষ রাখছেন খাটাল মালিক।’

বিদ্যুতের লাইন ঘুরে দেখলেন আধিকারিকরা

ময়নাগুড়ি, ২৫ জুন : ময়নাগুড়ি শহরের পুরোনো বাজারের ভেতরে একাধিক বিদ্যুতের খুঁটিতে কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে তার। বুধবার সেই খবর প্রকাশিত হয় উত্তরবঙ্গ সংবাদে। তারপরই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। এদিন দুপুর নাগাদ বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকরা ময়নাগুড়ি বাজার পরিদর্শন করলেন। বিদ্যুৎ সরবরাহের সব লাইন খুঁটিয়ে দেখেন। সঙ্গে ছিলেন ময়নাগুড়ি বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরা।

এদিন ডব্লিউবিএসইডিসিএলের ময়নাগুড়ি কাস্টমার কেয়ার সেন্টারের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার তথা স্টেশন ম্যানেজার আখতার সরদার বলেন, ‘মিটার বক্সগুলো নতুন করে সাজিয়ে বসানোর কথা চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। এছাড়া বাজারের ভেতরে বিদ্যুৎ লাইনের আরও কয়েকটি খুঁটি বসানোর প্রয়োজন রয়েছে। যদি ব্যবসায়ী সমিতির তরফে এই বিষয়ে সহযোগিতা করা হয় তাহলে বিষয়টি নিয়ে এগোনো সম্ভব হবে।’

এদিকে, ময়নাগুড়ি বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুমিত সাহা বলেন, ‘আধিকারিকদের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে। যদি আরও বিদ্যুতের খুঁটি বসানোর প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের তরফে সবরকম সহযোগিতা করা হবে।’

এদিন ময়নাগুড়ি পুরোনো বাজার বাফনা মার্কেট কমপ্লেক্সের ভেতরে গিয়ে দেখা গিয়েছে ভয়ানক পরিস্থিতি। এক জায়গায় অসংখ্য বিদ্যুতের মিটার বক্স এলোমেলোভাবে বসানো রয়েছে। বিপজ্জনকভাবে বিদ্যুৎবাহী তার কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে। যে কোনও সময় বড় ধরনের অগ্নিকাণ্ড ঘটার আশঙ্কা রয়েছে। দুর্গাবাড়ি বার্নিশ কোঅপারেটিভ মার্কেট কমপ্লেক্সেও বিদ্যুৎবাহী তার ঝুলছে ভয়ানকভাবে। পুরোনো বাজারের সব বিদ্যুতের খুঁটি খতিয়ে দেখেন আধিকারিকরা।

আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে

মিটার বক্স দেখছেন আধিকারিকরা। বুধবার বাফনা মার্কেট কমপ্লেক্সে।

বাফনা মার্কেট কমপ্লেক্স ও বার্নিশ কোঅপারেটিভ মার্কেট কমপ্লেক্সের ব্যবসায়ীদের নিয়ে বৈঠকে বসবেন ডব্লিউবিএসইডিসিএলের ময়নাগুড়ি কাস্টমার কেয়ার সেন্টারের আধিকারিকরা। শীঘ্রই এই বিষয়ে ব্যবসায়ীদের নোটিশ দেবে বিদ্যুৎ দপ্তর। সেখানেই প্রয়োজনীয় আলোচনা করা হবে।

সাফাইয়ের বাহানায় সোনার চেন চুরি

ধূপগুড়ি, ২৫ জুন : কাঁসা পিতলের বাসন ধোয়া এবং সোনার গয়না পরিষ্কার করার অছিলায় এক মহিলার সোনার চেন হাতিয়ে চম্পট দিল দুই তরুণ। বুধবার দুপুরে শহরের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের শ্রীনগর কলোনি এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। ওই মহিলা গৌরী মিত্র জানান, প্রথমে বাড়ির সব পুজোর বাসন ধুয়ে পরিষ্কার করে দেয় দুই তরুণ। তারপর গলার চেনটি পরিষ্কার করার প্রস্তাব দেয় তারা। তিনি রাজি না হলে তারা জানায় তাদের দেওয়া বিশেষ সামগ্রী দিয়ে নিজে থেকেই সোনার গয়না পরিষ্কার হয়ে যাবে। এরপর একটি প্যাকেটে গলার চেনটি ঢুকিয়ে তার বদলে অন্য প্যাকেট মহিলার হাতে দিয়ে চম্পট দেয় দুজন। তাদের কথা মতো আধ ঘণ্টা পর প্যাকেট খুলে দেখা যায় তাতে কিছুটা চাল ছাড়া আর কিছুই নেই। ১২ গ্রাম ওজনের সোনার চেন চুরি হওয়ার খবর দেওয়া হলে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ এলাকায় যায়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। সন্দেহভাজন কয়েকজনের ছবিও প্রতারিত মহিলাকে দেখানো হয়েছে।

কানে ফোন নিয়ে ঝুঁকির পারাপার

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২৫ জুন : শহরের অন্যতম ব্যস্ত এলাকা কদমতলা। সন্ধ্যায় সেখানে রাস্তা পেরোচ্ছিলেন এক তরুণ। ঠিক সেই সময় বেজে উঠল তাঁর মোবাইল ফোনটি। কোনওদিকে না তাকিয়ে ফোনটি ধরে হাঁটা শুরু করলেন। পেছন থেকে আসা টোটো হর্ন দেওয়ার পরেও তরুণের মধ্যে কোনও ভ্রূক্ষেপ না দেখায় বাধ্য হয়ে শক্তভাবে ব্রেক কষলেন। টোটোর পেছনে থাকা স্কুটার আরোহী কোনওমতে পা নামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। চারমাথা মোড়ের ওদিকেও মোটামুটি একই অবস্থা। শহরজুড়ে ব্যস্ততম সড়ক, মোড় কিংবা পাড়ায় এই ঘটনা রোজকারের। পথচারী তো বটেই, শহরের ব্যস্ততম অনেক রাস্তায় কানে ফোন লাগিয়ে মোটর সাইকেল, সাইকেল কিংবা টোটো চালানোর দৃশ্যও অচেনা নয়।

কমবয়সিদের মধ্যে এই প্রবণতা বাড়লেও বাদ যাচ্ছে না ষাটোর্ধ্বরাও। থানা মোড়ে মোবাইলে কথা বলতে বলতে রাস্তা পার হচ্ছিলেন এক বৃদ্ধ। প্রশ্ন করলে, তিনি উলটে তেড়ে এসে বলেন, ‘তোমার তাতে কি!’ একইভাবে কানে ফোন নিয়ে রাস্তা পেরোচ্ছিলেন কলেজপাড়ার সুলগ্না চৌধুরী। তাঁর যুক্তি, ‘রাস্তাটা ফাঁকা ছিল, দেখে নিয়েই পার হচ্ছিলাম। খুব দরকারি ফোন ছিল বলেই ধরলাম, এমনিতে আমি রাস্তায় ফোন তুলি না।’

এমন দৃশ্য জলপাইগুড়িতে হামেশাই দেখা যায়। ছবি : শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শান্তিপাড়ার কাছে ঝুঁকি নিয়ে রাস্তা পেরোচ্ছিলেন বিবেক অধিকারীও। কারণ জানতে চাইলে প্রথমে কথা বলতে অস্বীকার করেন, পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে বলেন, ‘এভাবে রাস্তা পার হওয়ায় ঝুঁকি ছিল, কিন্তু অনেক সময় খেয়াল থাকে না। এমনটা করা আমার উচিত হয়নি।’

এদিকে, ট্রাফিক পুলিশের একাংশ কর্মী মনে করেন মোটা অঙ্কের ফাইন করলেই মোবাইল কানে রাস্তা পারাপার বন্ধ করা যাবে। তাঁদের মতে, জেব্রা ক্রসিং থাকলেও মানুষ ফাঁক দিয়ে রাস্তা পারাপার করতে গিয়ে বিপদ বাঁধিয়ে ফেলেন। সচেতন করলেও বুঝতে পারেন না। এই বিষয়ে জলপাইগুড়ি ট্রাফিক ডিএসপি অরিন্দম পাল চৌধুরী বলেন, ‘সবই নজরে আসছে। আমরা এইরকম ক্ষেত্রে ফাইনও করি। আমরা আমাদের মতো করে ব্যবস্থা করব।’ তবে পুলিশ ও প্রশাসন যাই বলুক, মানুষকে তার নিজের এবং অন্যের জীবনের মূল্য বুঝতে হবে। সচেতন হতে হবে সকলকেই, নাহলে বিপদ অনিবার্য।

পাড়ায় পাড়ায়

জলপাইগুড়ি

কচুরিপানায় ঢেকেছে নিকাশিনালা

জলপাইগুড়ি, ২৫ জুন : পুরসভার আট নম্বর ওয়ার্ডে ক্লাব রোডের ব্যাংকের পাশের গলির নিকাশিনালা কচুরিপানা, কচু গাছে পরিপূর্ণ। নিকাশিনালা আবর্জনায় ভরা থাকায় রাস্তার পাশে বাড়িগুলির জল নর্দমা হয়ে রাস্তায় উপচে পড়ে। এলাকার এক বাসিন্দা মিতা রায় বলেন, ‘পুরসভার তরফে নিকাশিনালা ঠিকমতো পরিষ্কার করা হয় না। আগাছা, কচুরিপানায় ভরে গিয়েছে। তার ফলে মশার উপদ্রবও বাড়ছে।’ এবিষয়ে ভাইস চেয়ারম্যান তথা ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সৈকত চট্টোপাধ্যায় জানান, গ্যাং লেবাররা কিংসাহেবের ঘাটের থেকে কাজ শুরু করেছেন। দুই-তিনদিনের মধ্যে সেই কাজ শেষ হলে ব্যাংকের পাশের গলি এবং ওয়ার্ডের অন্যান্য নর্দমা পরিষ্কারের কাজ করবে।

ময়নাগুড়ি

আবর্জনার দুর্গন্ধে হাঁটা দায়

ময়নাগুড়ি, ২৫ জুন : নতুন বাজার এলাকায় ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের স্কুল শহিদগড়পাড়ায় যাতায়াতের একমাত্র রাস্তা দিয়ে চলাচল করাটাই বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। রাস্তার ধারে জমে থাকা আবর্জনা থেকে তীব্র দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে বলে অভিযোগ। সমস্যা মেনে নিয়ে পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অমিতাভ চক্রবর্তীর আশ্বাস, ‘পুরসভায় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হবে।’ ওই এলাকায় কোনও ডাম্পিং গ্রাউন্ড না থাকায় এলাকার ছোট-বড় ব্যবসায়ীরা রাস্তার পাশেই আবর্জনা ফেলছেন। নতুন বাজার ওয়েলফেয়ার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সিদ্ধার্থ সরকার বলেন, ‘নিয়মিত আবর্জনা তুলে নিয়ে না গেলে এখানে ভয়ংকর পরিস্থিতি হবে।’

তথ্য : অনীক চৌধুরী ও বাণীব্রত চক্রবর্তী

ডাকাতি কাণ্ডে ধৃত আরও ১

পরিচয় গোপনে বিশেষ অ্যাপ ব্যবহার

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৫ জুন : সোনা লুটের ঘটনার ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই সাফল্যের মুখ দেখল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। আগেই যে দুজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল সেই মহম্মদ সামসাদ ও সাফিক খানকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বিহারে গিয়ে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করেছে মেট্রোপলিটান পুলিশের বিশেষ একটি টিম। এদিকে, জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশের হাতে আরও যেসব তথ্য উঠে এসেছে, তা চোখ কপালে তুলে দেওয়ার মতো। পুলিশ জানতে পেরেছে, ডাকাতির ঘটনায় জড়িত দুষ্কৃতীরা একটি বিশেষ ধরনের অ্যাপ ব্যবহার করত। ওই অ্যাপের মাধ্যমেই ফোনকল করা থেকে শুরু করে মেসেজ পাঠানো, সব করা হত।

এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠছে, বিহারের বিখ্যাত 'গোল্ড থিফ' সুবোধ সিং-এর গ্যাংয়ের সঙ্গে এর কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না। এর আগে বিহারের আড়াতে সোনার দোকান লুট হওয়ার পর অভিযুক্তদের পাকড়াও করেছিল বিহার পুলিশ।

তখন তদন্তে উঠে এসেছিল বিহারের ঘটনার সঙ্গে ব্যারাকপুরে সংশোধানাগারে বন্দি সুবোধ সিংয়ের যোগসূত্রের কথা। সোশ্যাল মিডিয়া সহ বিশেষ ধরনের অ্যাপের মাধ্যমে গ্যাং সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত সুবোধ। শিলিগুড়ির ঘটনার ক্ষেত্রেও মোডাস অপারেন্ডি অনেকটা একই রকমের। যদিও এক্ষেত্রে সুবোধ গ্যাংয়ের যোগ আছে কি না, এখনই সেব্যাপারে পরিষ্কার করে বলতে পারছেন না তদন্তকারীরা। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিং বলছেন, 'সুবোধ গ্যাংয়ের সদস্য কারা ছিল, এই গ্যাংয়ের সদস্য কারা, এব্যাপারে আমাদের কাছে কোনও তথ্য নেই। তাই এব্যাপারে কিছু বলা যাবে না।'

তদন্তে পুলিশ আধিকারিকরা আরও একটা বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছেন যে, সেই দলের সদস্যরা কেউই একে অপরের ভালো নাম জানে না। পুলিশের হাতে রবিবার গ্রেপ্তার হওয়া সাফিক ও সামসাদও কিন্তু একে অপরের নাম জানত না। তারা দলের অন্য সদস্যদের কাছে পরিচিত ছিল ডোডো ও বাবু নামে। একে তো অ্যাপের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখা হত। তার ওপর আবার একে অপরের নামও জানত না। এই পরিস্থিতিতে ঘটনায় জড়িত সমস্ত গ্যাং সদস্যের ছবি পেলেও তাদের চিহ্নিত করতে রীতিমতো সমস্যায় পড়ছেন পুলিশকর্তারা।

এদিকে, বিহার থেকে ধৃত দুষ্কৃতীকে ট্রানজিট রিমান্ডে শিলিগুড়ি আনা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ডিসিপি রাকেশ। পুলিশ সূত্রে খবর, গোটা ঘটনার পরিকল্পনা করা ও সেইমতো অপারেশন সাঙ্গ করার সঙ্গে ধৃত সেই দুষ্কৃতী পুরোপুরি জড়িয়ে ছিল। গ্যাংয়ের এক পান্ডা বিভিন্ন সময় বিহার থেকে শিলিগুড়ি শহরে এসে ওই দুষ্কৃতীদের সঙ্গে আলোচনা করেছে। পাশাপাশি টাকার জোগান দিয়েছে। এমনকি অপারেশনের নেতৃত্বও দিয়েছে। ধৃত ব্যক্তিই সেই পান্ডা বলে মনে করা হচ্ছে। ডিসিপি'র কথাতেও সেই ইঙ্গিতই মিলেছে। তাঁর বক্তব্য, 'যারা প্ল্যানিং করে তারাও ঘটনার সঙ্গে পুরোপুরি জড়িত। বিহার থেকে একজনকে ধরা হয়েছে। তাকে শহরে নিয়ে আসার পর এই গ্যাংয়ের ব্যাপারে আরও তথ্য মিলবে।'

রহস্য জটিল

- দুষ্কৃতীরা বিশেষ এক ধরনের অ্যাপ ব্যবহার করত
- সেই অ্যাপের মাধ্যমেই ফোনকল ও মেসেজ করত
- তারা একে-অপরের ভালো নামও জানত না
- বিহারের এক পান্ডা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত
- টাকার জোগানও দিত সেই ব্যক্তিই

চায়ের স্বার্থে কোর কমিটি

নাগরাকাটা, ২৫ জুন : সংকটগ্রস্ত চা শিল্পের স্বার্থে এবার একসুরে কথা বলবে সংশ্লিষ্ট সব মহল। জাতীয় স্তরে চায়ের সমস্যার কথা তুলে ধরতে একটি কোর কমিটি গঠনেরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেখানে থাকবেন চা বণিকসভা, ক্ষুদ্র চা চাষি, বটলিফ ফ্যাক্টরি, চা গবেষণা সংস্থা (টিআরএ), ক্রেতা, রপ্তানিকারকদের সংগঠনগুলির প্রতিনিধিরা। বুধবার চা বণিকসভাগুলির যৌথ মঞ্চ কনসালটেটিভ কমিটি অফ প্ল্যান্টেশন অ্যাসোসিয়েশন (সিসিপিএ) কলকাতার বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিস ভবনে একটি বৈঠক ডাকে। সেখানে এ বিষয়ে সহমত পোষণ করেন উপস্থিতরা।

এদিনের আলোচনায় চা বাগানগুলির সমস্যা নিয়ে বিশদে আলোচনা হয়। উঠে আসে জলবায়ুর পরিবর্তন, রাসায়নিক ইস্যু, নতুন প্রজন্মের কাছে চা-কে জনপ্রিয় করে তোলা, চা বর্জ্য, নিলাম ব্যবস্থা, আমদানি বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশি চা শিল্পের ওপর প্রভাবের মতো নানা বিষয়। এদিকে, আলিপুরদুয়ারের সেন্ট্রাল ডুয়ার্স চা বাগানে রোগপোকার লাগামছাড়া হামলায় তোলার মতো কাঁচা চা পাতা নেই। তাই সংশ্লিষ্ট বাগান কর্তৃপক্ষ ২৩ জুন থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত কাজকর্ম বন্ধ রেখেছে।

কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের (সিস্টা) সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী জানালেন, এখন যা পরিস্থিতি, তাতে একজোট হয়ে না এগোলে রেহাই মিলবে না।

সর্বদলীয় বৈঠক

রাজগঞ্জ, ২৫ জুন : আগামী বছরের বিধানসভা নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রের বিন্যাস নিয়ে বুধবার রাজগঞ্জ বিডিও অফিসে একটি সর্বদলীয় বৈঠক হল। উপস্থিত ছিলেন বিডিও প্রশান্তকুমার বর্মন। যেসব ভোটকেন্দ্রে বারোশোর বেশি ভোটার রয়েছেন, সেইসব কেন্দ্রকে দুইভাগে বিভক্ত করা হবে বলে বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

পুরোনো ভোটকেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট এলাকায় পরিকাঠামো থাকলে সেখানেই আলাদা ভোটকেন্দ্র তৈরি হবে। অন্যথায়, অন্য জায়গায় নতুন কোনও ভোটকেন্দ্র তৈরি করা হবে। বিডিও জানিয়েছেন, প্রস্তাবে সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতারা সম্মতি দিয়েছেন। বৈঠক শেষে ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'ভোটকেন্দ্রে ভোটারের সংখ্যা বেশি হলে ভোটারদেরই কষ্ট হয়। লম্বা লাইন পড়ে যায়। অনেকেই বিরক্ত হয়ে ভোট না দিয়েই ফিরে যান।'

এনবিইউতে নতুন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার

শিলিগুড়ি, ২৫ জুন : নূপুর দাসের ইস্তফা দেওয়ার ৩৪ দিন পর উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার হিসাবে রসায়নের শিক্ষক ভাস্কর বিশ্বাসকে দায়িত্ব দিল রাজ্য শিক্ষা দপ্তর। বুধবার বিকাশ ভবন থেকে সেই নির্দেশিকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হয়েছে। ছয় মাসের জন্য ভাস্করকে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কয়েক বছর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী রেজিস্ট্রার নেই। কখনও শিক্ষক, কখনও কোনও আধিকারিককে রেজিস্ট্রারের বাড়তি দায়িত্ব দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছিল। তবে এক মাসের বেশি সময় ধরে অস্থায়ী রেজিস্ট্রারও না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনিক অচলাবস্থা তৈরি হয়। সেই সমস্যা আপাতত মিটবে বলেই মনে করছেন শিক্ষক, আধিকারিকদের একাংশ। ভাস্করের কথা, 'শিক্ষা দপ্তর যে দায়িত্ব দিয়েছে তা নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করব। আলোচনা করেই সব কাজ হবে।'

শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশ অমান্য করে বেআইনি পদ্ধতিতে অস্থায়ী কর্মীদের বেতন বৃদ্ধির দাবিতে সায় দেননি প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার নূপুর। অভিযোগ, সেকারণে নানা পদ্ধতিতে তাঁর উপর লাগাতার চাপ সৃষ্টি করছিলেন তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতির নেতারা। এসবের মধ্যেই ২০ মে দাবি আদায়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নূপুরকে ঘেরাও করে রাখেন শিক্ষাবন্ধু সমিতি সহ অস্থায়ী শিক্ষাকর্মীদের অন্য একটি সংগঠন। সেখানে ফের কটূক্তি করা হয়। অপমানে ২১ মে ইস্তফা দেন নূপুর। দায়িত্ব গ্রহণের পর ভাস্কর অস্থায়ী কর্মীদের দাবি কীভাবে মেটাবেন বা অস্থায়ী কর্মীরা ফের আন্দোলনে নামবেন কি না সেইসব নানা প্রশ্ন নিয়েই আলোচনা শুরু হয়েছে ক্যাম্পাসে।

প্রচার অভিযান

জলপাইগুড়ি, ২৫ জুন : '২১ শে জুলাই ধর্মতলা চলো' এই বার্তাকে সামনে রেখে বুধবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের জলপাইগুড়ি শাখার তরফে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের দপ্তর সহ বিভিন্ন দপ্তরের সামনে স্লোগান দেওয়ার পাশাপাশি আহ্বান জানান কর্মীদের।

গেট মিটিং

চালসা, ২৫ জুন : জয়েন্ট ফোরামের ডাকে বুধবার মাটিয়ালি ব্লকের বাতাবাড়ি চা বাগানে শ্রমিকদের নিয়ে একটি গেট মিটিং করল চা বাগান মজদুর ইউনিয়ন। এরপর বাগান ম্যানেজারকে চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি প্রদান সহ ১২ দফা দাবি নিয়ে একটি স্মারকলিপি দেন তাঁরা।

বিপ্লব ভুট্টার

প্রথম পাতার পর

পচনশীল ক্যারিব্যাগের প্রচার করছি। অনেকে সচেতন হয়ে আমাদের এই ক্যারিব্যাগ ব্যবহার করছেন।' ভুট্টার দানা থেকে তৈরি হওয়ায় ছয় মাস পরই এই ব্যাগে পচন ধরতে শুরু করে। পরবর্তীতে যা সম্পূর্ণ জৈবিক উপায়ে মাটির সঙ্গে মিশে যায়। ফলে দূষণ তো হবেই না, বরং এমন ক্যারিব্যাগ থেকে জৈব সার পাওয়া সম্ভব। তাঁদের উদ্যোগের পাশে দাঁড়িয়েছে ক্ষুদ্র, ছোট, মাঝারি শিল্প দপ্তর। দপ্তরের জেলার এক আধিকারিক বলছেন, 'পরিবেশ রক্ষার এই লড়াইকে আমরা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি। আরও তরুণ যাতে উৎসাহ হয়, তার জন্য প্রচার এবং কর্মশালার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেন, 'ভুট্টার দানা থেকে তৈরি এই ক্যারিব্যাগ পরিবেশবান্ধব হওয়ায়, প্রতিটি বাজারে তা নিয়ে আমরা প্রচার শুরু করেছি। মানুষের মধ্যে সচেতনতাবোধ কাজ করতে শুরু করেছে।' পাহাড় তো বটেই, সমতল শিলিগুড়ির থেকেও তাঁরা অর্ডার পাচ্ছেন বলে জানান প্রমোদ। তাঁর দাবি, 'প্রচার এবং এই ব্যাগ ব্যবহার শুরু হওয়ায় প্রত্যেক মাসে অন্তত চার টন পলিব্যাগের ব্যবহার কমেছে পাহাড়ে। কমছে দূষণও।' সমতল কি পাহাড়ের পথে হাঁটবে?

লালপুলে উঠবে না দু'চাকার যান

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৫ জুন : এবার থেকে লুকসানের কুজি ডায়না নদীর ওপর জীর্ণ লালপুল দিয়ে বাইক, সাইকেল যাতায়াত করতে পারবে না। বুধবার পূর্ত (সড়ক) দপ্তরের তরফে সেতুর দু'ধারে বাইক-সাইকেল যাতায়াতের অংশটুকুও বন্ধ করে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়। যদিও স্থানীয়দের একাংশের আপত্তির কারণে কাজটি শেষ হয়নি। বাসিন্দাদের বক্তব্য, অনেকগুলো বছর কেটে গেল, এখনও নতুন সেতু তৈরি হল না। আবার অন্যদিকে যেটুকু জায়গা দিয়ে বাইক, সাইকেল যাতায়াত করত, সেটাও বন্ধ হয়ে গেল। এবার ঘুরপথে যাতায়াত করতে গিয়ে সময়, টাকা দুই-ই বেশি খরচ হবে। মার খাবে এলাকার ব্যবসা-বাণিজ্যও।

পূর্ত (সড়ক) দপ্তরের মালবাজারের সহকারী বাস্তুকার সিদ্ধার্থ মণ্ডল জানালেন, সেতুটির যা দশা, তাতে বর্ষায় বাইক কিংবা সাইকেল চলাচল করাও নিরাপদ নয়। তাঁর কথায়, 'বাসিন্দাদের নিরাপত্তার স্বার্থেই কাজটি করা হচ্ছে। তবে হেঁটে যাতায়াতের উপায় থাকছে। আশা করছি, সামান্য ভুল বোঝাবুঝি দ্রুত মিটে যাবে।' স্থানীয় পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ বিষয়টি দেখছে বলে জানালেন। এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য মহাবীর প্রসাদ বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানালেন।

লুকসানের কুজি ডায়না নদীর ওপর ক্ষতিগ্রস্ত লালপুল।

১৯১০ সালে কুজি ডায়নার ওপর তৈরি হয়েছিল লালপুল। বছর চারেক আগে বর্ষাকালে নদীর জলোচ্ছ্বাসে সেটির একটি পিলার বসে যায়। তারপর থেকে সেখান দিয়ে গাড়ি চলাচল বন্ধ ছিল। এতদিন বাইক, স্কুটি কিংবা সাইকেল চলাচল করত। পূর্ত দপ্তর মনে করছে, এখন সেখান দিয়ে এই গাড়িগুলো চলাচলও নিরাপদ নয়। তাই পূর্ত দপ্তরের এই সিদ্ধান্ত।

জানা গিয়েছে, ওই সেতুটি পুরোপুরি ভেঙে ফেলে নতুন সেতু তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এজন্য টেন্ডারের কাজও শেষ হয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে, ডুয়ার্সের ধূপঝোরার মূর্তি এবং কাঠামবাড়ির খুলনাই নদীর ওপরের সেতু দুটির কাজও দ্রুত শেষ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তর জানিয়েছে, খুলনাইয়ে ইতিমধ্যে সেতু তৈরি হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে অ্যাপ্রোচ রোডের কাজ চলছে। মাসখানেকের মধ্যে যান চলাচলের জন্য সেতুটি খুলে দেওয়া হবে। তবে মূর্তি দিয়ে আপাতত যাতায়াত সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে।

উদ্যোগ

- লালপুল পুরোপুরি ভেঙে ফেলে নতুন সেতু তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে
- টেন্ডারের কাজও শেষ হয়ে গিয়েছে
- ডুয়ার্সের ধূপঝোরার মূর্তি এবং কাঠামবাড়ির খুলনাই নদীর সেতু দুটির কাজও দ্রুত শেষ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে

মৃত্যুপথযাত্রী

প্রথম পাতার পর

পাশে থাকার চেষ্টা চালিয়ে গেলেও তা যথেষ্ট নয়। বিক্রম মাঝে মাঝেই বেপরোয়া হয়ে ওঠে। যে কারণে তাঁর সামনে যেতে অনেকেই ভয় পান। বাড়ির জানলা দিয়ে রুটি, বিস্কুট কিংবা অন্য খাবার দিয়ে যান প্রতিবেশীরা। সেটাই এখন তাঁদের ভরসা। ওই নার্স মাঝে মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়লে লাগোয়া হাসপাতালে এনে টানা বেশ কিছুদিন তাঁর চিকিৎসাও করা হয়। হাসপাতালের নার্স বিমলা লামা বলছেন, 'শুক্লাদি যেহেতু এখানেই কাজ করতেন তাই তাঁকে অবসরের পরও বাগান কর্তৃপক্ষ কোয়ার্টারে থাকতে দিয়েছে। ছেলেটি মাকে মারধর করে। ভয়ে সামনে দিয়ে ঘরের ভেতর আমরাও কেউ যেতে পারি না। দ্রুত কোনও পদক্ষেপ না করলে ওঁদের যে কী হবে তা ভেবে রাতের ঘুম উড়ে গিয়েছে।'

বাগানের চিকিৎসক সুশীলকুমার সিনহা বলছেন, 'যখন আমরা শুক্লাদেবীকে নিয়ে আসি সেসময় তাঁর শুধু হাড়ের ওপর মাংস ছিল। খাওয়াদাওয়া বন্ধ ছিল। স্যালাইন দিতে ধমনীও খুঁজে পাচ্ছিলাম না। মা-ছেলে দুজনেরই পরিপূর্ণ চিকিৎসা প্রয়োজন। ওঁদের খাওয়াদাওয়া জোটানোও এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।' কী বলছেন শুক্লা? জড়ানো কণ্ঠে তাঁর বক্তব্য, 'আমরা তো বাঁচতেই চাই। প্রতিবেশীরা আর কতদিন দেখবে।' শুক্লাদেবীও তো এককালে পরম মমতায় হাজার হাজার রোগীকে বাঁচার পথ বাতলে দিতেন। কিন্তু তাঁর বেলা? বাঁচার এই আর্তি কেউ শুনবেন কি?

বিরক্ত পুলিশ

প্রথম পাতার পর

একইসঙ্গে মিথ্যা মামলার জেরে অনেক ক্ষেত্রে সত্যি ঘটনার তদন্ত শুরু করতেই পুলিশ অফিসারের দেরি হয়ে যাচ্ছে। এতে নতুন করে সমস্যাও তৈরি হচ্ছে। এক পুলিশ আধিকারিকের কথায়, 'অফিসারদের এক্ষেত্রে কিছুই করার থাকে না। কারণ আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নয়। তাই অভিযোগ পেয়ে প্রাথমিক তদন্ত করাটা কর্তব্য এবং মামলা রুজু হতেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। একইসঙ্গে অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হলে তাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আদালতে তুলতে হবে। তবে কিছু ক্ষেত্রে প্রাথমিক তদন্ত হওয়ার পর ঘটনা মিথ্যে বুঝতে পারলে তখনই তাদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু কিছু অভিযোগকারী না মানলে তাদের বিষয়টি আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়।'

শ্রমিকদের

প্রথম পাতার পর

ইউনিয়নের সামসিং ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক সুভাষ সার্কি বলেন, 'এসব ইডি ও মালিকদের বিষয়। শ্রমিকদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। বাগান খোলা রাখতে হবে এটাই একমাত্র দাবি। সংগঠনের পক্ষ থেকে বর্তমান মালিকের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে।'

পালটা মারের নিদান সুকান্তর

বালুরঘাট, ২৫ জুন : কিছুদিন আগেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে 'লাস্ট ওয়ার্নিং' দিয়েছিলেন তিনি। এবার পালটা মার দেওয়ার নিদান দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতির। বুধবার বিজেপির প্রতিবাদ সভায় বিজেপির রাজ্য সভাপতি ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারকে বলতে শোনা যায়, 'এতদিন আপনারা মার খেয়ে এসেছেন। এবার সময় বদলাচ্ছে। এখন মার দেবার পালা এসেছে।' সিনেমার প্রসঙ্গ টেনে তিনি তৃণমূলকে ভিলেন হিসেব তুলে ধরে বলেন, 'প্রথমে নায়ককে মার খেতে হয়। পরবর্তীতে পালটা মার খায় ভিলেন। বিজেপির মার খাওয়ার দিন শেষ। এবার ভিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের মার খাওয়ার দিন আসছে।' স্বাভাবিকভাবে বালুরঘাটের সাংসদকে পালটা আক্রমণ শুরু করে দিয়েছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। তৃণমূলের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল পালটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলছেন, 'উনি মাঝে মাঝেই লাস্ট ওয়ার্নিংয়ের কথা বলেন। যদিও সাল বলেন না। আমরা সালটা জানতে চাই। উনি দিন, সময় এবং জায়গার কথা বলুন, আমরা সেখানে যাব।'

বঙ্গ রাজনীতিতে সুকান্তের আলাদা একটা পরিসর রয়েছে। সাধারণত তিনি কাউকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেন না। এমনকি নানান ঘটনা এবং রাজ্যের শাসকদলের সমালোচনা তাঁর মুখে শোনা গেলেও, সেই অর্থে হুমকি বা হুঁশিয়ারি দিতে তাঁকে সাধারণত দেখা যায় না। কিন্তু কিছুদিন ধরেই বিজেপির রাজ্য সভাপতি অন্যমাত্রায় ধরা দিচ্ছেন। যে কারণে এদিন তিনি যখন পালটা মারের কথা বলছেন, তখন বিজেপি কর্মীদের বড় একটা অংশের মধ্যে বাড়তি উন্মাদনা দেখা যায়। বালুরঘাটে মেডিকেল কলেজ তৈরি, দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস চালু সহ একাধিক দাবি এবং তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ, পুলিশ প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা, হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতনের অভিযোগে বুধবার বিকেলে বালুরঘাটে প্রতিবাদ মিছিল শেষে জেলা শাসকের কার্যালয় ঘেরাও কর্মসূচি পালন করে বিজেপি। ঘেরাও কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে এদিন দলীয় নেতৃত্ব ও কর্মীরা বসে পড়েন অবস্থান বিক্ষোভে। এমন কর্মসূচি থেকে তৃণমূল এবং প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ তোলা হয়। পরে দলীয় একটি প্রতিনিধিদল ১৫ দফা দাবি সংবলিত একটি স্মারকলিপি জেলা শাসকের কাছে জমা দেয়। এই কর্মসূচিতেই তোপ দাগেন সুকান্ত। অন্যদিকে, জরুরি অবস্থার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে দক্ষিণ দিনাজপুরে দিনটিকে কালা দিবস হিসেবে পালন করে বিজেপি। তৎকালীন ইন্দিরা গান্ধির সরকার জরুরি অবস্থা জারি করে সাধারণ মানুষ এবং বিরোধীদের ওপর দমনপীড়ন নীতি কার্যকর করেছিল বলে অভিযোগ তোলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত।

তৎকালীন ইন্দিরা গান্ধির সরকার জরুরি অবস্থা জারি করে দমনপীড়ন নীতি কার্যকর করেছিল বলে অভিযোগ তোলেন সুকান্ত।

একনজরে

- অঘোষিত জরুরি অবস্থা এরাজ্যেও, অভিযোগ বিজেপি রাজ্য সভাপতির
- বিজেপি কর্মীদের উদ্দেশে তৃণমূলকে পালটা মার দেওয়ার নিদান সুকান্তের
- পালটা চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দিন, সময় এবং জায়গার নাম জানতে চাইল তৃণমূল

মাছ ধরা নিয়ে গোলমাল, মাথায় কোপ

রাজগঞ্জ, ২৫ জুন : মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের প্রথমে বচসা, পরে রক্তারক্তি। রাজগঞ্জ ব্লকে বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের গোকুলভিটা গ্রামে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ওই ঘটনায় আহত হন পেশায় ব্যবসায়ী ধনঞ্জয় সরকার। তিনি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বাড়ির পাশের একটি ঝোরায় মাছ ধরতে গেলে পাশের এক চা বাগানের দুই শ্রমিকের সঙ্গে বচসা বাধে বলে অভিযোগ।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, জাল ফেলাকে কেন্দ্র করে বচসা শুরু হয় ধনঞ্জয় এবং চা শ্রমিক অশোক লোহারের মধ্যে। অশোক ও তাঁর ছেলে দুজনই চা বাগানে কাজ করেন। অশোকদের অভিযোগ ছিল, ধনঞ্জয় জাল ফেললে তাঁরা আর মাছ পাবেন না। এই নিয়ে কথা কাটাকাটি উত্তপ্ত আকার নেয়। উপস্থিত স্থানীয়দের মধ্যস্থতায় তখনকার মতো পরিস্থিতি শান্ত হলেও রেশ থেকে যায়।

ধনঞ্জয়ের শ্যালিকা আন্না সরকার জানান, বাড়িতে ফিরে স্নান করতে গেলে অশোক এবং তার ছেলে ধনঞ্জয়ের ওপর চড়াও হন। ধারালো অস্ত্র দিয়ে মাথায় আঘাত করলে ধনঞ্জয় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়। তবে আপাতত ধনঞ্জয়ের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। ধনঞ্জয়ের পরিবার ভোরের আলো থানায় অভিযোগ দায়ের করলে পুলিশ অশোককে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু তাঁর ছেলে এখনও ফেরার।

আলোচনা সভা

ক্রান্তি, ২৫ জুন : নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বুধবার ক্রান্তি ব্লকের বিভিন্ন ব্যবসায়ী, ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এবং ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যদের নিয়ে একটি আলোচনা সভা হল। সদর্থক আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ক্রান্তি ফাঁড়ির ওসি কেটি লেপচা।

হেনস্তা, তবু রাজস্থানে ইটাহারের শ্রমিকরা

প্রথম পাতার পর

গ্রামে ফিরলে সেই টাকা পাব কোথায়?' মঙ্গলবার রাজস্থানে পুলিশ আটকে রাখায় বাংলার রাজ্য প্রশাসন ওই শ্রমিকদের পরিচয়পত্র ও বাড়ির ঠিকানা পাঠিয়ে দিয়েছিল। যা পাওয়ার পরেই রাজস্থান সরকার তড়িঘড়ি তাঁদের ছেড়ে দেয়।

রাজ্যের পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বুধবার বলেন, 'বিজেপি যে বাংলা বিরোধী, তা ফের প্রমাণ হয়ে গেল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভায় সরব না হলে ওই শ্রমিকদের আটকে রাখা হত।' বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাঙালি শ্রমিকদের হেনস্তার শিকার হতে হচ্ছে বলে তৃণমূল অভিযোগ তুললেও বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ঘটনাটির দায় চাপিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর ঘাড়েই।

সুকান্ত বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্যই বাঙালিদের হয়রানি। তিনি যদি জাল আধার কার্ড না দিলে এমন ঘটনা ঘটত না।' তাঁর কথায়, 'যে মুখ্যমন্ত্রী বাঙালির পেটে অন্ন দিতে পারেন না, তাঁর বাঙালির সম্মান নিয়ে মাথাব্যথা করার কী আছে?' বিজেপির পরিষদীয় দলের মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষও প্রশ্ন তোলেন, 'বাংলার বাসিন্দাদের ভিনরাজ্যে কাজ করতে যেতে হবে কেন? রাজ্য সরকার কর্মসংস্থানের সুযোগ দিতে পারছে না বলেই লোকে ভিনরাজ্যে যাচ্ছে।'

তাঁর বক্তব্য, 'কেউ হেনস্তা হোক, আমরাও চাই না। আমরা চাই, বাংলার মানুষ বাংলাতেই কাজ পাক।'

ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেন পালটা বলেন, 'আধার কার্ড তো দেয় কেন্দ্রীয় সরকার। তাহলে কেন্দ্র কি জাল আধার কার্ড দেয়? আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কর্মসংস্থানমুখী অনেক প্রকল্প চালু করেছেন। ফলে কাজের জন্য বাইরে যাওয়া মানুষের সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক কমেছে।'

সুকান্তকে কটাক্ষ করে মোশারফের বক্তব্য, 'বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাঙালি শ্রমিকরা হেনস্তার শিকার হওয়ায় আশা করেছিলাম, বাঙালি হিসেবে সুকান্তবাবু ওই শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াবেন। কিন্তু তিনি তাঁর রাজনৈতিক লাইনেই চলছেন।' তবে বাংলাভাষী শ্রমিকদের এই হেনস্তায় দুঃখিত বাংলায় বসবাসকারী রাজস্থানের আদি বাসিন্দা মাড়োয়ারিরা। তাঁদেরই একজন কালিয়াগঞ্জের রামগোপাল মন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশিদের ধরা হোক। কিন্তু তা করতে গিয়ে কোনও রাজ্যে বাঙালিদের হেনস্তা করা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।'

রায়গঞ্জ শহরে ৩০০ মাড়োয়ারি পরিবারের বাস। সুদর্শনপুর দ্বারিকা প্রসাদ উচ্চ বিদ্যাচক্রের পরিচালন কমিটির সভাপতি প্রদীপ আগরওয়ালার কথায়, 'রাজস্থানে যা হয়েছে, ভালো হয়নি। এখানে তো আমাদের সমস্যায় পড়তে হয়নি।'

হরিশ্চন্দ্রপুর মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক পবন কেডিয়া বলেন, 'রাজস্থানে ইটাহারের বাঙালি মানুষগুলোর সঙ্গে যা হয়েছে, তা আমরা মানতে পারছি না। আমার জন্ম বাংলায় হলেও রাজস্থান আমার পূর্বপুরুষের মাটি। তাই সেখানে বাঙালির অসম্মান হলে আমার মনেও ব্যথা লাগে।'

রাজস্থান থেকে মোবাইলে ইটাহারের আদি বাসিন্দা মোজাহার শেখ শোনালেন, 'আজ আর কোনও অসুবিধা হয়নি। যে যার কাজ করেছি।' ঘরে ফেরার প্রশ্নে মোজাহারের বক্তব্য, 'ফিরলে করব কী? রুটিরুজির জন্যই তো গ্রাম ছেড়ে এত দূরে এসে পড়ে আছি। আশা করছি, আর সমস্যা হবে না। ঘরে ফেরার কথা তাই ভাবছি না।'

মেডিকেল কলেজের জমির খোঁজ

আলিপুরদুয়ার, ২৫ জুন : আবার চর্চায় উঠে এল আলিপুরদুয়ার জেলার মেডিকেল কলেজ স্থাপনের কথা। সেটাও আবার জেলার 'জন্মদিন'-এ। বুধবার আলিপুরদুয়ার জেলার প্রতিষ্ঠা হিসেবে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে। ডুয়ার্সকন্যায় সেই অনুষ্ঠান শেষে জেলা শাসক আর বিমলা জানালেন, রাজ্য থেকে সবুজ সংকেত মিলেছে। ইতিমধ্যে জেলায় মেডিকেল কলেজ স্থাপনের জন্য জমির খোঁজ শুরু হয়েছে। একই রকম কথা শোনা গেল প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তীর বক্তৃতাতেও।

প্রশাসন বলছে, জেলা হাসপাতালের ৫-১০ কিমির মধ্যেই জমি দেখার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। স্বভাবতই আলিপুরদুয়ার শহর সংলগ্ন আলিপুরদুয়ার-১ ও ২ ব্লকের কোথাও সেই মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

এদিন জেলা শাসক আর বিমলা বলেন, 'মেডিকেল কলেজের জন্য জায়গা দেখার কাজ শুরু হয়েছে। কয়েকটি জায়গা প্রাথমিকভাবে দেখা হচ্ছে। সব দিক বিবেচনা করে যে জায়গায় মেডিকেল কলেজ করলে সুবিধা হবে, সেটাই বেছে নেওয়া হবে।' জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, ২০-৩০ একর জমির খোঁজ করা হচ্ছে। তবে জেলা সদরের কাছাকাছি একসঙ্গে এত জমি পাওয়াও অনেকটা চ্যালেঞ্জের। মেডিকেল কলেজ হলে সেটা জেলা হাসপাতালের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে। সেকারণেই শহরের আশপাশে মেডিকেল কলেজ তৈরির ভাবনা রয়েছে।

স্বাস্থ্যকর্তারা এই বিষয়টি নিয়ে খুব বেশি কিছু বলতে নারাজ। এদিন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুমিত গঙ্গোপাধ্যায়কে মেডিকেল কলেজের কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'জেলা প্রশাসন তো জমি দেখবে বলল। তাদের কাছে হয়তো নির্দেশ এসেছে। আমাদের কাছে কিছু আসেনি।'

জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গেল, বর্তমানে মেডিকেল কলেজের প্রসঙ্গ আবার চর্চায় উঠে এলেও সেই প্রস্তুতি কিন্তু অনেকদিন থেকেই চলছে। উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং, বালুরঘাটে মেডিকেল কলেজ তৈরির পরিকল্পনা অনেকদিন থেকেই করছে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। বিভিন্ন সময় এই নিয়ে স্বাস্থ্যকর্তারা মুখ খুলেছেন। তবে এবার যখন খোদ জেলা শাসক জমি খোঁজার কথা বলেছেন, তখন বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, শহর সংলগ্ন বঞ্চুকামারি, পররপার, চাপরেরপার এলাকায় কয়েকটি জমির খোঁজ চলছে। এদিন যেমন আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর বলেন, 'পুরসভার সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট এক জায়গায় হওয়ার কথা ছিল। তবে পরে জায়গা পরিবর্তন হয়। সেই জায়গাটাও দেখা হচ্ছে।'

আশার আলো

- জেলা হাসপাতালের ৫-১০ কিমির মধ্যেই জমি দেখার ওপর জোর
- ২০-৩০ একর জমির খোঁজ করা হচ্ছে
- জেলা সদরের কাছাকাছি একসঙ্গে এত জমি পাওয়াও অনেকটা চ্যালেঞ্জের

ভারতের শুভাংশু

প্রথম পাতার পর

মোদি টুইটে লেখেন, '১৪০ কোটির স্বপ্ন, আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন শুভাংশু। এটা আমাদের দেশের গর্বের মুহূর্ত।' অন্যদিকে, আগাগোড়া উদ্বেগ ছিল লখনউয়ের ত্রিবেণিনগরের বাসিন্দা শুভাংশুর বাবা শম্ভুদয়াল শুক্লার।

যদিও ছেলের সফল যাত্রায় আবেগে গলা জড়িয়ে এল তাঁর। তিনি বলেন, 'আমার ছেলে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছে। তরুণ প্রজন্মকে দেখিয়েছে, চেষ্টা করলে কোনও স্বপ্ন অধরা থাকে না।' শুভাংশুর বোন গুঞ্জন বলেন, 'ভালোয় ভালোয় উড়েছেন দাদারা। এখন ভারমুক্ত লাগছে।' দাদার মঙ্গলকামনায় এই ক'টা দিন পূজার্চনা করে কাটাবেন বলে জানিয়েছেন বোন।

শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রথম ভারতীয় মহাকাশচারী রাকেশ শর্মাও। এক ভিডিওবার্তায় তিনি বলেন, 'জানলার বাইরে তাকাতে ভুলো না। সময়টা উপভোগ করো।' ১৯৮৪ সালে প্রথম রাশিয়ার মহাকাশযানে চেপে মহাকাশে গিয়েছিলেন রাকেশ। তারপর আর কোনও ভারতীয় মহাকাশে যাননি। সেই খরা কাটল পাক্কা চার দশক পর। আপাতত এই মহাকাশযান প্রায় ২০০ কিলোমিটার দূর দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে ৭.৫ কিলোমিটার বেগে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। সেখান থেকেই দেশবাসীকে নমস্কার জানিয়ে শুভাংশু বলেন, 'আমার কাঁধে তেরঙা, যেন গোটা ভারত আমার সঙ্গে। এই অভিযান শুধু আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের জন্য নয়, এটা ভারতের মানব মহাকাশ কর্মসূচির সূচনাও বটে। আমি চাই, আপনারাও এই যাত্রার অংশ হন। গর্বে আপনার বুকও ফুলে উঠুক।'

প্রথমে নাসা ও ইসরোর যৌথ উদ্যোগে এই অভিযান হওয়ার কথা ছিল গত ২৯ মে। কিন্তু আবহাওয়া, প্রযুক্তিগত ত্রুটি সহ নানা কারণে বারবার অভিযান পিছিয়ে যায়। বুধবার সকালে উৎক্ষেপণের ঘণ্টাখানেক আগেও যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিয়েছিল মহাকাশযানে। আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য মহাকাশযানে আপলোড হচ্ছিল না। কিন্তু কিছুক্ষণের চেষ্টায় সেই ত্রুটি সংশোধন করেন বিজ্ঞানীরা। তারপর নির্ধারিত সময়ে মহাকাশযানে ওঠেন শুভাংশু সহ চার নভশ্চর।

নাসার এই অভিযানে ইসরোর তরফে প্রাথমিকভাবে বেছে নেওয়া হয়েছিল শুভাংশুর সঙ্গে প্রশান্ত বালকৃষ্ণান নায়ারকে। উত্তরপ্রদেশের লখনউয়ের ছেলে শুভাংশু ভারতীয় বায়ুসেনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন। শেষমেশ শিকে ছেঁড়ে তাঁর। মূল মহাকাশচারী হিসাবে বেছে নেওয়া হয় ৩৯ বছরের এই তরুণকে। বিকল্প হিসাবে রাখা হয় প্রশান্তকে। প্রশান্ত বুধবার বলেন, 'শুভাংশুর মতো আত্মবিশ্বাসী আর একজনকেও দেখিনি।'

বোলিং শীর্ষে বুমরাহ, ব্যাটিংয়ে রুট

কেরিয়ারের সেরা টেস্ট র‌্যাংকিংয়ে ঋষভ

দুবাই, ২৫ জুন : উত্তেজক ম্যাচ।

দুরন্ত পরিণতি। ভারতের তরুণ ব্রিগেডকে হারিয়ে শেষ হাসি বাজবলের। জয়ের সম্ভাবনা তৈরি করেও ইংল্যান্ডের কাছে হারের ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে দ্বিতীয় টেস্টে পাখির চোখ। ভারতীয় দল ফিনিশিং লাইন পার করতে না পারলেও ম্যাচের দুই ইনিংসে শতরান করে নজির গড়েছেন ঋষভ পন্থ।

হেডিংলে টেস্টে জোড়া শতরানের (১৩৪ ও ১১৮) পুরস্কার, আইসিসি টেস্ট ব্যাটিং ক্রমতালিকায় কেরিয়ারের নিজের সেরা র‌্যাংকিংয়ে পা রাখলেন ভারতের উইকেটকিপার-ব্যাটার। বুধবার প্রকাশিত আইসিসি ক্রমতালিকায় ব্যাটারদের মধ্যে সাত নম্বরে রয়েছেন ঋষভ।

ঋষভ ক্রিকেট ইতিহাসের দ্বিতীয় উইকেটকিপার যিনি টেস্টের দুই ইনিংসে শতরান করার নজির গড়েছেন। ভারতীয় বাঁহাতি ব্যাটার ছাড়া যে রেকর্ড শুধুমাত্র রয়েছে জিম্বাবোয়ের কিংবদন্তি অ্যান্ডি ফ্লাওয়ারের। যার সুবাদে ভারতের প্রথম উইকেটকিপার হিসেবে টেস্টে ৮০০ রেটিং পয়েন্টের গণ্ডি পেরোনোর নজিরও ঋষভের দখলে।

ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যে সেরা র‌্যাংকিংয়ে হেডিংলি টেস্টে চার ক্যাচ ফেলে 'খলনায়ক' বনে যাওয়া যশস্বী জয়সওয়াল (চতুর্থ)। প্রথম ইনিংসে ১৪৭ রানের সুবাদে ৫ ধাপ এগিয়েছেন শুভমান গিলও। ২৫ থেকে ২০ নম্বরে উঠে এসেছেন টেস্ট অধিনায়ক। অপরদিকে, ওডিআই ফরম্যাটে শীর্ষস্থান দখলে রেখেছেন শুভমান। প্রথম পাঁচে রয়েছেন রোহিত শর্মা (৩) ও বিরাট কোহলিও (৪)।

টেস্ট বোলারদের ক্রমতালিকায় শীর্ষস্থানে রয়েছেন জসপ্রীত বুমরাহ। দ্বিতীয় স্থানে থাকা দক্ষিণ আফ্রিকার কাগিসো রাবাদার (৮৬৮ পয়েন্ট) থেকে ৩৯ পয়েন্টে এগিয়ে নিজের জায়গা আরও মজবুত করে নিয়েছেন ভারতীয় স্পিডস্টার। প্রথম পাঁচে অস্ট্রেলিয়ার দুজন প্যাট কামিন্স (৩) ও জোশ হ্যাজেলউড (৫)।

ভারতীয় দলের থেকে জয় ছিনিয়ে নেওয়ার অন্যতম কারিগর বেন ডাকেটও এগিয়েছেন। ১৪৯ রানের ম্যাচ জেতানো ইনিংসের সুবাদে সেরা প্লেয়ারের সম্মান পাওয়া ডাকেট (৮) পাঁচ ধাপ উন্নতি করে প্রথম দশে ঢুকে পড়েছেন। সতীর্থ ওলি পোপ (১৯) ও জেমি স্মিথও (২৭) সাফল্যের সুবাদে লাভ তুলেছেন আইসিসি ক্রমতালিকায়।

টেস্ট ব্যাটারদের মগডালে জো রুট। দ্বিতীয় স্থানে হ্যারি ব্রুক। দ্বিতীয় ইনিংসে অপরাজিত হাফ সেঞ্চুরি করেন রুট। ব্রুক (৮৭৪) অপরদিকে প্রথম ইনিংসে ৯৯ করার সুবাদে রুটের (৮৮৯) ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছেন। বেন স্টোকস অপরদিকে টেস্ট অলরাউন্ডারদের তালিকায় পাঁচ নম্বরে রয়েছেন। শীর্ষে রবীন্দ্র জাদেজা।

লিডসে জোড়া শতরান টেস্ট র‌্যাংকিংয়ে ঋষভ পন্থকে সাত নম্বরে তুলে আনল।

'টেস্টের অনুপযুক্ত ভারতীয় ফিল্ডিং'

যশস্বী-জাদেজাদের নিয়ে ক্ষোভ গাভাসকারের

লিডস, ২৫ জুন : দুই ইনিংস মিলিংয়ে পাঁচ-পাঁচটা শতরান।

ম্যাচে ভারতের মোট সংগ্রহ ৮৩৫ রান (৪৭১ ও ৩৬৪)। তার পরও হার! রাশ নিজেদের হাতে রেখেও স্বভাবতই এভাবে ম্যাচ ফসকে যাওয়া মানতে পারছেন না প্রাক্তনরা। হারের জন্য মূলত কাঠগড়ায় তোলা হচ্ছে ফিল্ডিং, ক্যাচ মিসের বহরকে। সঙ্গে ভালো অবস্থায় থেকে ব্যাটিং ধস।

প্রথম ইনিংসে গোটা চারেক ক্যাচ পড়েছে। যার সুযোগ নিয়ে ওলি পোপ, বেন ডাকেট, হ্যারি ব্রুকরা বড় স্কোর করেন। ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিসেও ছবিটা বদলায়নি। আউটফিল্ডে হাত-পায়ের ফাঁক দিয়ে বিসাদৃশ্যভাবে বল গলেছে। সুনীল গাভাসকারের কথায়, শুভমান গিল ব্রিগেডের ফিল্ডিং টেস্টের জন্য একেবারে উপযুক্ত নয়।

হেডিংলি ম্যাচের পর্যালোচনায় ভারতীয় কিংবদন্তি বলেছেন, 'ইংল্যান্ড দলকে জয়ের পুরো কৃতিত্ব দেব। ভারতীয় ব্যাটাররা ম্যাচে পাঁচটা শতরান করার পরও আত্মবিশ্বাসী ছিল ওরা। ফলে দুই ইনিংসেই ভারতকে অলআউট করতে পেরেছে। এখানেই ব্যর্থ ভারত। আসলে দুই ইনিংসেই আরও কিছু রান করার সুযোগ ছিল। ভারত যা কাজে লাগাতে পারলে ম্যাচের ফলাফল অন্যরকম হত। শুধু ক্যাচ মিস নয়, ফিল্ডিংয়ের মান অত্যন্ত সাধারণ। একেবারেই টেস্ট মানের নয়। আশা করি ভুল থেকে শিক্ষা নেবে ওরা।'

বোলাররা দ্বিতীয় ইনিংসে দাগ কাটতে না পারলেও গাভাসকার বোলিংকে দুষতে নারাজ। হেডিংলের পিচ ব্যাটিংয়ের জন্য দারুণ ছিল। বোলারদের সমালোচনা করা অনুচিত। তবে জসপ্রীত বুমরাহর যোগ্য সঙ্গীর অভাবের কথা মনে করিয়ে দিলেন। দাবি, বুমরাহর সঙ্গে বাকিরা যোগ্য সংগত দিতে পারলে ম্যাচের রং বদলে যেতেও পারত। লম্বা সিরিজ। সবে প্রথম টেস্ট। দ্বিতীয় টেস্টের আগে দিন আটেক হাতে রয়েছে। গাভাসকারের বিশ্বাস, ভুলগুলি শুধরে নিতে পারবে ভারতীয় দল।

কড়া দাওয়াইয়ের পরামর্শ শাস্ত্রীর

রবি শাস্ত্রী আবার তরুণ ব্রিগেডের জন্য কড়া দাওয়ায় দরকার বলে মনে করছেন। গৌতম গম্ভীরের উদ্দেশ্যে প্রাক্তন হেডকোচের বার্তা, 'কোচিং স্টাফদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঘুরে দাঁড়াতে ওদের বড় দায়িত্ব থাকছে। অধিনায়ক হিসেবে প্রথম ম্যাচে শুভমান গিল চেষ্টা করেছে। শতরানও এসেছে ওর ব্যাট থেকে। আর সবকিছু অধিনায়কের হাতে থাকেও না। তবে বেসিক বিষয়গুলিতে নজর দেওয়া প্রয়োজন।'

ভুলভ্রান্তিগুলি নিজেই দেখিয়ে দিলেন শাস্ত্রী। প্রাক্তন হেডকোচের মতে, ফিল্ডিং নিয়ে প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে। এত ক্যাচ মিস করলে ম্যাচ জেতা সম্ভব নয়। সুযোগ হাতছাড়া করলে চলবে না। ৫৫০-৬০০ রান তোলার সম্ভাবনা থাকবে তা কাজে লাগাতে হবে। এভাবে আলটপকা শটে উইকেট খুইয়ে দলকে ডোবানো মানা যায় না। এক্ষেত্রে কোচের দায়িত্ব কড়া হাতে বিষয়টি সামলান। সাজঘরে কড়া বার্তা দেওয়া।

বুমরাহকে ওয়ার্কলোড, ফিটনেস নিয়ে টানাপোড়েনের প্রসঙ্গ টেনে বার্মিংহ্যাম টেস্টেও হারের আশঙ্কা দেখছেন। রবি শাস্ত্রীর যুক্তি, 'বুমরাহ বলেছে পাঁচের মধ্যে তিনটিতে খেলবে। প্রশ্ন কোন তিনটি টেস্ট। আমার ধারণা হয়তো পরের ম্যাচেই ব্রেক নেবে। কারণ ও নিজেও লর্ডসে খেলতে চাইবে। সেক্ষেত্রে পরের টেস্টে বুমরাহ না থাকলে স্কোরলাইন ০-২ হওয়ার আশঙ্কা বাড়বে।'

হরভজন সিং আবার প্রথম একাদশ নির্বাচনেই ভুল দেখছেন। ২ জুলাই শুরু এজবাস্টন টেস্টে যা শুধরে নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। প্রাক্তন অফস্পিনার বলেছেন, 'দ্বিতীয় টেস্টে নামার আগে চাপে ভারত। কারণ ওরা পিছিয়ে রয়েছে। হারা ম্যাচ থেকেই শিক্ষা নতে হবে। পরের ম্যাচে কুলদীপকে খেলানো উচিত। ও থাকলে উইকেট নেওয়ার ক্ষমতা বাড়বে ভারতীয় বোলিংয়ের। পাশাপাশি ইংল্যান্ডের মাটিতে সুযোগ হাতছাড়া করলে চলবে না। তবে তরুণ ভারতীয় দল সাহসী ক্রিকেট উপহার দিয়েছে। ভুলভ্রান্তি শুধরে নিলে এই দলটা আগামীতে সাফল্য আনবে।'

হেডিংলে টেস্টে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বেন ডাকেটের সহজ ক্যাচ ফেলেন রবীন্দ্র জাদেজা।

বার্মিংহামে দ্বিতীয় টেস্টে অর্শদীপ সিং ও কুলদীপ যাদবকে প্রথম একাদশে চাইছেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন স্পিনার মন্টি পানেসার।

দ্বিতীয় টেস্টের জন্য বার্মিংহাম পৌঁছে গেল টিম ইন্ডিয়া

বুমরাহ নিয়ে 'ছক' বদলাচ্ছে না : গম্ভীর

বার্মিংহাম, ২৫ জুন : প্রথম ইনিংসে পাঁচ উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসে শূন্য।

হেডিংলে টেস্টে টিম ইন্ডিয়া পাঁচ উইকেটে হেরে গিয়েছে। সিরিজে ১-০ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়েছেন শুভমান গিলরা। জঘন্য ফিল্ডিংয়ের পাশে লজ্জার বোলিংয়ের মধ্যে আগামীর অশনিসংকেত নিয়ে আজ ভারতীয় সময় সন্ধ্যার দিকে লিডস থেকে বার্মিংহামে পৌঁছে গেল ভারতীয় দল। আগামীকাল বার্মিংহামে পুরো দিন বিশ্রাম রয়েছে ভারতীয় দলের। ২ জুলাই থেকে বার্মিংহামের এজবাস্টনের মাঠে দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হচ্ছে।

তবে ভারতীয় স্কোয়াড থেকে ছেড়ে দেওয়া হল পেসার হর্ষিত রানাকে। লিডসে প্রথমে টেস্টের আগে শেষ মুহূর্তে তিনি দলে ঢুকেছিলেন। এদিন শুভমান গিলরা ইংল্যান্ডের স্থানীয় সময় সকাল ১১.৩০ মিনিট নাগাদ বাসে করে বার্মিংহামের উদ্দেশে রওনা হন। কিন্তু সেই বাসে হর্ষিতকে দেখা যায়নি।

দ্বিতীয় টেস্ট শুরুর আগে টিম ইন্ডিয়াকে নতুনভাবে শুরু করতে হবে সব কিছু। দলের ফিল্ডিং ও বোলিংয়ের বেহাল দশার দিশা খুঁজে পেতে হবে। সঙ্গে পাঁচটি শতরান করার পরও কীভাবে ম্যাচ জিততে হয়, সেই স্ট্র্যাটেজিও বার করতে হবে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে। সেই স্ট্র্যাটেজি চূড়ান্ত করার পথে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল, বুমরাহ কি খেলবেন? গতরাতে হেডিংলে টেস্ট হারের পর অধিনায়ক শুভমান জানিয়েছিলেন, দ্বিতীয় টেস্টের আগে তাঁরা সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করবেন।

রাতের দিকে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে কোচ গৌতম গম্ভীরও অনেকটাই একই পথে হেঁটেছেন। অধিনায়ক শুভমানের উপর ভরসা ও ধৈর্য রাখার আবেদন জানানোর পাশে বুমরাহ নিয়ে আগের অবস্থান বদলাচ্ছে না ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট, স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি। ভারতীয় কোচ গম্ভীরের কথায়, 'বুমরাহ নিয়ে পরিকল্পনা বদলাচ্ছি না আমরা। ওর জন্য ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট খুব জরুরি। আমরা সবাই জানি ও দলের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ। তাই বুমরাহকে নিয়ে সবসময় ভেবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আপাতত এটাই বলব, বুমরাহকে নিয়ে আগের অবস্থান থেকে সরছি না আমরা।'

ভারতীয় কোচের কথায় স্পষ্ট, বাকি থাকা ভারত বনাম ইংল্যান্ডের সিরিজে আর দুইটি টেস্ট খেলবেন বুমরাহ। বর্তমান ক্রিকেট দুনিয়ার সেরা জোরে বোলার না খেললে ভারতীয় বোলিংয়ের হাল আরও বেহাল হওয়ার সম্ভাবনা। গম্ভীর নিজেও সেটা জানেন। শুধু বুমরাহ নয়, তাঁকে এখন দলের অনেক কিছু নিয়েই ভাবতে হচ্ছে। গম্ভীরের কথায়, 'আমাদের এই দলটা অনভিজ্ঞ। সময়ের সঙ্গে উন্নতি করবে। যারা স্কোয়াডে রয়েছে, তারা যোগ্য বলেই ভারতীয় দলে সুযোগ পেয়েছে। লিডস টেস্টের প্রথম চারদিনের পাশে পঞ্চম দিনও আমরা জেতার জায়গায় ছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফল হয়েছে ভিন্ন। আগামীদিনে আমাদের আরও সতর্ক থাকতে হবে।' হেডিংলে টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার তরফে পাঁচটি শতরান হয়েছে। যার মধ্যে দলের সহ অধিনায়ক ঋষভ পন্থ করেছেন জোড়া শতরান। ঋষভের পারফরমেন্স টিম ইন্ডিয়ার জন্য কতটা পজিটিভ? সাংবাদিক সম্মেলনে এমন প্রশ্ন ওঠার পর কৌশলে তা এড়িয়ে গিয়েছেন গম্ভীর। বদলে লোকেশ রাহুল, যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমানদের শতরানের প্রসঙ্গ টেনে এনে টিম ইন্ডিয়ার কোচ বলেছেন, 'আরও তিনটি শতরান হয়েছে ভারতীয় ইনিংসে। সেই শতরানগুলোও আমাদের দলের জন্য পজিটিভ দিক।' হেডিংলে টেস্টের দুই ইনিংসেই ভারতীয় দলের লোয়ার অর্ডার ব্যর্থ হয়েছে। প্রথম ইনিংসে ৪১ রানে সাত উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসে ৩১ রানে ছয় উইকেট। কেন এভাবে ব্যর্থ হল ভারতীয় দলের লোয়ারঅর্ডার ব্যাটিং? জবাবে কোচ গম্ভীর বলছেন, 'এমন পারফরমেন্স অবশ্যই হতাশার। কিন্তু অনেক সময় এমন হয়। সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে হয়তো প্রথম ইনিংসে আমাদের স্কোরটা ৫০০ বা তার বেশি হত। কিন্তু হয়নি।'

বেন ডাকেটের সামনে অসহায় দেখাল মহম্মদ সিরাজদের।

৫টি শতরানের পরেও প্রথম টেস্টে হার। হতাশ শুভমান গিল, রবীন্দ্র জাদেজা, ঋষভ পন্থরা।

অর্শদীপ, কুলদীপের পক্ষে মন্টি

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৫ জুন : দুর্দান্ত শুরু। জঘন্য হার!

হেডিংলের মাঠে ভারতীয় ব্যাটাররা রান পেয়েছেন। দুই ইনিংস মিলিয়ে মোট পাঁচটি শতরান হয়েছে। শেষ পর্যন্ত পাঁচ উইকেটে ম্যাচ হারতে হয়েছে শুভমান গিলের ভারতকে।

কেন এমন অবস্থা হল টিম ইন্ডিয়ার? ভারতের হার পর্যালোচনা করতে গিয়ে সামনে আসছে জঘন্য ফিল্ডিংয়ের পাশে দলের লোয়ার অর্ডার ব্যাটিং। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ক্রিকেটার মন্টি পানেসারের মতে, শুভমানদের ব্যর্থতার পিছনে রয়েছে আরও কারণ। সৌজন্যে টিম ইন্ডিয়ার উদ্দেশ্যহীন, এলোমেলো বোলিং। মন্টি আপাতত কলকাতায়। চলতি বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগে ধারাভাষ্য দিচ্ছেন। তার মাঝেই আজ বিকেলে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে ভারতের 'অবাক' হার নিয়ে মন্টি বলছিলেন, 'লিডসে ভারতের টেস্ট হার আমায় অবাক করেছে। ভাবতেই পারিনি শুভমানরা এই ম্যাচ হেরে যাবে।' ভারতের হারের পিছনে স্পিনার রবীন্দ্র জাদেজার পারফরমেন্স হতাশ করেছে মন্টিকে। তাঁর কথায়, 'জাদেজা মাত্র একটি উইকেট নিয়েছে। ওর বোলিং খুব সাধারণ লেগেছে। হয়তো ওর সঙ্গে রবিচন্দ্রন অশ্বীন থাকলে জুটি হিসেবে সুবিধা হত। কিন্তু সেটা হয়নি। ভারতের মাটিতে জাদেজা দুর্দান্ত বোলার। কিন্তু বিলেতে খেলার অভিজ্ঞতা থাকার পরও কেন ওকে এত সাধারণ মনে হল, পিচের রাফ ব্যবহার করতে পারল না, বুঝলাম না।'

অশ্বীন এখন প্রাক্তনদের দলে। তাঁকে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে পাওয়ার সম্ভাবনা শূন্য। কিন্তু কুলদীপ যাদব বিলেতে ভারতীয় স্কোয়াডেই রয়েছেন। তাঁকে কি বার্মিংহামে ব্যবহার করা যেতে পারে? প্রশ্ন শুনেই লুফে নিলেন মন্টি। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন স্পিনার বলে দিলেন, 'কুলদীপ আগ্রাসী বোলার। ও ব্যাটারকে আক্রমণ করতে জানে। হয়তো ও থাকলে সুবিধা হত ভারতের। আমার মনে হয়, কুলদীপকে খেলানোর সিদ্ধান্ত নিক গৌতম গম্ভীররা।' কুলদীপকে খেলানোর প্রস্তাবের পাশে মন্টি শুভমান-গম্ভীরদের আরও একটি প্রস্তাব দিয়েছেন। বাঁহাতি পেসার অর্শদীপ সিংকে খেলানোর দাবি তুলেছেন তিনি। অর্শদীপ খেললে ভারতীয় বোলিংয়ের বৈচিত্র্য বাড়বে, এমন কথা শুনিয়ে মন্টি বলেছেন, 'মহম্মদ সিরাজ-প্রসিধ কৃষ্ণারা হতাশ করেছে। আমার মনে হয় দ্বিতীয় টেস্টে অর্শদীপকে খেলানোর কথা ভাবুক ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। অর্শদীপ খেললে ভারতীয় বোলিংয়ের বৈচিত্র্য বাড়বে।'

> কুলদীপ আগ্রাসী বোলার। ও ব্যাটারকে আক্রমণ করতে জানে। হয়তো ও থাকলে সুবিধা হত ভারতের। আমার মনে হয়, কুলদীপকে খেলানোর সিদ্ধান্ত নিক গৌতম গম্ভীররা।
>
> **মন্টি পানেসার**

আগ্রাসী ডাকেটে মজে স্টোকস

লিডস, ২৫ জুন : পাঁচদিনের সেয়ানে-সেয়ানে টক্কর।

হেডিংলের আবহাওয়ার মতো ম্যাচের রং বারবার বদলেছে। কখনও মেঘ, কখনও রোদ্দুর তো কখনও বৃষ্টি। বাইশ গজের দ্বৈরথেও তারই প্রতিফলন। পেন্ডুলামের মতো ম্যাচ ঘোরাফেরা করল।

প্রথম দেড়দিন একান্তভাবেই ভারতীয় ব্যাটারদের। যার পালটা জবাব বাজবলে। দ্বিতীয় ইনিংসে ঋষভ পন্থ, লোকেশ রাহুলের শতরানে কড়া চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়িয়ে জয় ছিনিয়ে নেয় ইংল্যান্ডই। থ্রি লায়ন্সের হেডিংলের টেস্ট কাহিনীতে আরও স্মরণীয় অধ্যায় যোগ।

৩৭১ রান তাড়া করে ম্যাচ জিতে

টস বিতর্কে প্রাক্তনদের পালটা জবাব

যে উচ্ছ্বাসই ধরা পড়ল অধিনায়ক বেন স্টোকসের গলায়। বলেন, 'হেডিংলেতে বেশ কিছু ভালো স্মৃতি রয়েছে। আরও একটা যোগ হল সেই তালিকায়। দারুণ একটা টেস্টে খেললাম। শেষ দিনে বড় রান তাড়ার চ্যালেঞ্জ। কেউ জানে না কী ঘটবে। শুধু জানা, নিজেদের সেরাটা দিতে হবে। দল সেটাই করে দেখিয়েছে।'

টসে জিতে ফিল্ডিং নেওয়া নিয়ে প্রবল সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন। মাইকেল ভন, নাসের হুসেনদের দাবি, সহজ ব্যাটিং পরিস্থিতিতে আগে বোলিং নিয়ে নিজেদের পায়ে কুড়ুল মেরেছে ইংল্যান্ড। যার ফায়দা তুলে যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমান গিল, ঋষভরা সেঞ্চুরি করেছে। ম্যাচ জিতে নিন্দুকদের জবাব দেওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করেননি স্টোকস।

ইংল্যান্ড অধিনায়কের পালটা দাবি, 'আমরা মনে করেছিলাম, ম্যাচ জিততে আগে বোলিং আমাদের জন্য সঠিক পদক্ষেপ হবে। ম্যাচের প্রথম সেশনে আমরা যথেষ্ট ভালো বলও করেছিলাম। ভারত অত্যন্ত ব্যাটিং করেছিল প্রথম দিন। তবে ম্যাচের গতিপ্রকৃতি যেভাবেই এগোক, কখনও টস সিদ্ধান্ত নিয়ে দোটানা ছিল না।'

ম্যাচের নায়ক বেন ডাকেটকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন। প্রথম ইনিংসে ৬২ করেছিলেন ডাকেট। সেরাটা বেরিয়ে আসে চতুর্থ ইনিংসে রানতাড়ার চ্যালেঞ্জে। ডাকেটের ১৪৯-র আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের সামনে দাঁড়াতে পারেনি ভারতীয় বোলিং। স্টোকসের কথায়, 'অবিশ্বাস্য ক্রিকেট। ওপেনিংয়ে নেমে বড় রান তাড়া করা সবসময় কঠিন। জ্যাক ক্রলির সঙ্গে ডাকেটের জুটি ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দেয়। ওরা দুজনের পরিপূরক।'

দুই দলের মধ্যে ব্যবধান গড়ে দেওয়া ব্যাটিংয়ে ম্যাচের সেরা ডাকেট। সেরার পুরস্কার হাতে ইংল্যান্ড ওপেনার বলেছেন, 'দুর্দান্ত একটা ম্যাচ। দুর্দান্ত খেলল ভারতও। পঞ্চম দিনে এভাবে ম্যাচ ফিনিশ করা অসাধারণ অনুভূতি। চতুর্থ দিনে মাথায় ছিল, উইকেট দেব না। শেষদিনে মনে হয়েছিল, ক্রিজে টিকে থাকলে জয় সম্ভব। সম্ভব ২০২২ সালের (বার্মিংহামে ৩৭৮ করে ভারতকে হারিয়েছিল) পুনরাবৃত্তি ঘটানো।'

ডাকেটের মতে, পঞ্চম দিনে প্রত্যেকে পরিণতি ক্রিকেট উপহার দিয়েছে। বুঝিয়েছে, এই জয়টা দলের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। সেরার পুরস্কার নিজে পেলেও কৃতিত্ব ভাগ করে নিচ্ছেন বোলারদের সঙ্গে। যুক্তি, ভারতের প্রথম ইনিংসে একসময় তাঁরা ব্যাকফুটে চলে গিয়েছিলেন। বোলাররাই ম্যাচে ফেরায়। দ্বিতীয় ইনিংসেও একই ছবি। ৩৭১-এর বদলে টার্গেট আরও ৫০-৬০ রান বেশি হলে ম্যাচ অন্যরকম হত।

বুমরাহকে ফের প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন। ডাকেট বলেছেন, 'প্রথম ইনিংসে দুরন্ত বোলিং করেছে। বুমরাহর প্রভাব মারাত্মক। এদিন কিন্তু ওকে দারুণভাবে আমরা সামলেছি। আর রবীন্দ্র জাদেজাকে সোজা ব্যাটে খেলা সহজ নয়। তাই রিভার্স সুইপ, সুইপকে বেছে নিয়েছিলাম।'

> প্রথম ইনিংসে দুরন্ত বোলিং করেছে। বুমরাহর প্রভাব মারাত্মক। এদিন কিন্তু ওকে দারুণভাবে আমরা সামলেছি। আর জাদেজাকে সোজা ব্যাটে খেলা সহজ নয়। তাই রিভার্স সুইপ, সুইপকে বেছে নিয়েছিলাম।
>
> **বেন ডাকেট**

ম্যাচের পর জসপ্রীত বুমরাহকে সান্ত্বনা বেন স্টোকসের।

স্ত্রী রীতিকার সঙ্গে খেলায় মজে রোহিত শর্মা। সেই ছবি পোস্ট করলেন সামাজিক মাধ্যমে।

বাজবলের সঙ্গে মস্তিষ্কের মিশেল বলছেন ভন

লিডস, ২৫ জুন : বাজবলের আস্ফালন। সঙ্গে হিসেব কষা ব্যাটিং। মাইকেল ভনের কথায় শেষদিনে রান তাড়ায় বাজবলের সঙ্গে মস্তিষ্কের মিশেল ঘটেছে ইংল্যান্ডের ব্যাটিংয়ে। ফলাফল সবার চোখের সামনে। নিখুঁত ব্যাটিং, দুরন্ত ফিনিশ। অসাধারণ জয়।

স্টোকসদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ মঞ্জরেকার

টসে জিতে বেন স্টোকসের ফিল্ডিং নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রথম দিনে ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন। দুরন্ত জয়ে সেই ভনের মুখে স্টোকস ব্রিগেডের বুদ্ধিদীপ্ত ক্রিকেটের কথা। প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক দলের যে ব্যাটিংকে আখ্যা দিয়েছেন 'বাজবল উইথ ব্রেনস' বলে।

ম্যাচের পর স্টোকস জানান, দলের প্রত্যেকে ম্যাচ পরিস্থিতি বুঝে ব্যাট করেছে। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছে, কখন ম্যাচের মোড় ঘোরানোর সুযোগ আসবে। পালটা চাপে ফেলা যাবে ভারতকে। তারই প্রতিফলন এই জয়। স্টোকসের যে দাবির সঙ্গে সহমত ভনের কথা, একবগ্গা বাজবল নয়, মাথাটাও দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছে ইংল্যান্ড। চাপের মুখে, প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও ইতিবাচক থেকেছে।

জোফ্রা আর্চারকে ২ জুলাই শুরু দ্বিতীয় টেস্টে ফেরানো তাড়াহুড়ো নিয়ে অবশ্য আশঙ্কা প্রকাশ করলেন। ভনের মতে, দীর্ঘদিন পর লাল বলের ফরম্যাটে সবে ফিরেছে। আরও কিছুটা সময় দেওয়া উচিত আর্চারকে। ভনের ধারণা, দ্বিতীয় টেস্টে আর্চারকে ছাড়াই দল গড়বে ইংল্যান্ড। বলেন, 'চার বছর লাল বলের ফরম্যাটের বাইরে ছিল। তাড়াহুড়োর কিছু দেখছি না। সাসেক্সের হয়ে গোটা দুয়েক অন্তত ম্যাচ খেলুক। তারপর লর্ডসে তৃতীয় টেস্টে ওকে ভাবা যেতে পারে। হেডিংলিতে জয় এনে দেওয়া বোলিং ব্রিগেডের ওপরই ভরসা রাখতে চাই দ্বিতীয় টেস্টেও।'

হেডিংলি জয়ে ডাকেটের পারফরমেন্সে মজে ভন। প্রাক্তনে মতে, ইংল্যান্ড জয়ের মধ্যমণি বাঁহাতি ওপেনার। 'যতটা কৃতিত্ব পাওয়া উচিত, তা পায় না ডাকেট। আমার মতে, এই মুহূর্তে শুধু ইংল্যান্ড নয়, বিশ্ব ক্রিকেটে তিন ফরম্যাট মিলিয়ে সেরা ব্যাটার ও। আলাদা আলাদা ফরম্যাট ধরলে অনেকে এগিয়ে থাকবে। কিন্তু সব মিলিয়ে ডাকেটই সেরা আমার কাছে। কাছাকাছি রাখব ট্রাভিস হেড, আইডেন মার্করামকে,' দাবি ভনের।

সঞ্জয় মঞ্জরেকার আবার প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন টিম ইংল্যান্ডকে। প্রাক্তন ভারতীয় ব্যাটারের মতে, চতুর্থ ইনিংসে ২৫০-৩০০ রান তাড়া করাও কঠিন। সেখানে ৩৭১ রান করে দাপটের সঙ্গে জয়। কুর্নিশ জানাতেই হচ্ছে বেন স্টোকস ব্রিগেডকে। পিচ কন্ডিশন, পরিস্থিতি বারবার বদলালেও ইংল্যান্ড ব্যাটারদের শরীরিভাষাতে আত্মবিশ্বাসের অভাব ছিল না। বিশ্বাস ছিল ৩৭১ করে জেতা সম্ভব।

> যতটা কৃতিত্ব পাওয়া উচিত, তা পায় না ডাকেট। আমার মতে, এই মুহূর্তে শুধু ইংল্যান্ড নয়, বিশ্ব ক্রিকেটে তিন ফরম্যাট মিলিয়ে সেরা ব্যাটার ও। আলাদা আলাদা ফরম্যাট ধরলে অনেকে এগিয়ে থাকবে। কিন্তু সব মিলিয়ে ডাকেটই সেরা আমার কাছে। কাছাকাছি রাখব ট্রাভিস হেড, আইডেন মার্করামকে।
>
> **মাইকেল ভন**

ডুরান্ডে পরিবর্তের খোঁজে আয়োজকরা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৫ জুন : আইএসএল-আই লিগ মিলিয়ে একাধিক না খেলতে চাওয়া ক্লাবের পরিবর্ত খুঁজতে এখন হিমসিম অবস্থা ডুরান্ড কাপ আয়োজকদের।

মঙ্গলবার হঠাৎই মোহনবাগানের তরফে জানানো হয়, তারা দল নামাবে না এই শতাব্দীপ্রাচীন টুর্নামেন্টে। আগে একই কথা জানায় এফসি গোয়া, চেন্নাইয়ান এফসি, বেঙ্গালুরু এফসি ও হায়দরাবাদ এফসি। আই লিগের ক্লাবগুলির মধ্যে না খেলার কথা জানিয়েছে চার্চিল ব্রাদার্স ও ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাব। ইন্টার কাশী সরকারিভাবে ঘোষণা না করলেও সম্ভবত দল নামাতে পারছে না, এমন কথা মৌখিকভাবে জানিয়ে দিয়েছে। এই আট দলের পরিবর্তে এখনও পর্যন্ত মাত্র দুই ক্লাব নিশ্চিত করেছে। ওয়ান লাদাখ ও নামধারী এফসিকে দেখা যাবে ডুরান্ডে। ডায়মন্ড হারবার এফসি-র কথা শোনা গেলেও এখনও সরকারিভাবে তাদের কাছে কোনও চিঠি যায়নি। আরও মজার বিষয় হল, বেঙ্গালুরু এফসি-র কর্তা শ্রীনিবাসন দল না নামানোর কথা বললেও দিনদুয়েক আগে ডুরান্ডের দল সুনীল ছেত্রীকে নিয়ে টুর্নামেন্টের শুটিং করে এসেছে।

সমস্যা আরও গভীর হয়েছে, মঙ্গলবার হঠাৎই মোহনবাগান টুর্নামেন্ট থেকে নাম তোলার কথা বলায়। কলকাতায় ডুরান্ড করার কারণই ছিল, তিন প্রধানকে দিয়ে দর্শক টেনে টুর্নামেন্টের জৌলুস বাড়ানো। যা গত কয়েক বছরে হয়েছেও। কিন্তু এবার অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন ডামাডোলের জেরে হঠাৎই থমকে যায় ক্লাবগুলির দল গঠন ও প্রাক মরশুম প্রস্তুতি। মোহনবাগানের সেপ্টেম্বরে এএফসি-র টুর্নামেন্ট। তাই তার পাঁচ সপ্তাহ আগেই তারা প্রস্তুতি শুরু করবে। আগে ঠিক ছিল, কলকাতা লিগের রিজার্ভ দলকেই ডুরান্ডে নামানো হবে। কিন্তু প্রতিবারের মতো এবারও দুই প্রধানকে একই গ্রুপে রাখা হচ্ছে ডার্বি করানোর জন্য। আর গোল বেঁধেছে এখানেই। রিজার্ভ দল নিয়ে পূর্ণশক্তির ইস্টবেঙ্গলের মোকাবিলা করে ডুরান্ডে হারতে নারাজ তারা। তাছাড়া গতবার কিছু অতিরিক্ত টিকিট চেয়ে অপমানিত হতে হয় সবুজ-মেরুন কর্তৃপক্ষকে। আর এসবের জেরেই এই নাম তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত।

যা খবর, তাতে ফের নতুন করে সূচি তৈরি করে দুই প্রধানকে আলাদা গ্রুপে রেখে একটা শেষ চেষ্টা আয়োজকরা হয়তো করার কথা ভাবছেন। অনুরোধ করানো হবে রাজ্য সরকারকে দিয়েও। কিন্তু সমস্যা হল, মোহনবাগান ক্লাব কর্তারা হলে হয়তো শুধু নির্দেশেই কাজ হয়ে যেত কিন্তু সুপার জায়ান্ট কর্তৃপক্ষ আদৌ অনুরোধও রাখবে কিনা তা নিয়ে সন্দিহান সকলেই।

সিএবি-তে আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগ

আঙুল কোষাধ্যক্ষের দিকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ জুন : বেনজির ঘটনা। সাংঘাতিক অভিযোগ। আর সেই অভিযোগে বিদ্ধ খোদ বাংলা ক্রিকেট সংস্থার কোশাধ্যক্ষ প্রবীর চক্রবর্তী!

বঙ্গ ক্রিকেট সংসারে বিতর্ক আগেও বিস্তর হয়েছে। খাবারের প্যাকেট, পানীয় জল, গাড়ি- অতীতে নানা সময়ে বাংলা ক্রিকেট সংস্থা নানা অভিযোগে বিদ্ধ হয়েছে। তবে খোদ কোশাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপের অভিযোগ অতীতে কখনও এসেছে কিনা, কারোর জানা নেই। এমন ঘটনা সামনে আসতেই হইচই পড়ে গিয়েছে বাংলা ক্রিকেটের অন্দরমহলে। ড্যামেজ কন্ট্রোলে আসরে নেমেছেন আপাতত মুম্বইয়ে থাকা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও। শেষ পর্যন্ত মহারাজ কতটা সফল হবেন, তা নিয়েও রয়েছে প্রশ্ন।

কারণ, এমন চাঞ্চল্যকর অভিযোগ সিএবি-র ওস্বাডসম্যান পর্যন্ত গড়িয়েছে। আগামী ১৯ জুলাই বিষয়টির শুনানি করতে চলেছেন তিনি। যেখানে সব পক্ষের বক্তব্য শোনা হবে। তার আগে আগামী শনিবার দুপুরে সিএবি-তে এথিক্স অফিসারের কাছে হাজিরার নির্দেশ গিয়েছে সিএবি কোশাধ্যক্ষের কাছে।

ঘটনার সূত্রপাত মাসখানেক আগে। সিএবি কোশাধ্যক্ষের ক্লাব শতাব্দীপ্রাচীন উয়াড়ির তরফে তাঁর বিরুদ্ধে আর্থিক বেনিয়মের অভিযোগ তুলে দক্ষিণ কলকাতার লেক থানা ও আলিপুর আদালতের দ্বারস্থ হন ক্লাবের ছয় প্রতিনিধি। তাঁরাই ঘটনার কথা জানান সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়কেও। কোশাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে পাঁচ পাতার অভিযোগ জমা পড়ে সিএবি-তে। যেখানে স্পষ্টভাবে অভিযোগ করা হয়েছে, সিএবি থেকে উয়াড়ি ক্লাব প্রতিবছর যে অনুদান পায়, সেই অর্থ কোশাধ্যক্ষ প্রবীর ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করেছেন। পালটা যুক্তিও রয়েছে। সিএবি কোশাধ্যক্ষ তাঁর ঘনিষ্ঠমহলে জানিয়েছেন, অতীতে উয়াড়ি ক্লাব পরিচালনা করতে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে কিছু অর্থ খরচ করেছিলেন তিনি। সেই টাকাই সিএবি থেকে ক্লাবের নামে তুলেছেন তিনি। কিন্তু বাস্তবে কি এমনটা করা যায়? সিএবি কোশাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে এক ব্যক্তি, একাধিক পদের অভিযোগও রয়েছে। সিএবি কোশাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনের পাশে প্রবীর কীভাবে উয়াড়ির সচিব পদে থাকেন, তা নিয়েও রয়েছে অভিযোগ।

বুধবার ছিল তিরাশির বিশ্বজয়ের ৪২তম বর্ষ। বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্য সন্দীপ পাতিলকে এদিন সিএবি-র তরফে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

এদিকে, আগামীকাল সন্ধ্যার ইডেন গার্ডেন্সে বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের আসরে সারা আলি খান ও আদিত্য রয় কাপুর হাজির হতে চলেছেন। আগামীকাল রাতে বেহালায় সৌরভের বাড়িতে নৈশভোজেও যাবেন তাঁরা।

হারের পর হতাশ হয়ে মাঠ ছাড়ছেন বায়ার্ন মিউনিখের হ্যারি কেন, টমাস মুলার, সার্জ গ্যানাব্রিরা। বুধবার ফিলাডেলফিয়ায়।

জিতেও গ্রুপে দ্বিতীয় চেলসি

বেনফিকার কাছে হার বায়ার্নের

ফিলাডেলফিয়া ও শার্লট, ২৫ জুন : সহজ জয়। ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে গ্রুপের শেষ ম্যাচে ইএস তিউনিসকে ৩-০ গোলে হারাল চেলসি। তবুও শীর্ষস্থান অধরা। ব্লুজ ব্রিগেডকে পিছনে ফেলে গ্রুপ সেরা ব্রাজিলের ফ্ল্যামেঙ্গো।

গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ লস অ্যাঞ্জেলেস এফসি-র সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করায় ব্রাজিলিয়ান ক্লাবটির ঝুলিতে ৭ পয়েন্ট। চেলসির পয়েন্ট ৬। অর্থাৎ গ্রুপের দ্বিতীয় দল হিসাবে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল খেলবে ইংলিশ ক্লাবটি। এদিন তিউনিশিয়ার ক্লাবটির বিরুদ্ধে চেলসির জার্সিতে প্রথমবার গোল করেন লিয়াম ডেলপ (৪৫+৫)। বাকি দুইটি গোল টোনিস আদারবিও (৪৫+৩) ও টাইরিক জর্জের (৯০+৭)। দুইটি গোলেই অবদান রয়েছে এনজো ফার্নান্ডেজের।

অন্যদিকে, বেনফিকার কাছে ১-০ গোলে হেরে গেল বায়ার্ন মিউনিখ। জয়সূচক গোলটি ১৩ মিনিটে আন্দ্রেয়াস শেলদেরুপের করা। আসলে তীব্র গরমে নিজেদের খেলাটা খেলতেই পারেননি সার্জ গ্যানাব্রি, লেরয় সানে থেকে পরিবর্ত হিসাবে নামা হ্যারি কেন, জোশুয়া কিমিচরা। শার্লটের মাঠে ৩৬ ডিগ্রি তাপমাত্রায় কার্যত কাহিল হয়ে পড়েন দুই দলের ফুটবলাররাই। একাধিকবার খেলা থামিয়ে জল পানের বিরতি দেওয়া হয়। অসুস্থ হয়ে মাঠ ছাড়েন বেনফিকার ফুটবলার জিয়াননুকা প্রেসতিয়ানি। হেরে যাওয়ায় ৬ পয়েন্ট নিয়ে 'সি' গ্রুপের দ্বিতীয় দল হিসাবে নক আউটে নামবে বায়ার্ন। শেষ ষোলোয় জার্মান জায়েন্টদের প্রতিপক্ষ ফ্ল্যামেঙ্গো। ৭ পয়েন্ট নিয়ে এই গ্রুপে শীর্ষে থাকা বেনফিকার বিরুদ্ধে খেলবে চেলসি।

অন্যদিকে, আর্জেন্টাইন ক্লাব বোকা জুনিয়ার্সকে রুখে দিল অপেশাদার অকল্যান্ড সিটি। ১-১ গোলে ম্যাচ ড্র করল নিউজিল্যান্ডের ক্লাবটি। অকল্যান্ড সিটির হয়ে গোল করা ক্রিশ্চিয়ান গ্রে পেশায় স্কুল শিক্ষক। ৫২ মিনিটে তাঁর গোল হয়তো ম্যাচ জেতাতে পারেনি। তবুও এই সাফল্য তাদের কাছে একরকমের স্বপ্নপূরণ।

ড্র করল 'অপেশাদার' অকল্যান্ড সিটি

ডায়মন্ডের বিবৃতি

কলকাতা, ২৫ জুন : বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের দল হারবার ডায়মন্ডসের সঙ্গে ডায়মন্ড হারবার এফসি-র কোনও সম্পর্ক নেই। মঙ্গলবার বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে ডায়মন্ড হারবার এফসি-র ম্যানেজমেন্ট।

কলকাতা লিগের জমকালো উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ জুন : বিনোদনে ভরপুর কলকাতা ফুটবল লিগের বোধন।

রঙিন আলো আর আতশবাজির রোশনাইয়ের সঙ্গে সুরের মূর্ছনায় প্রিমিয়ারের জমকালো উদ্বোধন। ক্রীড়াপ্রেমী সাংসদ পার্থ ভৌমিক, বিধায়ক সনৎ দে, উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব নবাব ভট্টাচার্য থেকে প্রাক্তন ফুটবলার দীপেন্দু বিশ্বাস, অমিত ভদ্রদের উপস্থিতিতে নৈহাটির বঙ্কিমাঞ্জলি স্টেডিয়ামে চাঁদের হাট। ছিলেন আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত, সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় সহ রাজ্য ফুটবল সংস্থার অন্য পদাধিকারীরা। প্রত্যেককে সংবর্ধিত করা হয় আইএফএ-র তরফে। বঙ্গ ফুটবল নিয়ামক সংস্থার ভূয়সী প্রশংসা করেন পার্থ ভৌমিক।

এরপর ধামসা মাদল ও নাচের অনুষ্ঠান। গান গাইলেন প্রখ্যাত লোকসংগীতশিল্পী পৌষালি বন্দ্যোপাধ্যায়। ম্যাচ শুরুর আগে কলকাতা লিগের থিম মিউজিকের সঙ্গে লেজার শো। সবমিলিয়ে মায়াবী পরিবেশ তৈরি হল নৈহাটির মাঠে। ম্যাচ শুরুর আগে ফুটবল উপহার দেওয়া হয় উপস্থিত দর্শকদের। উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হল বেহালা এসএস ও কালীঘাট এমএস। ১-০ গোলে জিতল বেহালা। কিক অফের আগে ফুটবলারদের সঙ্গে পরিচয় পর্ব সারলেন বিধায়ক সনৎ দে ও আইএফএ-র পদাধিকারীরা। দুই দলের অধিনায়কের হাতে তুলে দেওয়া হয় প্রদীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামাঙ্কিত কলকাতা ফুটবল লিগের বিশেষ স্মারক।

প্রস্তুতি ম্যাচে চার গোল বাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ জুন : কলকাতা লিগের আগে দ্বিতীয় প্রস্তুতি ম্যাচেও জয় পেল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। বুধবার তারা বিধাননগর মিউনিসিপ্যালিটি স্পোর্টস অ্যাকাডেমিকে ৪-০ গোলে হারিয়েছে। জোড়া গোল করেছেন শিলিগুড়ির তুষার বিশ্বকর্মা। একটি গোল করেন সন্দীপ মালিক। অপর গোলটি আত্মঘাতী। এদিন কোচ ডেগি কার্ডোজো সব খেলোয়াড়কে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নেন। ৩০ জুন কলকাতা লিগে অভিযান শুরু করছে মোহনবাগান।

খেতাব জিতেও খুশি নন নীরজ

অস্ট্রাভা, ২৫ জুন : মুকুটে আরও একটা পালক। প্যারিস ডায়মন্ড লিগের পর অস্ট্রাভা স্পাইকেও সেরার শিরোপা ছিনিয়ে নিয়েছেন নীরজ চোপড়া। তবুও নিজের পারফরমেন্সে সন্তুষ্ট হতে পারছেন না ভারতের তারকা জ্যাভলিন থ্রোয়ার।

অস্ট্রাভায় তৃতীয় প্রয়াসে ৮৫.২৯ মিটার জ্যাভলিন ছোড়েন নীরজ। সব মিলিয়ে ছয়বারের মধ্যে সফল থ্রো চারটি। কিন্তু কোনওবারেই নিজের সেরা পারফরমেন্সের ধারেকাছে পৌঁছোতে পারেননি। তাই সেরা হয়েও হতাশ দেখাল নীরজকে। ভারতীয় জ্যাভলিন থ্রোয়ার বলেছেন, 'ট্রফি জিততে পেরে ভালো লাগছে। তবে নিজের পারফরমেন্সে সন্তুষ্ট হতে পারলাম না।' তাঁর সংযোজন, 'চেক প্রজাতন্ত্রে জ্যাভলিন খুবই জনপ্রিয়। এখানে দর্শকদের থেকে যে সমর্থন পেয়েছি তা সত্যিই অসাধারণ। ওদের জন্যই আরও ভালো পারফর্ম করতে চেয়েছিলাম।' অলিম্পিকে জোড়া পদকজয়ী নীরজের কাছে এই সাফল্য আবার একরকম স্বপ্নপূরণও। তিনি বলেছেন, 'ছোট থেকে এই প্রতিযোগিতা দেখছি। উসেইন বোল্ট, জ্যান জেলেনজিদের এখানে চ্যাম্পিয়ন হতে দেখেছি। ওদের মতো আমিও এই অস্ট্রাভায় খেতাব জেতার স্বপ্ন দেখতাম। সেদিক থেকে বলাই যায়, আমার স্বপ্নপূরণ হল।'

> ট্রফি জিততে পেরে ভালো লাগছে। তবে নিজের পারফরমেন্সে সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। এখানে দর্শকদের থেকে যে সমর্থন পেয়েছি তা সত্যিই অসাধারণ। ওদের জন্যই আরও ভালো পারফর্ম করতে চেয়েছিলাম। -নীরজ চোপড়া

চুক্তি বাড়ল নেইমারের

ব্রাসিলিয়া, ২৫ জুন : ছোটবেলার ক্লাব স্যান্টোসের সঙ্গে চুক্তি বাড়ালেন ব্রাজিলিয়ান তারকা নেইমার। চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে সৌদি প্রো লিগ থেকে ছয়মাসের চুক্তিতে ব্রাজিলের ক্লাবটিতে যোগ দিয়েছিলেন তিনি।

৩৩ বছরের এই তারকার সঙ্গে ডিসেম্বর পর্যন্ত চুক্তি বাড়ানো হয়েছে। অবশ্য তার আগে বেশ কিছুদিন ধরে জল্পনা চলছিল, ইউরোপে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন নেইমার। নয়া চুক্তিতে স্বাক্ষর করে ব্রাজিলিয়ান তারকা বলেছেন, 'আমি হৃদয়ের কথা শুনে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। স্যান্টোস শুধু আমার ছোটবেলার ক্লাব নয়, এটা আমার বাড়ি। এখানে থাকতে পেরে আমি খুশি।' তিনি আরও যোগ করেন, 'আমার কেরিয়ারের অপূর্ণ স্বপ্নগুলো এখানে পূরণ করতে চাই। এখন আমাকে আর কোনও কিছুই আটকাতে পারবে না।'

নেইমারের সঙ্গে লামিনে ইয়ামাল।

ভারতীয় খুদের সঙ্গে ড্র কার্লসেনের

তিবিলিসি, ২৫ জুন : বয়স মাত্র ৯ বছর। কিন্তু তাতেই গোটা বিশ্ব দাবাকে চমকে দিয়েছে। মঙ্গলবার আর্লি টাইটেল টুইসডে নামক এক অনলাইন দাবা প্রতিযোগিতায় দিল্লির ৯ বছরের খুদে দাবাড়ু আরিত কপিল কিংবদন্তি ম্যাগনার্স কার্লসেনের সঙ্গে খেলায় ড্র করেছে। একটা সময় বিশ্বের একনম্বর তারকাকে প্রায় হারিয়েই দিয়েছিল এই ভারতীয় দাবাড়ু। সেখান থেকে শেষ মুহূর্তে ম্যাচ বাঁচান কার্লসেন। চলতি বছরের এপ্রিল মাসে অনূর্ধ্ব-৯ জাতীয় দাবায় রানার্স হয়েছিল আরিত। এই মুহূর্তে অনূর্ধ্ব-১০ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ খেলার জন্য জর্জিয়ায় রয়েছে দিল্লির এই ছেলেটি। সেখানে প্রথম দুই রাউন্ডে জিতেও গিয়েছে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ফাঁকেই অনলাইন দাবা প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল আরিত।

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর সাঁতালপুর মিশন হাইস্কুল। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

চ্যাম্পিয়ন সাঁতালপুর মিশন

আলিপুরদুয়ার, ২৫ জুন : সুব্রত কাপ ফুটবলে অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল সাঁতালপুর মিশন হাইস্কুল। বৃহস্পতিবার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে রাঙালিবাজনা মোহন সিং হাইস্কুলকে হারিয়েছে। নির্মলা গার্লস হাইস্কুল মাঠে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ ১-১ ছিল। সাঁতালপুরের যুথিকা মারান্ডি ও মোহন সিংয়ের বিনীতা মুন্ডা গোল করে।

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে চাপে বাংলাদেশ

কলম্বো, ২৫ জুন : শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচের প্রথম দিনের পর চাপে বাংলাদেশ। বুধবার দিনের শেষে তাদের স্কোর ২২০/৮।

বৃষ্টিবিঘ্নিত প্রথমদিনে বাংলাদেশের কোনও ব্যাটারই অর্ধশতরান করতে পারেননি। সবাধিক ৪৬ রান পেয়েছেন ওপেনার শাদমান ইসলাম। মিডল অর্ডারে মুশফিকুর রহিম ৩৫ এবং লিটন দাস ৩৪ রান করেছেন।

গলে প্রথম ম্যাচে টসে জিতে শুরুতে ব্যাট করে বাংলাদেশ ৪৯৫ রান তুলেছিল। কলম্বোতেও একই পরিকল্পনা ছিল বাংলাদেশের। কিন্তু বাস্তবে তা করে দেখাতে পারেননি নাজমুল হোসেন শান্তরা (৮)। পঞ্চম উইকেটে মুশফিকুর ও লিটনের ৬৭ রানে জুটিতে কিছুটা মুখরক্ষা হয় বাংলাদেশের।

নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট তুলে বিপক্ষকে সারাদিনই চাপে রেখেছিলেন শ্রীলঙ্কান বোলাররা। অভিষেককারী বাঁ হাতি স্পিনার সোনাল দিনুশা (২২/২) দুই উইকেট নিয়েছেন। দুটি করে উইকেট পেয়েছেন দুই পেসার আসিথা ফার্নান্ডো (৪৩/২) ও বিশ্ব ফার্নান্ডো (৩৫/২)।

অভিষেক টেস্টে প্রথম ইনিংসে দুই উইকেট পেলেন সোনাল দিনুশা।

NOTICE INVITING TENDER

Chief Medical Officer of Health, Darjeeling & Secretary, DH&FWS Siliguri invites Notice Inviting E-Tender vide No: DH&FWS/12 Dated 20.06.2025 in connection with the laboratory equipment supply at Regional Food Testing Laboratory, Siliguri. The last date of submission of Bid is 17.07.2025 upto 04.00 p.m. For details please communicate office of the undersigned at 2nd Floor, Siliguri Mahakuma Parishad Building, Hakimpara, Siliguri or visit https://wbtenders.gov.in.

Sd/- Dr. T. Pramanik
Chief Medical Officer of Health, Darjeeling & Secretary DH & FWS, SMP

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়ী হলেন কোচবিহার-এর এক বাসিন্দা

সাপ্তাহিক লটারির 62B 56017 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, শুধু পুরস্কারের জন্যই নয়, বরং আমাকে নতুন করে শুরু করার সুযোগ দেওয়ার জন্য এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করার ক্ষমতা দেওয়ার জন্য। এখন আমি আমার পরিবারকে আরও ভালোভাবে সমর্থন করতে পারবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি সরাসরি দেখানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, কোচবিহার - এর একজন বাসিন্দা হরিপদ বর্মণ - কে 01.04.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন স্বর্ণদীপ সাংমা। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

গারোপাড়ার বড় জয়

কোচবিহার, ২৫ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার মরু ঘোষ ও হরেন্দ্রচন্দ্র রক্ষিত ট্রফি ফুটবল লিগে বুধবার গারোপাড়া ক্লাব ১০-২ গোলে প্রভাত ক্লাবকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে গারোপাড়ার স্বর্ণদীপ সাংমা হ্যাটট্রিক সহ ছয়টি গোল করেন। অনিকেত সাংমাও জোড়া গোল করেন। তাদের বাকি স্কোরার পূর্ণ মালি ও সৌভিক মারাক। প্রভাতের গোল করেন ধনঞ্জয় বর্মন ও রাজীব বর্মন। ম্যাচের সেরা স্বর্ণদীপ।

উত্তরের খেলা

রাজ্য দাবা শুরু আজ

জলপাইগুড়ি, ২৫ জুন : জেলা দাবা সংস্থার পরিচালনায় এবং সারা বাংলা দাবা সংস্থার তত্ত্বাবধানে চারদিনের অনূর্ধ্ব-১৫ রাজ্য দাবা বৃহস্পতিবার শুরু হবে। জেলা দাবা সংস্থার সচিব সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, সেন্ট পলস স্কুলে অনুষ্ঠেয় আসরে দুই শতাধিক দাবাড়ু অংশ নেবে। এই প্রতিযোগিতার বিজয়ীরা ২-১০ নভেম্বর লখনউয়ে অনুষ্ঠেয় জাতীয় দাবায় নামার ছাড়পত্র পাবে।

জয়ী ভুজারিপাড়া

ময়নাগুড়ি, ২৫ জুন : সাপ্টিবাড়ি-২ প্লেয়ার্স ইউনিটের চ্যাম্পিয়ন লিগে বুধবার ভুজারিপাড়া এফসি ৩-০ গোলে মা কানির ঘাট এফসিসি-কে হারিয়েছে। গোল করেন ম্যাচের সেরা মৃত্যুঞ্জয় রায়, যতীন রায় ও দীপঙ্কর রায়। বৃহস্পতিবার খেলবে রাম্মোহান রায় ফ্যানস ক্লাব ও ময়নাগুড়ি ওয়াইএসএফএ।

ম্যাচের সেরার মৃত্যুঞ্জয় রায়। ছবি : অভিরূপ দে

জয়ী জুবিলি

বীরপাড়া, ২৫ জুন : আলিপুরদুয়ার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগের 'বি' গ্রুপের বীরপাড়া কেন্দ্রের প্রথম খেলায় জিতল জুবিলি ক্লাব। নিজেদের মাঠে বুধবার তারা ২-১ গোলে ইজরায়েল গুরুং ফুটবল অ্যাকাডেমিকে হারায়। গোল করেন জুবিলির কুশল খাখা, রোহিত লোহার এবং ইজরায়েলের কেবমন নার্জিনারি। ৩০ জুন জুবিলি খেলবে দলসিংপাড়া স্পোর্টস অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে।

জয়ী ইয়েলমো

জলপাইগুড়ি, ২৫ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগের বুধবার ইয়েলমো এফএ ২-০ গোলে জেএফএ-কে হারিয়েছে। গোল করেন বিশ্বরূপ দে ও ম্যাচের সেরা সুশান্ত রায়।